Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/74	Place of Publication:	Calcutta
		Year:	1872b.s. (1865)
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	J.G. Chatterjee & Co's Press, 115 Amherst Street
Author/ Editor:	Gourinath Neogi	Size:	10x16.5cms.
		Condition:	Brittle
Title:	Asha-Marichika	Remarks:	

এই পুস্তক

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়কে

উপহার দিলাম।

আশা-মরীচিকা।

শ্রীগৌরীনাথ নিয়োগী
প্রণীত।

CALCUTTA :
PRINTEDAT J. G. CHATTERJEA & Co's PRESS.
115, AMHERST STREET.

1872.

আশা-মরীচিকা।

প্রথম অধ্যায়।

একদা দিবাবসানে কোন যুবা অশ্বারোহণ করিয়া দ্রুত-বেগে গমন করিতেছিলেন; দুঃসহ গ্রীষ্মাতিশয় প্রযুক্ত তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মে বিপ্লুত হইতেছিল। তুরঙ্গও ক্লান্ত হইয়া দ্রুত গমনে অশক্ত হইতে লাগিল। বায়ুর সঞ্চার কিঞ্চিন্মাত্রও ছিলনা।

যুবক এক বিপিন প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। পশ্চিমগগণ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন দেখিয়া অশ্ব বেগ সংবরণ পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইলেন এবং তুরঙ্গের বল্গা হস্তে ধারণ করিয়া এক প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। এমন সময়ে প্রবল ঝটিকা অতি বেগে প্রবাহিত হইয়া বৃহৎ২ বৃক্ষসকল সমূলে উৎপাটন করিতে লাগিল। বায়ুর হুহু শব্দে, ভগ্ন বৃক্ষ-শাখার মড়২ শব্দে এবং ভীষণ মেঘগর্জ্জনে তাহার কর্ণ রোধ হইল। ধূলিপটল ও শুষ্ক তৃণাদি একত্রিত হইয়া উড্ডীন হইতে লাগিল; বোধ হইল যেন নীরদজাল, ঊর্দ্ধে গগণ

মণ্ডল নিম্নে ধরাতলে, স্পর্শ করিয়া মহাবেগে উড়িয়া যাইতেছে। জলধর অবিশ্রান্তে জলধারা বর্ষণ করিতে লাগিল।

একে গগন ঘন ঘটাচ্ছন্ন তাহাতে আবার তিমিরময়ী যামিনীর আবির্ভাবে সমস্ত বস্তু দৃষ্টির অগোচর হইল; কেবল বিদ্যুতের আলোকে কখন কখন সন্নিহিত বৃক্ষাদি দৃষ্ট হইতে লাগিল। সেই কানন অতিশয় ভয়ানক, ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি শ্বাপদ জন্তু সঙ্কুল; লোকালয় অতি বিরল।

যুবক মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন "এস্থানে থাকিলে বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই; এমন সময়ে একাকী পর্য্যটন করিয়া ঈদৃশ ভয়ঙ্কর নিবিড় কানন উত্তীর্ণ হওয়াও সহজ ব্যাপার নহে।" এই চিন্তায় তিনি বিকল চিত্ত হইলেন; কিন্তু এখানে থাকিলে নিশ্চয়ই বিপদ ঘটিবে এই আশঙ্কায় অশ্বারোহণ পূর্ব্বক অরণ্য মধ্য দিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরিধান বস্ত্র বৃষ্টিতে আর্দ্র হওয়াতে শীতে কলেবর কম্পিত হইতে লাগিল; প্রায় এক প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত সেই অবস্থায় অশ্বচালনা করিয়া পূর্ব্বদিকে আলোক দেখিতে পাইলেন। লোকালয় আছে বিবেচনা করিয়া সেই দিকে গমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে একটি আশ্রমের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া এক ব্যক্তি বহির্গত হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ?"

তিনি উত্তর করিলেন "আমি পথিক, আজ রাত্রিতে তোমার বাটীতে আশ্রয় প্রার্থনা করি।"

সেই ব্যক্তি ক্ষণকাল মৌনভাবে থাকিয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিল। পথিক তাহার অনুগামী হইলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সেই দিন দিবা দুই প্রহরের সময় কএক জন অস্ত্রধারী পুরুষ পূর্ব্বোল্লিখিত অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় আসিয়া একত্রিত হয়। ঐ অশ্বত্থ বৃক্ষের দক্ষিণ দিকে নিবিড় অরণ্য, উত্তর দিকে বিস্তীর্ণ মরুভূমি। নীলোজ্জ্বল আকাশমণ্ডল ঐ বালুকাময় মরুভূমির প্রান্ত ভাগ যেন স্পর্শ করাতে অতি আশ্চর্য্য শোভা সম্পন্ন হইয়াছিল। মরুভূমির প্রান্তভাগ সংস্পৃষ্ট গগণমণ্ডল রজত অঙ্গুরীয়োপরি সংস্থাপিত নীলকান্ত মণির ন্যায় সাতিশয় চিত্তহারিণী শোভা ধারণ করিবে বিচিত্র কি?

মরুভূমির উত্তর সীমায় অনুমান ১৬ ক্রোশ অন্তরে চন্দ্রপুর নামে একখানি গ্রাম আছে। অশ্বত্থ বৃক্ষের অনতিদূর দিয়া যে পথ অরণ্যাভিমুখে গিয়াছে সেই পথ দিয়া গমন করিলে অরণ্য প্রান্তে একটী নগর পাওয়া যায়; ঐ নগরের নাম আনন্দ নগর। আনন্দ নগরের পশ্চিম দিকদিয়া গঙ্গা প্রবাহিতা হইতেছে; অপর তিন দিকে অরণ্য। ঐ নগর বাণিজ্য পক্ষে বিশেষ অনুকূল; সকল দেশের ব্যবসায়ী লোক এখানে যাতায়াত করে। চন্দ্রপুর অথবা উত্তরদেশের অন্যান্য স্থান হইতে এখানে জলপথে আসিতে হইলে অনেক কাল বিলম্ব হয়, এজন্য দারুণ ক্লেশকর হইলেও

সকলে ভীষণ মরুভূমি ও অরণ্য উত্তীর্ণ হইয়া এই নগরে গমনাগমন করে। কিন্তু এই অরণ্যে অতিশয় দস্যু ভয়। দিবাভাগেও কেহ একাকী গমন করিতে সাহস করে না। অস্ত্রধারীগণ ঐ অরণ্য হইতে নির্গত হইয়া অশ্বত্থবৃক্ষের তলায় আসিয়া একত্রিত হইলে এক জন অশ্বারোহী পুরুষ তথায় উপস্থিত হইলেন। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ; অথচ হস্তে দীর্ঘ বড়সা, কটিতে তরবারি লম্বমান। সহসা দেখিলে সৈনিক পুরুষ বলিয়া প্রতীতি জন্মে। ইহাঁর দেহের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার অসাধারণ, বক্ষস্থল বিশাল, শরীর কৃষ্ণবর্ণ, চক্ষু আরক্ত ও আয়ত, আকৃতি গম্ভীর ও ভয়ঙ্কর। এই বীর পুরুষ যে অসাধারণ বলবান ও সাহসী ইহাঁর অবয়বই তাহার পরিচয় দেয়। কিন্তু এমন সাহসিক ব্যক্তির বদন এত ম্লান ও চিন্তাকুল কেন? কেনই বা মরুভূমির দিকে এত ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতেছেন? ইঁনি কি তৃষ্ণাতুর হইয়া মরুভূমির মরীচিকার অবাস্তবিক জলপান লালসায় ওদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন? অথবা আশামরীচিকার সহিত ঐ মরীচিকার তুলনা করিতেছেন? কোন্ মরীচিকার প্রলোভন অধিক? শূন্যমার্গে কল্পিত স্বর্ণ অট্টালিকায় স্বর্গ বিদ্যাধরীর ন্যায় যে রমণী-ললাম অবস্থিতি করিতেছে চিরকাল তাহার সহবাস সুখ—অথবা যে ধনাগারে রাশি রাশি মণিমুক্তা আছে সেই ধনাগার—অথবা বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী রাজ্যাধিকারের আধিপত্য—এই সকল প্রলোভন অধিক? না ঐ যে মরুভূমিতে কিশলয় কুসুম সুশোভিত পাদপের

ছায়ায় উপবেশন করিয়া স্ফটিক বিনিন্দিত স্বচ্ছ সলিলপূর্ণা দীর্ঘিকার স্নিগ্ধ জল পান করা—ইহার প্রলোভন অধিক?

হঠাৎ একটী তৃষ্ণাতুর মৃগ অরণ্য হইতে নির্গত হইয়া সেই মরীচিকার দিকে বায়ুবেগে ধাবিত হইল এবং উত্তপ্ত বালুকায় পতিত হইয়া তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল। অশ্বারোহী ঐ ঘটনা দেখিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং অরণ্যে দৃষ্টিপাত করিলেন; তাহাতে তদীয় আন্তরিক যন্ত্রণার কিঞ্চিন্মাত্র ও উপশম হইল না, বরং আরও প্রবল হইল; তাঁহার হৃদয় কান্তারে যেন দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। বেলা ঠিক দুই প্রহর; পশু পক্ষী সকল ও বিশ্রাম করিতেছে, কোন শব্দ করিতেছে না। কেবল চাতক করুণ স্বরে ডাকিতেছে। অরণ্য-শোভা দেখিয়া এখন কি অশ্বারোহীর মনস্তাপ তিরোহিত হইতে পারে? তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন "আশা কি কখন সফল হইবে না? ঐ তৃষ্ণাতুর মৃগের ন্যায় আমিও কি আশা-মরীচিকার অনুসরণ করিতে করিতে উত্তপ্ত নৈরাশ মরুভূমিতে তনুত্যাগ করিব? আশানুরূপ ফল কি পাওয়া যাইবে না?"

এই ভাবিয়া তিনি আবার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং অরণ্য অবলোকন করিতে লাগিলেন। মধ্যাহ্ন কালে প্রকৃতি গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করে। প্রাহ্ণে বা অপরাহ্ণে উহার মূর্ত্তি পরম রমণীয়! মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক পক্ষিগণও উহা দেখিয়া পুলকিত চিত্তে গান করিতে থাকে। মধ্যাহ্ন কাল, বিশেষতঃ বৈশাখ মাসে—মধ্যাহ্ন কাল অতিশয়

ভয়ঙ্কর! মাঠ ধুধু করে, গ্রামাদিও অরণ্যবৎ প্রতীয়মান হইতে থাকে; এই সময়ে অরণ্য, বিজন অরণ্য যে কি রূপ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে তাহা বর্ণন করা সহজ নহে।

অশ্বারোহী অরণ্যের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া অস্ত্রধারীদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। এক জন তাঁহার সম্মুখে আসিয়া করজোড়ে দণ্ডায়মান হইল।

অশ্বারোহী কহিলেন "কালিদাস! তুমি কালীর মন্দিরে যাইয়া পূজার আয়োজন কর।"

কালিদাস "যে আজ্ঞা দস্যুরাজ" বলিয়া গমন করিল।

অশ্বারোহী অপর অস্ত্রধারীদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, তোমরা সকলে অরণ্য মধ্যে গিয়া লুকাইয়া থাকে; সেই যুবক অরণ্য মধ্য দিয়া যাইবার সময় কৌশলে তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাইও। চারে মাছ আসিলে টোপ খাইবে এবং নিশ্চয়ই ধরা পড়িবে। সাবধান! চার ফেলিতে জল যেন অধিক আন্দোলিত ও ঘোলা না হয়।

এই আজ্ঞা শ্রবণ মাত্র সকলে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল।

অশ্বারোহী একাকী তথায় রহিলেন। দিবা অবসন্ন হইল; তিনি অকস্মাৎ মরুভূমিতে কি যেন দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন এবং অশ্বে কশাঘাত করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিলেন।

যে ব্যক্তি পথিককে আশ্রয় দিয়াছিল সে ব্যক্তি অশ্বারোহী দস্যুপতির চর।

তৃতীয় অধ্যায়।

এই কানন মধ্যে কতিপয় প্রশস্ত জলাশয় আছে, তাহার উত্তরপার্শ্বে এক সুনির্ম্মিত মন্দির; মন্দিরের অভ্যন্তরে পাষাণময়ী কালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। ঐ মূর্ত্তির শিরোদেশে স্বর্ণমুকুট, অঙ্গ স্বর্ণময় অলঙ্কারে বিভূষিত। দেবীর সম্মুখে একজন ব্রাহ্মণ উপবিষ্ট আছেন, তিনি অনিমিষ নয়নে প্রতিমা নিরীক্ষণ করিতেছেন; বোধ হয় যেন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া ধ্যানে মগ্ন আছেন। তাঁহার বাম দিকে অন্য এক ব্যক্তি উপবিষ্ট আছে, তাহার আকার অতিশয় ভয়ঙ্কর, প্রকৃতি গম্ভীর, দেখিলে ভয়ের উদ্রেক হয়। মন্দির মধ্যে পশ্চিমদিকে অসিচর্ম্ম শেল শূল ইত্যাদি অস্ত্র দীপালোকে প্রতিভাত হইয়া ঝকমক করিতেছে। পূর্ব্বদিকে দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক একটী বালক ও ষোড়শবর্ষীয়া একটী স্ত্রীলোক বন্ধনাবস্থায় আছেন। তাঁহাদের চক্ষু হইতে অবিরল বাষ্পবারি বিগলিত হইতেছে।

মন্দির সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে আরও তিন জন মনুষ্য আছে; তন্মধ্যে দুই জন পুষ্প ও বিল্বপত্রাদি স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখিতেছে; অপর ব্যক্তি একখানি খড়্গ শাণিত করিতেছে। সকলই নিঃশব্দ। একে অমাবস্যা তিথি তাহাতে আবার গগণমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন, সুতরাং যামিনী প্রগাঢ় তিমিরাবৃত হইয়াছে, বাহিরে কোন বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় না। জীবজন্তু সকলই নিস্তব্ধ! কেবল কোন কোন সময়ে অরণ্য মধ্যে ব্যাঘ্রের গর্জ্জনে এই ভয়ানক স্থান আরও ভয়ানক বোধ

হইতেছে। এমন সময়ে প্রতিমার সম্মুখে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণ নিকটবর্ত্তী ব্যক্তিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন "কালিদাস! নিশীথ সময় উপস্থিত, এক্ষণে পূজায় প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য; অতএব তুমি পূজার আয়োজন কর।"

কালিদাস "যে আজ্ঞা মহাশয়!" বলিয়া পূজার উপকরণ সমুদয় প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। ধূপ দীপ নৈবেদ্য ও পুষ্প সমুদয় পুরোহিতের পার্শ্বে রাখিল এবং ফল-মূল ও অন্যান্য উপকরণ ক্রমে ক্রমে প্রস্তুত করিতে লাগিল। প্রয়োজনীয় বস্তুর আয়োজন হইলে পুরোহিত দেবীকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। প্রায় চারিদণ্ড পর্য্যন্ত পূজা করিয়া তিনি সেই দুর্ভাগ্য বালক ও যুবতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, প্রাঙ্গনে যে তিন জন মনুষ্য ছিল তন্মধ্যে দুই জন মন্দিরে প্রবেশিয়া বালক ও যুবতীকে স্নান করাইতে লইয়া চলিল।

তদনন্তর পুরোহিত কহিলেন "কালিদাস! শাস্ত্রে নর বলির বিধি আছে কিন্তু স্ত্রী হত্যা করা অবিধেয়। পশ্বাদি বলির মধ্যে ও স্ত্রীজাতিকে বলি দেওয়ার বিধি নাই; অতএব আমি ঐ রমণীকে বধ করিতে নিষেধ করিতেছি।"

কালিদাস কহিল—"মহাশয়ের আজ্ঞার বিরুদ্ধ কার্য্য করা উচিত হয় না বটে কিন্তু ঐ কামিনীর জীবন রক্ষা করিলে সকল কর্ম্ম প্রকাশ হইবে এবং আমরাও বিপদে পড়িব। ঐ রমণীর অলৌকিক রূপলাবণ্য ও নিরুপম

সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমি উহার জীবন ধ্বংস করিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক।',

পুরোহিত—"কোন গোপনীয় স্থানে উহাকে রাখিলে আমাদের কর্ম্ম প্রচার পাইবে না।"

কালিদাস—"আমাদের দলের মধ্যে কেহ বিপক্ষ হইয়া যদি কোন সময় বিরুদ্ধ আচরণ করে এবং উহাকে নিয়া থানায় উপস্থিত করে তাহা হইলে নিতান্ত অমঙ্গল ঘটিবে।"

পুরোহিত—"আমি উহাকে কখন উৎসর্গ করিতে পারিব না। একর্ম্ম শাস্ত্র ও যুক্তি বিরুদ্ধ বরং উহাকে আমায় দাও বাটীতে নিয়া দাসী করিয়া রাখিব।"

উভয়ের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে সেই বালক ও যুবতীকে স্নান করাইয়া আনিল। তাঁহারা চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় স্থির নয়নে দণ্ডায়মান রহিলেন।

ক্ষণকাল পরে কামিনী গলদশ্রু লোচনে কাতর বচনে ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন; "হা দেবি! তুমি কি আজ আমাদিগকে বলিগ্রহণ করিবে? হা দুরদৃষ্ট! এমন অন্ধকার রাত্রিতে এমন দুর্জ্জনের হস্তে পড়িয়া আমরা প্রাণ হারাইলাম! হা মাতঃ হা পিতঃ তোমরা কোথায়? এখানে আসিয়া দেখ, তোমাদের পুত্র কন্যা দস্যু হস্তে হত হইতেছে।"

অনন্তর রমণী কৃতাঞ্জলি পুটে বিনয় নম্র বচনে দস্যুগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন "তোমরা আমাকে বধ কর, আমার ভাইটীকে প্রাণে মারিও না। আমার বাঁচিবার সাধ নাই, মৃত্যু হইলেও কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু ইহাকে বধ করিলে

তোমরা আমাদের বৃদ্ধ পিতা মাতার বধেরও কারণ হইবে; তাঁহারা ইহার অদর্শনে নিশ্চয়ই আত্ম হত্যা করিবেন। তোমাদের পায়ে ধরিয়া বিনতি করিতেছি আমার ভাইটীর প্রাণরক্ষা কর। তোমাদের কি সন্তান নাই? এমন বালককে বধ করিতে তোমাদের কি মায়া হয় না? হায় ধর্ম্ম! তুমি সাক্ষী থাকিও, পৃথিবীতে আর ধর্ম্ম নাই। হায় দস্যুরা কি নিষ্ঠুর! কি নির্দয়! আমাদের সঙ্গে যাহা ছিল তাহা লুট করিল। পরে তীক্ষ্ণ অসি হস্তে ধারণ পূর্ব্বক বলি দিবার নিমিত্ত দণ্ডায়মান আছে। তোমরা দয়া করিয়া আমাদের জীবন রক্ষা কর।"

যুবতী এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে শাণিত অসিধারী কালিদাসের চরণ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার ভ্রাতার প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত নানা প্রকার বিনয় করিতে লাগিলেন। তাঁহার তৎকালীন বিনয় গর্ভ করুণ বচনে রক্ত মাংস বিশিষ্ট জীবের অন্তঃকরণে নিশ্চই দয়ার উদ্রেক হইত, কিন্তু পাষাণ হৃদয় কালিদাস কিঞ্চিন্মাত্রও দয়া প্রকাশ করিল না। প্রত্যুত সে অত্যন্ত রাগান্বিত হইল, রোষ কষায়িত লোচন ঘূর্ণায়মান করিয়া গভীর স্বরে কহিল "হারামজাদী! চোপরাও।"

এই কথা শুনিয়া সেই বালক সজল নয়নে কাতর বচনে কহিল "দিদি! ইহারা বড় নিষ্ঠুর! আমাদের পরিত্রাণের আর পথ নাই, বিলাপ করা নিষ্প্রয়োজন; ক্ষান্ত হও।"

বালক ও রমণী মহা ভীত হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। দেখিলেন, যেন ভীষণ শমন করাল বদন বিস্তার পূর্ব্বক

তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। তাঁহারা মা, মা, বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

মৃত্যুকাল কি ভয়ানক! দশদিক অন্ধকারময়! সকল শূন্যময় বোধ হয়।

চতুর্থ অধ্যায়।

যে ব্যক্তি সেই পথিককে আশ্রয় দিয়াছিল সে বহির্বাটীর দক্ষিণ দ্বারী গৃহে দীপ প্রজ্বলিত করিয়া তাঁহার শয়নের নিমিত্ত শয্যা প্রস্তুত করিল।

পথিক এক বৃক্ষে তুরঙ্গ বন্ধন পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং আর্দ্র বস্ত্র শুকাইতে দিয়া শয্যায় উপবেশন করিলেন। আশ্রয় দাতা অনন্যমনা হইয়া পথিককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; দেখিল যুবক অত্যন্ত বলিষ্ঠ, ব্যায়াম করিলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় যেরূপ হয় ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও সেইরূপ, বক্ষস্থল বিশাল ও আয়ত, প্রকোষ্ঠের উপরিভাগ স্থূল এবং মাংসল, শরীর দীর্ঘ; কিন্তু সেই দৈর্ঘ্য শরীরের অসৌষ্ঠব সম্পাদন করে নাই।

সেই ব্যক্তি পথিককে রন্ধন করিতে অনুরোধ করিল। পথিক কহিলেন, 'পথশ্রমে কাতর হইয়াছি; বিশ্রাম না করিলে পীড়া হইবে, অতএব রন্ধন করিব না, নিদ্রা যাইব।'

"তবে নিদ্রা যাও' এই বলিয়া সেই ব্যক্তি অপসৃত হইল।

পান্থ শয়ন করিলেন কিন্তু নিদ্রা হইলনা। তিনি মনে

মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন "মাতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া অবধি অন্তঃকরণ শোকাভিভূত হইয়াছে ; অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হওয়ার কারণ কি ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। আবার পিতা উন্মাদগ্রস্ত হইয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছেন সংবাদ পাইলাম। হায়! আমি মহা বিপদে পড়িলাম। বিমাতা ত পরম শত্রু, সুযোগ পাইলেই আমাকে বধ করিবেন। উত্তরোত্তর আরও বিপদগ্রস্ত হইব এজন্যই কি অন্তঃকরণ এত চঞ্চল হইয়া উঠিল? অথবা আজ রাত্রিতেই কি কোন অমঙ্গল ঘটিবে? তাইত, কোথায় আসিলাম? এ আলয় কার? মনে বড় সন্দেহ হইতেছে।"

এইরূপ চিন্তা করাতে নিদ্রাবেশ হইল না। একবার শয়ন করেন, আবার উঠিয়া বসেন ; চিত্ত চাঞ্চল্য জন্মিলে সুষুপ্তি-সুখ কোথায়?

পথিক দীপ হস্তে লইয়া শয়ন গৃহের সকল স্থান দেখিতে লাগিলেন। পশ্চিমের কক্ষে কতকগুলি শাণিত অস্ত্র অবলোকন করিয়া আত্ম ত্রাণ সাধনার্থে তন্মধ্য হইতে একখানি তরবারি গ্রহণ করিলেন। ইতিমধ্যে অন্তঃপুরের দ্বারে করাঘাতের শব্দ তদীয় কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। সবিশেষ কারণ অনুসন্ধানার্থ গবাক্ষদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেন, একটী স্ত্রী হস্তে দীপ ধারণ পূর্ব্বক অন্তঃপুর দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিল, কএক জন মনুষ্য একটা শব লইয়া বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। তদবলোকনে রমণী ভয়ে কম্পমানা হইয়া পশ্চাৎভাগে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক "ওমা!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল ; ও তাহার হস্ত হইতে দীপ মৃত্তিকা

পড়িয়া নির্ব্বাণ হইল। অন্ধকার প্রযুক্ত আর কিছুই দৃষ্টি গোচর হইল না।

পথিক মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "কে ঐ ব্যক্তিকে বধ করিল? মৃত ব্যক্তিই বা কে? যদি এই আলয়ের লোক উহাকে বধ করিয়া থাকে তবে শব এখানে আনিবে কেন? কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছি না।"

তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বিকল চিত্ত হইলেন। শয়ন কক্ষে আসিয়া দেখিলেন, এক বিচিত্রবেশা রমণী দণ্ডায়মান আছেন। ঐ রমণীর বদন ভস্মাবৃত ; শিরে জটাভার, দেহে বল্কল ও হস্তে ত্রিশূল।

পথিক সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি জন্য এখানে আসিয়াছেন?

রমণী কহিলেন "আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এখানে তোমার অপেক্ষা করিতেছি।"

পথিক—"আমি ঐ কক্ষ হইতে শব দেখিয়া হতজ্ঞান প্রায় দণ্ডায়মান ছিলাম।"

রমণী শবের কথা শুনিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

পথিক জিজ্ঞাসা করিলেন "মৃত ব্যক্তি কে?"

রমণী উত্তর দিলেন না।

পথিক কহিলেন "মৃত ব্যক্তি আপনকার আশ্রিত?"

এবারও উত্তর পাইলেন না।

পান্থ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "উহাকে বধ করিল কে? কি নিমিত্তই বা বধ করিল?"

রমণী উত্তর করিলেন "তাহা বলিতে সাহস হইতেছে না।"

পথিক—"মনে বড় সন্দেহ হইতেছে; বলুন দেখি এখানে থাকা উচিত কি না?"

রমণী—"বাঁচিবার ইচ্ছা থাকিলে উচিত নয়।"

পথিক—"যথার্থ?"

রমণী—"যথার্থ।"

পথিক ভীত হইলেন না। কিন্তু তাঁহার বদনে গম্ভীর ভাব প্রকটিত হইল।

রমণী তাঁহার কাণে কাণে কহিতে লাগিলেন, "তোমার বিমাতার মন্ত্রণায় এই অরণ্যের দস্যুপতি, তোমাকে বধ করিবার নিমিত্ত পরামর্শ করিতেছেন অতএব শীঘ্র পলায়ন কর।"

এই বলিয়া রমণী অপসৃতা হইলেন।

পথিক তরবারি হস্তে লইয়া অশ্বারোহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎ পদ গমন করিয়াই হৃদয় বিদারক চীৎকার শব্দ শুনিতে পাইলেন। বিবেচনা করিলেন কোন ব্যক্তি বিপদে পড়িয়া থাকিবে। তাঁহার চিত্ত স্বভাবতঃ দয়ালু ছিল, আপনার অমঙ্গল আশঙ্কা না করিয়া বিপন্ন ব্যক্তিকে আশ্রয় দিবার নিমিত্ত বেগে অশ্বচালনা করিলেন। পথ এত সংকীর্ণ যে অশ্বপৃষ্ঠে যাওয়া অসাধ্য হইল। তুরগ বৃক্ষস্কন্ধে বন্ধন করিয়া পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। শব্দানুসারে পূর্ব্বোল্লিখিত কালীমন্দিরের প্রাঙ্গণে আসিয়া দেখিলেন, ভীষণকায় দস্যু একটি সুকুমার বালককে বলি দিবার নিমিত্ত অসি হস্তে দণ্ডায়মান আছে। পুরোহিত তাহাকে উৎসর্গ করিতেছেন। আরও কএক

জন দস্যু গললগ্নীকৃত বস্ত্রহইয়া দণ্ডায়মান আছে। নিকটে একটী কামিনী ধূলায় বিলুণ্ঠিতা হইয়া অবিরল বিগলিত জলধারাকুল লোচনে ক্রন্দন করিতেছেন।

পথিক অবিলম্বে অসিধারীকে তরবারি আঘাত করিলেন; সে চীৎকার করিয়া ভূতলশায়ী হইল। অপর দস্যুগণ মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক পথিককে আক্রমণ করিল।

এই বীর-পুরুষ তরবারি প্রয়োগ করিতে করিতে দুই জন দস্যুর মস্তক ছেদন করিলেন। ইহা দেখিয়া অবশিষ্ট দস্যুগণ পলায়ন করিল।

পথিক যূপকাষ্ঠ হইতে বালককে বিমুক্ত করিয়া অনেক যত্নে তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। কামিনী এবং বালক বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে তরবারিধারী অথচ শান্তমূর্ত্তি বীরপুরুষকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, "কোন চিন্তা নাই; দস্যু হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছ, এখন আমার সঙ্গে চল।" কামিনী তাঁহার পদদ্বয় করযুগলে ধারণ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। পথিক মৃদুস্বরে কহিলেন এ রোদন করিবার সময় নয়।"

অবিলম্বে তাঁহারা এই ভয়ানক স্থান পরিত্যাগ করিলেন। যেখানে অশ্ব ছিল সেইখানে আসিয়া যুবক বালককে তদুপরি আরোহণ করাইলেন। সকলে দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

রমণী কাতর বচনে কহিলেন "আমার বড় কষ্ট বোধ হইতেছে; আর চলিতে পারি না।"

যুবক কহিলেন, "এখনও আমরা বিপদ্মুক্তীর্ণ হই নাই; দস্যুগণ আক্রমণ করিতে আসিতে পারে।"

এই কথা শুনিয়া কামিনী যেমন দ্রুতবেগে যাইতে লাগিলেন অমনি হঠাৎ পদদ্বয় লতাবৃত হওয়াতে ভূতলে পতিতা ও আহতা হইলেন।

যুবক তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উঠাইলেন।

রমণী গলদশ্রু লোচনে কাতর বচনে কহিলেন "আমি আর চলিতে পারিব না, আমার পা ভাঙ্গিয়াছে।"

যুবক তাঁহাকে অশ্বারোহণ করিতে অনুরোধ করিলেন কিন্তু তিনি সম্মতা হইলেন না।

রমণী ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন "মহাশয়! আমার ভাইটীকে সঙ্গে করিয়া শীঘ্র পলায়ন করুন, আমার নিমিত্ত বিলম্ব করিলে আপনাদের প্রাণ যাইবে।"

যুবক বীরদর্পে কহিলেন, "না, না, আমি কখন পলায়ন করিব না।"

বালক কহিল "দিদি! এই ঘোড়ার উপর চড়, পড়িবার আশঙ্কা করিও না; ঘোড়াটী বড়ই সুস্থির। আ! রাত্রি প্রভাত হইলে রক্ষা পাইতাম।"

রমণী—"ভাই! এ ঘোরতর কালযামিনী আর কি প্রভাত হইবে! হায়! আমরা আর সুপ্রভাত দেখিতে পাইব না।"

যুবক—"নিরাশ হইবেন না, গগনমণ্ডলে ঐ যে উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখিতেছেন উহা প্রভাত হইবার পূর্ব্বে উদয় হইয়া থাকে। কায়িক ক্লেশে কতকদূর যাইতে পারিলে ভাল হইত। আপনি কি একান্তই চলিতে পারিবেন না?"

রমণী—"না"

বালক অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া কহিল "তবে অবশ্য অশ্বারোহণ করিতে হইবে।"

এমন সময়ে দস্যুগণ মসাল জ্বালাইয়া আসিতেছে দেখিয়া রমণী ভয়ে অভিভূত হইলেন; যুবকের হস্ত দৃঢ় রূপে ধারণ করিলেন; কিন্তু কোন কথা বলিতে পারিলেন না। বালক চীৎকার করিয়া উঠিল।

যুবক রমণীকে অশ্বারোহণ করাইলেন; সময় বিবেচনা করিয়া তিনি অসম্মতি দেখাইলেন না।

তাঁহারা দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়া এক নদীর কূলে উপস্থিত হইলেন।

আর পলাইবার পথ নাই; মৃত্যু নিশ্চয়ই ঘটিল এই ভাবিয়া রমণী ভয়ে অভিভূতা হইয়া সংজ্ঞা শূন্যাবস্থায় অশ্ব হইতে ভূতলে পতিতা হইলেন।

কি দুর্ঘটনা! বিপদ কালে প্রায় এমনই ঘটিয়া থাকে। এক বিপদ হইতে পলায়ন করিবার সময় সম্মুখে সহস্র সহস্র বিপদ উপস্থিত হয়।

অবিলম্বে তাঁহারা দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন, যুবক অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এক জন দস্যুর হস্তচ্ছেদন করিয়া যেমন পশ্চাৎ আবর্ত্তন করিতেছিলেন অমনি ভূমির বন্ধুরতা বশতঃ ভূতলে পতিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ দস্যুগণ তাঁহাকে ধরিল। এক জন তাঁহাকে বধ করিবার নিমিত্ত অসি উত্তোলন করিলে, অপর এক জন কহিল,

"আ! কর কি! আগামী অমাবস্যায় কালিপূজায়, উহাকে বলি দিব।"

পরে দস্যুগণ সকলকে বন্ধন করিয়া লইয়া চলিল। কামিনী এখনও অচৈতন্যাবস্থায় আছেন এ বিপদের কিছুই অবগত নন।

চতুর্থ অধ্যায়।

যে অরণ্যের কথা প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে প্রাচীন কালে তাহার পশ্চিম সীমায় একটী নগর ছিল। কাল বশে ঐ নগর উৎসেদ দশায় পতিত হইলে তত্রত্য প্রাসাদ, অট্টালিকা এবং দেব মন্দির সমূহ অরণ্যে বেষ্টিত হয়। যে মহাত্মা ঐ নগর সংস্থাপিত করেন তিনি উহার দক্ষিণাংশে এক প্রশস্ত পুষ্করিণী খনন করাইয়া চতুষ্পার্শ্বে অষ্টাধিক শত শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উহার অন্যতর মন্দিরের বহির্ভাগস্থ বেদির সম্মুখে দুইটী স্ত্রীলোক যে কথোপকথন করিতেছিলেন তাহা পাঠকগণের গোচর করিতেছি।

"তোমার নাম কি গা?"

"আমার নাম সৌদামিনী।"

"যেমন রূপ নামটীও তেমনি বটে, এ নবীন বয়সে তুমি একাকিনী অরণ্য ভ্রমণ করিতেছ কেন?"

"যেমন তুফানে নৌকা এদিক ওদিক চলিয়া যায়, আমিও সময় তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।"

"মাঝি নাই?"

"ছিল; কিন্তু তরঙ্গ দেখিয়া পলায়ন করিয়াছে।"

"ঠিকা মাঝি করিয়া লওনা কেন?"

"তোমার সন্ধানে আছে কি?"

"অভাব কি? তোমাকে দেখিলে কত উমেদার জুটিবে।"

"বোধ হয় শক্ত মাঝি নাই?"

"কেন? তুমি কি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ?"

"শক্ত মাঝি থাকিলে তুমি যৌবন তরঙ্গে অত চঞ্চলা হইতে না। তোমাকে ঠিক রাখিত।"

"আমি স্থির হইয়া বসিয়া আছি; তুমিত বেঠিক হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছ।"

"আমি বিপদ সাগরে ভাসিতেছি। আমার লজ্জা-শীলতা আর নাই। সাগরে শয্যা শিশিরে কি ভয়?"

"আমিও বিপদ সাগরের চড়ায় লাগিয়া আছি।"

"সাবধান! বানের তোড়ে যেন উল্‌টিয়া পড়িও না।"

"তুমিও যেন অগাধ জলে ডুবিয়া মরিও না।"

"সুবাতাস হইলে বাণ ডাকার পূর্ব্বেই কূল পাইতে পারিব।"

"কূলে পাথর আছে। সেখানে বাণ ডাকিলে নৌকা ভাঙ্গিয়া জল মগ্ন হইবে।"

"ডুবিত কূলে থাকিয়াই ডুবিব।"

"বেরিয়ে ডুবা ভাল নয়?"

"বেরিয়ে তা ডুবি কই; কুলীনের কুলের মুখে ছাই।"

"কুলীন কন্যার কুলীন বই গতি নাই।"

"তুমিত কুলীনের স্ত্রী।"

"তাহা না হইলে অকূল সমুদ্রের মধ্য চড়ায় থাকিব কেন? তুমিও কি কুলীনের স্ত্রী?"

"তাহা না হইলে কুলের বাহির হইয়া অকূল সমুদ্রে ভাসিব কেন?"

"আমরা উভয়েই দুর্ভাগা?"

"দুর্ভাগাই আশ্রয় পাইবার নিমিত্ত দুর্ভাগার নিকট আসিয়া থাকে।"

"মনের কথাও খুলিয়া বলে।"

"অবশ্য! বিধু তুমি আমার বাল্য কালের সহচরী তোমার নিকট সকল মনের কথা খুলিয়া বলিব"

বিধু মনোনিবেশ পূর্ব্বক তাঁহার বদন নিরীক্ষণ করিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন "মৃন্ময়ি? কি আশ্চর্য্য! সেই লাবণ্যময়ী চিত্তহারিণী অনুপমা বালিকার এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে চির পরিচিতাও চিনিতে পারিল না?"

"আমি কি চিরকালই বালিকা থাকিব?"

"মৃণ! পিত্রালয় পরিত্যাগ করিলে কেন?"

"আর আমাকে মৃণ্ময়ী বলিয়া ডাকিও না, সৌদামিনী বলিও।"

"কেন?"

"পিত্রালয় পরিত্যাগ করিয়া নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছি"

"সে কি?"

সৌদামিনী দক্ষিণ হস্তে ললাট আঘাত করিয়া কহিলেন "অদৃষ্ট মন্দ! দস্যু হস্তে পড়িয়া স্বাধীনতা নাই।"

"এক্ষণে কোথায় থাক?"

"এই উচ্ছিন্ন নগরে।"

"কার অনুসন্ধান করিতেছ?"

সৌদামিনী অধোবদনে রহিলেন; লজ্জায় কিছু বলিতে পারিলেন না। বিধু বারম্বার জিজ্ঞাসা করাতে মৃদু স্বরে কহিলেন "শিরোমণির।"

বিধু কহিলেন "গত রবিবার আমার পিতা এবং শিরোমণি অশ্বারোহণ পূর্ব্বক কোথা যেন গিয়াছেন।"

সৌদামিনী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন "সপ্তাহ গত হইল, তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ নাই।"

বিধু—"মৃন্ময়ি! তোমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার আলয়ে বসতি না করিয়া এই উচ্ছিন্ন নগরে বাস করিতেছ কেন?"

সৌদামিনী—"আবার মৃন্ময়ী? ও নাম ধরিয়া আমাকে আর ডাকিও না।"

বিধু—"কারণ?"

সৌদামিনী বিধুর হস্তধারণ পূর্ব্বক সজল নয়নে কহিলেন "কারণ পরে বলিব। আমি এখানে অজ্ঞাত বনবাস করিতেছি; আমার মাথা খাও আমার কথা কাহাকেও বলিও না।"

সৌদামিনী বদন অবগুণ্ঠনাবৃত করিয়া অপসৃতা হইলেন। বিধু চিন্তা করিতে করিতে নরহরি বাচস্পতির আলয়াভিমুখে গমন করিলেন।

নরহরি বাচস্পতির বয়স অনুমান অশীতি বৎসর; তাঁহার ব্যবহার অতি উত্তম। প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করিয়া

দিবা দুই প্রহর পর্য্যন্ত সন্ধ্যা ও শিবপূজাদি করণান্তর ভবিষ্য করেন; অবশিষ্ট সময় বিষয় কার্য্য পর্য্যালোচনায় অতিবাহিত হয়। তাঁহার গৃহলক্ষ্মীর নাম লক্ষ্মী; ইহাঁরও বয়স ৬০ বৎসরের ন্যূন নয়।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী বিধুকে দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন।

বাচস্পতির সহিত বিধুর সম্পর্ক ছিল না; অথচ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে নাতিনী বলিয়া পরিহাস করিতেন।

এদেশের অনেক বৃদ্ধই, যে যুবতীর সহিত অন্য কোন সম্পর্ক নাই, তাহাকে নাতিনী বলিয়া থাকেন। যুবতীরাও এই রূপ ঠাকুর দাদাদের সঙ্গে হাস্য পরিহাসাদি করিতে কুণ্ঠিতা হন না। ইহা মন্দ নহে, স্থবির স্বীয় গত যৌবনদশা স্মরণ করিয়া দুঃখিত হন না এবং তরুণী যে কালে পরিণতবয়া হইয়া যৌবন সুলভ অঙ্গলাবণ্য বিহীনা হইবেন ইহাও মনে করেন না; দুঃখের উপস্থিত কারণ সত্ত্বে অন্তঃকরণে দুঃখের স্থান না দেওয়াই প্রকৃত আমোদ!!

বিধু বাচস্পতির নিকটে বসিয়া কহিলেন "ঠাকুর দাদা! তোমার শরীর শীর্ণ হইয়াছে।"

বাচস্পতি কাতর বচনে কহিলেন; "জীবন্মৃতবৎ আছি।"

বিধু আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

বাচস্পতি উত্তর করিলেন "তোমার জন্য"।

বিধু বিস্মিতা হইলেন, কহিলেন "আমার জন্য?"

বাচস্পতি কহিলেন "তা যে তুমি বুঝিতে পার না ঐ দুঃখেই বাঁচিনা।"

বিধুর চন্দ্রাননে একটু হাস্য প্রকটিত হইল, কহিলেন "এ বুড়ো বয়সে এ আবার কি রোগ হইল?"

বাচস্পতি—"রোগেত বয়স বিবেচনা করে না।"

বিধু—"নিদান শাস্ত্রে এ রোগোৎপত্তির কারণ কি ব্যাখ্যা করিয়াছে।"

বাচস্পতি—"নবীনা রমণীর বিষাক্ত কটাক্ষশরে হৃদয় বিদ্ধ হইলে এ রোগোৎপত্তি হয়।"

বিধু—"এ রোগের নাম?"

বাচস্পতি—"বিরহ জ্বর; বিকার বলিলেও বলা যায়, কেননা জ্বর বিকার একত্রেই হইয়া থাকে।"

বিধু—"তোমার এ ব্যাখ্যা বুঝিতে পারিলাম না; একবার বল কটাক্ষ শরাঘাত, আবার বল জ্বর বিকার।"

বাচস্পতি—"পুরুষ হইলে বুঝিতে পারিতে; কামিনীর কটাক্ষশরে হৃদয় বিদ্ধ হইলে যে জ্বর হয় সেই বিরহ জ্বর।"

বিধু—"এখন বুঝিয়াছি। ইহার প্রতিকার কি?"

বাচস্পতি—"যে কারণে উৎপত্তি সেই কারণেই নিবৃত্তি; বিষে বিষক্ষয়।"

বিধু—তবে ঠাকুরণ দিদি তোমার এ বিষম বিষ জ্বালা ক্ষয় করুন।"

বাচস্পতি—"ব্রাহ্মণী বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার অপাঙ্গ বিলাস আর কালকূট বর্ষণ করে না সুতরাং কালকূট হারিণী শক্তি হীনা হইয়াছেন।"

ব্রাহ্মণী কিছু রাগান্বিতা হইলেন; এ রাগের কারণ আছে। বৃদ্ধকে বৃদ্ধ বলিলে মনে একটু রাগ হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণী কহিলেন "আমি বৃদ্ধা হইয়াছি; তুমিত এখনও যুবা আছ?"

বাচস্পতি বুঝিলেন ব্রাহ্মণীর একটু রাগ হইয়াছে; পরে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "যতক্ষণ বিধুর সহবাসে থাকি ততক্ষণ যৌবন কাল পুনরাগত হয়; আমার অষ্টাধিক দশ বৎসরের অধিক বয়স বোধ হয় না।"

এটি কাটায় নুনের ছিটা দেওয়া হইল; ব্রাহ্মণী চিড়বিড়িয়া উঠিলেন; কহিলেন, "বিধু দেখ দেখি উহাঁর দাঁত আছে কি না?"

বিধু—"উহাকে কি বিক্রয় করিবে?"

ব্রাহ্মণী—"কেন?"

বিধু—"সে দিন রামা কলুর স্ত্রী তাহার বুড়ো বলদটা বিক্রয় করার সময় দাঁত আছে বলিয়া অধিক দাম নিয়াছিল; তাই ভাবিতে ছিলাম সেই জন্যই বা ঠাকুর দাদার দাঁত দেখিতে চাও।"

বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন, কহিলেন "ওলো তা নয়; উহাঁর মাথায় ত এক গাছিও কাল চুল নাই; ২।১ টী দাঁত থাকিলেও যৌবনের লক্ষণ প্রত্যক্ষ হইবে।"

বাচস্পতি—"বিধু! আমি বুড়ো হই নাই; এখনও আমার দাঁত আছে।"

বিধু—"তবে তোমার অধিক মূল্য হইবে।"

বাচস্পতি—"আমি কি ব্রাহ্মণীর বলদ?"

বিধু—"তার কি আর সন্দেহ আছে?"

বাচস্পতি—"বিধু! যথার্থ বিবেচনা করিয়াছ, ব্রাহ্মণী সংসারের ভার চাপাইয়া দিয়া চিরকাল আমাকে ঘুরাইতেছে। একটু দাঁড়াইলেই তাড়া খাইতে হয়। এত পরিশ্রমে যে লাভ হয় তাহার সারাংশ ব্রাহ্মণীর, এ বলদের জন্য কেবল খোল আর ভুসি। এ সংসারে ধিক!"

বিধু—"আর এত বৃদ্ধ বয়সে সংসারবিরাগ ভাল নয়।"

বাচস্পতি—"আবার আমাকে বুড়ো জ্ঞান কর! ব্রাহ্মণি! আমি কি যথার্থই বুড়ো?"

ব্রাহ্মণী—"না, তুমি বুড়ো হবে কেন! তুমি কেবল চারি দাঁতের।"

বিধু—"ঠাকুর দাদা! ঠাকুরাণ দিদি তোমার অধিক দাম নেবেন বলিয়া ৪ চারি দাঁতের বলেন।"

বাচস্পতি—"বিধু! তবে তুমিই আমাকে খরিদ কর; আমি তোমার ক্রীত দাস হইয়া থাকিব।"

বিধু—"ঠাকুরাণ দিদির উপায়!"

বাচস্পতি—"উহার এ বুড়ো বলদে প্রয়োজন নাই; বাজার হইতে একটা বলিষ্ঠ দেখিয়া খরিদ করিয়া আনিবে।"

ব্রাহ্মণী—"আমি বিধুর স্বামীকে পছন্দ করি; তাহাকেই খরিদ করিব।"

বিধু—"বিক্রয় করিব কেন? সে ত বুড়ো হয় নাই যে কাজের বাহির হইয়াছে?"

বাচস্পতি—"সে কুলীন ব্রাহ্মণ; ধর্ম্মের ষাঁড়। জোয়াল

কখন কান্দে চাপে নাই ; পরের খেতের পাকা ধান খাইয়া দিন কাটাইয়া থাকে।”

সকলে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। “ যত হাসি তত কান্না বলে গেল রাম সন্না।” এই উপদেশ পূর্ণ বাক্য মনুষ্য মাত্রের স্মরণ রাখা উচিত।

একটি স্ত্রীলোক এবং এক জন আহত ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইল। ঐ স্ত্রীলোকের নাম তরলা। তরলা বাচস্পতির কন্যা বিমলার সহচরী ; আহত ব্যক্তি তাঁহার ভৃত্য। নবম বৎসর বয়ঃক্রম কালে বিমলার বিবাহ হয় কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ বিবাহের বৎসরই বিধবা হন। বিমলার স্বামীর ভূমি সম্পত্তি ছিল। গৃহে শ্বশুর শাশুড়ী অথবা অন্য কোন অভিভাবক ছিল না ; এজন্য তাঁহার সহোদর ভ্রাতা যাদব নিকটে থাকিত। যাদব বাল্যকাল হইতেই তদীয় ভগিনী দ্বারা প্রতিপালিত হয়।

আহত ব্যক্তি কি নিদারুণ সংবাদ বলে তাহা ভাবিয়া সকলে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। তরলার বদন মলিন ; উভয় চক্ষু দিয়া অনবরত বাষ্পবারি বিগলিত হইতেছে ; এবং সে মুহুর্মুহু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে লক্ষ্মী দেবীর সাহস হইল না।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বদনও কৃষ্ণবর্ণ হইল ; আহত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন “জয় শঙ্কর ! তুমি আহত হইলে কি প্রকারে ?”

জয় শঙ্কর বলিতে লাগিল “আপনকার কন্যা বিমলা

দেবী পিত্রালয়ে আসিবেন এরূপ মানস করিয়া নৌকারোহণ করেন, যাদব বাবু ও আমরা তাঁহার সঙ্গে আগমন করি। যাত্রার পরদিবস রাত্রে ঐ নৌকা দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। আমি শেলাঘাতে একজন দস্যুকে বধ করিলে অন্য দস্যুগণ অস্ত্রাঘাতে আমাকে আহত করে।”

বিধু জিজ্ঞাসা করিলেন “ তার পর ? ”

জয় শঙ্কর উত্তর করিল “ আমি অস্ত্রাঘাতে অচেতন হই ; তার পর কি ঘটিল বলিতে পারি না। ”

তরলা ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিল “ দস্যুগণ নৌকা আরোহণ করিয়া লুট করিতে লাগিল, যাদবের হস্তের স্বর্ণ বালা খুলিতে বিলম্ব হওয়ায় হস্ত ছেদন করিতে উপক্রম করিল। ”

লক্ষ্মীদেবী চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

বাচস্পতি কাতর স্বরে কহিলেন “ এমন কথা ক্রমে বর্ণন করিয়া ক্রমে ক্রমে শাণিত অস্ত্রে শরীর ছেদন করার ন্যায় যাতনা দিয়া প্রাণনাশ করিও না। যাহা ঘটিয়াছে তাহা এক বারেই বল। ”

তরলা বলিতে লাগিল “ দস্যুদের ঐ নিষ্ঠুর আচরণের অনুষ্ঠান দেখিয়া বিমলা কহিলেন “ অগ্রে ঐ শাণিত অস্ত্র দ্বারা আমার গলদেশ ছেদন কর পরে তোমাদের যে অভিরুচি হয় করিও। এ চক্ষে ছোট ভায়ের মৃত্যু দেখিতে পারিব না। ” ঠাকুরাণীর খেদোক্তি শুনিয়া দস্যুদের পাষাণান্তঃকরণও যেন দ্রবীভূত হইল ; এক জন দস্যু যাদবকে ক্রোড়ে লইয়া নৌকা হইতে নামিল। ঠাকুরাণী পাগলিনী

প্রায় হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন; যাদবকে ধরিয়া দস্যুগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন "ওরে নৃশংস দস্যুগণ; যাদবকে কোথা লইয়া যাইতেছ" অপর এক জন দস্যু কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া চলিল। তথায় আমরা দুই দিন থাকিয়াও কোন অনুসন্ধান পাইলাম না। পরে আপনাদের নিকট এই সংবাদ দিতে আসিয়াছি।"

বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল; হত চেতনা হইয়া বাতাভিহত বৃক্ষের ন্যায় ভূতল শায়িনী হইলেন। গৃহকুট্টিমে ললাট আহত হইয়া রক্ত স্রোত নিঃসৃত হইতে লাগিল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পুত্র কন্যা শোকে অভিভূত হইয়া কাতর স্বরে সহধর্ম্মিণীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন "হত ভাগিনি! তোমার ন্যায় হত চেতনা হইলে অথবা এই মুহূর্ত্তে মৃত্যু ঘটিলে আমাকে এত দুঃসহ যাতনা আর সহ্য করিতে হইত না।"

বাচস্পতি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া প্রতিবেশী মাধব ভট্টাচার্য্য তথায় আগমন করিলেন। মাধব অনেক যত্নে ব্রাহ্মণীর চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। অনন্তর দিবা অবসান হইলে, তিনি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

মাধব উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। যে পথ দিয়া যাইতেছিলেন তাহার উভয় পার্শ্বে ইষ্টকালয়ের ভগ্ন

স্তূপ সমূহ পতিত ছিল। তদুপরি নানা জাতীয় বন্য বৃক্ষ জন্মিয়া ছিল। করাল কালের হস্তে সকলই ধ্বংস হয়; এখানে যে সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইষ্টকালয় ও দেব মন্দির এখনও ভূতলশায়ী হয় নাই সময়ে তাহাও ধ্বংস হইবে। ঈদৃশ অরণ্যাকীর্ণ জন শূন্য স্থান দিয়া দিবা ভাগেই মনুষ্য যাতায়াত করে না; সন্ধ্যার সময় অথবা রাত্রিতে গমন করিতে নির্ভীকের অন্তঃকরণেও ভয়ের উদ্রেক হয়। সূর্য্য পশ্চিমাকাশে অস্তমিত না হইতেই এই স্থান তিমিরাবৃত হইল। মাধব ইতঃস্তত দৃষ্টি সঞ্চারণ করিতে করিতে গন্তব্য পথে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণ সাতিশয় চঞ্চল লইয়া উঠিল। মারুত হিল্লোলে প্রকম্পিত বৃক্ষপত্রের শর শর শব্দেও তাঁহার গতি রোধ করিতে লাগিল। কে যেন অনুসরণ করিতেছে শব্দের দ্বারা অনুভব করিয়া তদীয় অন্তঃকরণে এত ত্রাস জন্মিল যে চলৎশক্তি রহিত হইল। মাধব দণ্ডায়মান হইলেন, ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল; ভয়চকিত নয়নে দেখিতে লাগিলেন, অনুসরণকারীর শরীরের দৈর্ঘ্য ও আয়াতন অসাধারণ! যখন অন্ধকারে ক্ষুদ্র বস্তু বড় দেখায় তখন এরূপ দীর্ঘ কলেবর নিরীক্ষণ করিয়া মাধবের অন্তঃকরণ ভয়ে অভিভূত হইবে আশ্চর্য্য কি? এত ভয় কেন? কুসংস্কার বাল্য কালে অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হইলে উহা কখনই উন্মূলিত হয় না। কোন বালক নিদ্রা গমনে অনিচ্ছা প্রদর্শন করিলে, পিতা মাতা তাহাকে জুজুর ভয় দেখাইয়া থাকেন। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরাও তাহার নিকট গল্পচ্ছলে ভূত প্রেত কবন্ধ

প্রভৃতির বর্ণন করেন। বয়োবৃদ্ধি হইলেও সে, যে প্রকার সাহসী হউক না কেন, রজনীতে একাকী নির্জ্জন স্থান দিয়া গমনকালে তাহার অন্তঃকরণে ভূতের ভয় হইয়া থাকে।

মাধবের অন্তঃকরণেও ঐ রূপ ভূতের ভয় হইয়াছিল। সুতরাং অনুসরণ কারীকে যথার্থ ভূত জ্ঞান করিয়া মাধব অতিশয় ভীত হইলেন।

অনুসরণকারী তাঁহার নিকট আসিয়া কহিলেন "মাধব যে?"

মাধব তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া কহিলেন "রাঘবচন্দ্র শিরোমণি! মহাশয়। এত দিন কোথায় ছিলেন?

শিরোমণি উত্তর করিলেন "তীর্থ পর্য্যটনে গমন করিয়াছিলাম।"

মাধব—বড় যে ধর্ম্মে মন!"

শিরোমণি—"ভগবান ভার্গব মাতৃ হত্যার পাপ ক্ষালনার্থ তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন আমি ব্রহ্ম হত্যা করিব এ নিমিত্ত অগ্রেই তীর্থ ভ্রমণ করিতেছি।"

মাধব—"মহাশয়! আপনকার গূঢ়াভিসন্ধি কেহই বুঝিতে পারে না।"

শিরোমণি উচ্চ হাস্য করিয়া কহিলেন "বিনিয়োগ পত্র প্রস্তুত হইয়াছে?"

মাধব—"হইয়াছে।"

শিরোমণি—"ছোটকর্ত্রী এ বিষয় অবগত হইয়াছেন?

মাধব—"বিনিয়োগ পত্র লইয়া তাঁহার নিকট যাইতেছি।"

শিরোমণি—"তবে চল; আমি ও তাঁহার নিকট যাইব।"

আর কোন কথা না কহিয়া তাঁহারা গমন করিতে লাগিলেন। শিরোমণির অন্তঃকরণ চিন্তায় মগ্ন হইল। তাঁহার বদন মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে পারিলে অন্তঃরেন্দ্রিয় যে কি ভয়ানক অনুশীলন করিতে ছিল তাহা জানিতে পারা যাইত। কিন্তু পথটী অন্ধকার! ঘন সংনিবিষ্ট বৃক্ষপত্র ভেদ করিয়া নক্ষত্রালোক প্রবেশ করা দূরে থাকুক পূর্ণিমার চন্দ্র রশ্মি প্রবিষ্ট হয় কি না সন্দেহ। অতএব এই স্থানটি দুষ্টাশয়দিগের অসৎ চিন্তার পক্ষে অনুকূল। কাল পেচকের কর্কশ ধ্বনি শিরোমণির চিন্তার বিঘ্নকর না হইয়া বরং অনুকূলই হইয়া ছিল।

এই স্থানের অনতিদূরে একটি প্রাচীন আলয় আছে। শিরোমণি তথায় বাস করেন; নিকটে, এমন কি এক ক্রোশের মধ্যেও অন্য লোকের বসতি ছিল না। শিরোমণি বিদেশীয়; কোন্ সময়ে যে তিনি এখানে আসিয়া অবস্থিতি করিতে আরম্ভ করেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে এই স্থান দিয়া মনুষ্য গমনাগমন করে না সুতরাং এবিষয় কাহার অবগতি না হওয়ারই সম্ভাবনা। শিরোমণির গৃহে দুইটি রমণী ছিল; তন্মধ্যে একটি যুবতী অপরটি কিছু বয়োধিকা। নবীনার নাম সৌদামিনী; ইনি পাঠক মহাশয়ের অপরিচিত নহেন। নবীনার অসামান্য রূপ

লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া পাছে কেহ তাঁহার প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করে এই আশঙ্কায় কি শিরোমণি জন সমাজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যে বাস করিতেছেন? কিম্বা অন্য কোন কারণ আছে? ফলে শিরোমণি যে তথায় কি আভিপ্রায়ে বাস করিতেছেন তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই বলিতে পারে নাই।

শিরোমণি এবং মাধব অরণ্য উত্তীর্ণ হইয়া কোন আলয়ের অন্তঃপুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। শিরোমণি একটি কুঠরীর বাতায়নে হস্ত প্রবিষ্ট করিয়া রজ্জু আকর্ষণ করিলে একপ্রকার মৃদুধ্বনি হইতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে অন্তঃপুর দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। শিরোমণি এবং মাধব ঐ আলয় মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সোপান পংক্তিতে জনেক পরিচারিকা দীপ হস্তে দণ্ডায়মান ছিল। শিরোমণি জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন ছোটকর্ত্রী কি জাগ্রত আছেন?" সে উত্তর করিল "হাঁ জাগিয়া আছেন"। দ্বীতলোপরি উঠিয়া শিরোমণি এবং মাধব একটি কুঠরিতে প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিলেন। সেই স্ত্রীলোক তাঁহাদের আগমন সংবাদ দিবার নিমিত্ত গমন করিল।

পরিচারিকার প্রত্যাগমনের বিলম্ব দেখিয়া শিরোমণি কহিলেন "ভাই! মাধব তুমি এইখানে বইস, আমি ছোট কর্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া আসিতেছি।"

মাধব একটু বিরক্ত হইয়া কহিলেন "কেন, আমি সঙ্গে গেলে ক্ষতি কি? আমাকেও সন্দেহ কর নাকি?"

শিরোমণি সহাস্যবদনে কহিলেন "ভাই! তুমি মোক্তা

তোমার পরামর্শ ব্যতিরেকে কোন কর্ম্মই করিতেছি না; ছোট কর্ত্রীও তোমাকে যথেষ্ট বিশ্বাস করেন। তোমার কাছেত কোন বিষয় গোপনীয় নাই।"

মাধব কহিলেন, "আচ্ছা! তবে তুমি যাও।"

শিরোমণি গমন করিলেন; ইতিমধ্যে সুমধুর নূপুরধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল; তাঁহার অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইল; দেখিলেন হীরামুক্তা জড়িত স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা একটি রমণী আসিতেছেন। ইনিই ছোট কর্ত্রী। ছোট কর্ত্রীর বয়স পঞ্চত্রিংশত বৎসর অথবা ততোধিক হইবে। অথচ দেখিলে বিংশতি বৎসরের অধিক বোধ হয় না; বয়োবৃদ্ধি হওয়াতে তাঁহার রূপলাবণ্যের হ্রাস হয় নাই। কেবল নিতম্ব এবং পয়োধর কিছু স্থূল হইয়াছে। যৌবন কালে অথবা যৌবনের চরম দশায় এই রমণীর দেহায়তন এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রাবৃট্‌কালে পূর্ণতোয়া তরঙ্গিণী কাহার না নয়নানন্দদায়িনী হয়?

কামিনী শিরোমণিকে বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

শিরোমণি তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "বিজয় ধৃত হইয়াছে।"

রমণী আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "বধ হয় নাই?"

শিরোমণি উত্তর করিলেন "ব্যস্ত হইবেন না; বধের আয়োজন করিয়া আসিয়াছি।"

ছোটকর্ত্রী সহর্ষচিত্ত হইলেন, কহিলেন, "কখন আসি
য়াছ?"

শিরোমণি—"আজ রাত্রিতে"।

কর্ত্রী—"মাধব সঙ্গে কেন?"

শিরোমণি—"মাধব বিনিয়োগ পত্র লইয়া আসিয়াছে

কর্ত্রী—"বিনিয়োগ পত্রের আর প্রয়োজন কি?"

শিরোমণি—"প্রয়োজন আছে; ইহার কারণ প
বলিব।"

মাধব যে গৃহে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা উভয়ে সে
গৃহে আগমন করিলেন। রমণী বিচিত্র আসনে উপবে
করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সুন্দরি! কি ভাবিতেছ? অত চিন্তা করিও না; চিন্
রাহু ও মুখশশী গ্রাস করিলে অমন রূপ থাকিবে না, অ
কাঁচা সোনার বর্ণও থাকিবে না, শরীরের অমন সুগঠন
থাকিবে না; তখন উপায়? মৃদু মৃদু না হাসিলে ওমু
শোভা কি কখন খোলে? মৃদু মৃদু না হাসিলে কপোল
কি অলক্তরঞ্জিত হয়? অমন চটুল নয়ন যুগল চঞ্চল ভ
ক্রীড়া না করিলে কি ভাল দেখায়? অপাঙ্গ ভঙ্গিতে শ
সন্ধান না করিলে বঙ্কিম ভ্রূ যুগের সেই কমনীয়তা
প্রকটিত হয়?

মাধব শিরোমণির হস্তে বিনিয়োগপত্র দিলে শি
মণি কহিলেন "ছোট কর্ত্রি! বিনিয়োগপত্র প্রস্তুত
য়াছে, এক্ষণ যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।"

ছোটকর্ত্রী কহিলেন "সুভস্য শীঘ্রং"।

শিরোমণি কহিলেন, "একখানা তরবারি চাই; নতুবা
ার্য্যসিদ্ধি হইবে না।"

ছোটকর্ত্রী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া একখানা শাণিত
রবারি দেখাইলে, শিরোমণি উহা গ্রহণ করিলেন।
নন্তর সকলে আস্তে আস্তে পাদবিক্ষেপ করিয়া গমন
রিতে লাগিলেন। অন্য প্রকোষ্ঠে আসিয়া এককুঠরীতে
বেশ করিলেন, তন্মধ্যে নিম্নে নামিবার সোপানাবলী ছিল।
াহারা ঐ সোপানাবলি দিয়া ধীরে ধীরে নামিতে লাগি-
ন। মৃত্তিকার নীচে এক অপ্রশস্ত কুঠরীতে প্রবেশ করিয়া
ন্ন ভিন্ন আসনে উপবেশন পূর্ব্বক পরামর্শ করিতে লাগি-
ন। স্থানটি যেমন ভয়ানক, তাঁহারা যে ষড়যন্ত্র করিতে-
লেন তাহাও তদ্রূপ ভয়ানক; আবার পার্শ্ববর্ত্তী কুঠরী
তে অন্তঃকরণ বিদারক আর্ত্তনাদ শ্রুতিগোচর হইতে
গিল। তাহাতে কেহই কর্ণপাত করিল না; কাহারও
ঃকরণ বিচলিতও হইল না। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পরামর্শ
রিয়া সকলে গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। অনন্তর শিরোমণি
বারি নিষ্কোষিত করিয়া যে কুঠরীতে আর্ত্তনাদ হইতে-
ল তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্ষণকাল পর হঠাৎ ভীষণ
কার ধ্বনি হইয়া উঠিল, ঐ কুঠরীতে যে দীপ জ্বলিতেছিল
হাও নির্ব্বাপিত হইল। আর চীৎকারধ্বনি, আর্ত্তনাদ
বা কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হইল না; সর্ব্বত্র গভীর
স্তব্ধ! দীপ নির্ব্বাণের সহিত যে ব্যক্তি আর্ত্তনাদ করিতে-
ল তাঁহারও কি জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইল?

ষষ্ঠ অধ্যায়।

যে রাত্রিতে দস্যুগণ যুবক প্রভৃতিকে ধৃত করে, সেই রাত্রিতে কালী মন্দিরের পূর্ব্বাংশে শ্মশানে দুইটি স্ত্রীলোক এবং একটি পুরুষ উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহাদের সম্মুখে একটি শব ছিল। রাত্রি অনুমান তৃতীয় প্রহর। এক্ষণে বায়ু দ্বারা মেঘ সমূহ চালিত হওয়ায় গগন মণ্ডল পরিষ্কার হইয়াছে। স্বচ্ছ সলিলা সরসীতে প্রস্ফুটিত কুমুদ সমূহের ন্যায় অথবা দূরস্থিত দীপমালার ন্যায় পরিষ্কৃত আকাশ মণ্ডলে নক্ষত্র সমূহ বিরাজমান। রাত্রি তত অন্ধকার নয় অথচ দূরবর্ত্তী বৃক্ষাদি স্পষ্ট লক্ষিত হইতে ছিল না। সেই শবের নিকটে একটি মৃত্তিকা নির্ম্মিত পাত্রের অভ্যন্তরে দীপ জ্বলিতে ছিল তদ্দ্বারা স্পষ্ট লক্ষিত হইতে ছিল যে, মৃত ব্যক্তির বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ; ক্ষত স্থান দিয়া অনর্গল রক্ত নিঃসৃত হইতেছে। উভয় চক্ষু উল্টিয়া থাকাতে বদন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দেখাইতে ছিল। অল্পক্ষণ হইল এই ব্যক্তি হত হইয়াছে তার আর কোন সন্দেহ নাই। উল্লিখিত মনুষ্য অনিমিষ নয়নে শব নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

কামিনী দ্বয়ের মধ্যে যাঁহার মস্তকে জটাভার, তিনি ঐ ব্যক্তিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন। "রুদ্র! এটিত চণ্ডালের শব?"

রুদ্র কৃতাঞ্জলি পুটে নিবেদন করিলেন "ভৈরবি! আমাদের দস্যু দলে এক জন চণ্ডাল ছিল; আজ রাত্রিতে সে হত হইয়াছে, তাহার শব যত্ন পূর্ব্বক আমার বাসস্থানে রাখিয়াছিলাম।"

ভৈরবী সঙ্গিনীকে কহিলেন "উমে! এই স্থান লেপন কর।"

উমা তৎক্ষণাৎ ভৈরবীর এই আদেশ সম্পাদন করিল। রুদ্র নদী হইতে শব স্নান করাইয়া আনিলেন। ভৈরবী শবকে উত্তর শিরে শয়ান করাইয়া উহার বক্ষঃস্থলে যোগাসনে উপবেশন করিলেন এবং চক্ষু মুদিত করিয়া ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন। রুদ্র এবং উমা কিছু দূরে গিয়া বসিল।

রজনী অবসান হইবার কিছু পূর্ব্বে ভৈরবী তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন "রুদ্র! এখন চল।"

রুদ্র গললগ্নীকৃতবাসে দণ্ডায়মান রহিলেন; কিন্তু কোন কথা কহিলেন না।

ভৈরবী জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রার্থনা কি?"

রুদ্র উত্তর করিলেন "ভগবতি! আমার প্রার্থনা পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি।"

ভৈরবী ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন "অদৃষ্টের বিষয় জানা অপেক্ষা না জানা ভাল।"

রুদ্র—"বুঝিয়াছি; আমার অদৃষ্টে ক্লেশ লেখা আছে।"

ভৈরবী—"না, বৎস! এরূপ কাল্পনিক সিদ্ধান্তকে মনে স্থান দিও না।"

রুদ্র ভৈরবীর চরণ যুগল হস্তে ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন "মাতঃ আমাকে বঞ্চনা করিবেন না।"

ভৈরবী—"তুমি একান্তই শুনিবে?"

রুদ্র—"একান্তই শুনিব।"

ভৈরবী—"ভগবতী তোমার প্রতি প্রসন্না হইয়াছেন তুমি আনন্দ নগরের ভূম্যধিকারী হইবে।"

রুদ্র হর্ষে পুলকিত হইয়া কহিলেন "আগামী মঙ্গলবারে নর বলি দিয়া কালী পূজা করিব। দেবি! আপনি কালী মন্দিরে উপস্থিত থাকিয়া পূজার সমুদায় আয়োজন করিবেন।"

ভৈরবী—"বলির নিমিত্ত মনুষ্য কোথায় পাইবে?"

রুদ্র—"আজ রাত্রিতে যে যুবক যুবতী ও বালক ধৃত হইয়াছে তাহাদিগকে বলি দিব।"

ভৈরবী আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে যুবক তোমার বাসায় অতিথি হইয়াছিলেন, তিনি কি ধৃত হইয়াছেন?"

রুদ্র উত্তর করিলেন "তিনি ধৃত হইয়াছেন।"

ভৈরবী বিষণ্ণ বদনে কহিলেন "রুদ্র! তুমি আমার শিষ্য, আমাকে একটী ভিক্ষা দিতে হইবে।"

রুদ্র—"আজ্ঞা করুন।"

ভৈরবী—"ঐ যুবকের জীবন ভিক্ষা চাই।"

রুদ্র—"দস্যুপতির আজ্ঞার অন্যথা করে এমন সাধ্য কার?"

ভৈরবী—"তুমি ত দস্যু সেনাপতি। পরাক্রমে দস্যুপতি অপেক্ষা অধিক প্রবল।"

রুদ্র করযোড়ে নিবেদন করিলেন "দেবি! এবিষয়ে অনুরোধ করিবেন না।"

ভৈরবী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন "ঐ যুবকের জন্ম কোষ্ঠিতে লিখিত আছে ২০ বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে, কোন বিধবা রমণীর নিমিত্ত উহার মৃত্যু ঘটিবে। যুবকের মৃত্যু অতি নিকট; অতএব আমি নিষেধ করিলে রুদ্র শুনিবে কেন?"

ভৈরবীর উভয় চক্ষু দিয়া জল ধারা পড়িতে ছিল অন্ধকার প্রযুক্ত তাহা কেহই দেখিতে পাইল না।

সপ্তম অধ্যায়।

শিরোমণি উচ্ছিন্ন নগরের এক অতি উচ্চ ত্রিতল ইষ্টকালয়ে অবস্থিতি করিতেন; উহার সম্মুখে সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা, অপর তিন দিকে সুবিস্তৃত পরিখা ছিল। দীর্ঘিকার অপর পাড়ে একটি মনোহর প্রস্তর নির্ম্মিত অট্টালিকা আছে কালবশে ঐ প্রকাণ্ড ইষ্টকালয় উচ্ছেদ দশায় পতিত হইয়াছে বটে কিন্তু এই প্রস্তর নির্ম্মিত অট্টালিকার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই; ইহা এখনও নূতন বোধ হয়। দৃষ্টি সুখপ্রদ নির্ম্মাণ কৌশলের অভাব নাই। গৃহ কুট্টিমে প্রকৃতির সুনিপুণ হস্ত নির্ম্মিত চিত্রবিচিত্র মনোহর প্রস্তরখণ্ড

সমূহ বিন্যস্ত রহিয়াছে; ভিত্তি ও স্তম্ভ সমূহ শ্বেত প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রত্যেক স্তম্ভের উপরিভাগে সুচারু শিল্পকার্য্য লক্ষিত হয়। প্রস্তর ক্ষোদিত করিয়া স্তম্ভের উপরিভাগে প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্মের অনুকরণ করা অল্প আয়াস-সাধ্য ও সাধারণ ক্ষমতার কার্য্য নয়। ছাদটী অসিত বর্ণ প্রস্তরখণ্ড সমূহে বিরচিত; মধ্যে মধ্যে নক্ষত্রাকার শ্বেত প্রস্তরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলে চক্ষু স্নিগ্ধ হয়; বোধ হয় যেন প্রভাত কালীন পাণ্ডুর তারকাবলী বিরাজিত নভস্তলে দৃষ্টিপাত করিয়া আছি। গৃহমধ্যে অনেকগুলি প্রস্তরমূর্ত্তি যথাস্থানে সংস্থাপিত আছে। এই মূর্ত্তি সমূহের সুগঠন, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিমাণ-বিশুদ্ধি, অতিশয় প্রীতিকর; নির্ম্মাণ কৌশল এত উৎকৃষ্ট যে দেখিলে ঐ সকল মূর্ত্তি সজীব বলিয়া অন্তঃকরণে ভ্রান্তি জন্মে। দেখিয়া কেনা বলিবে যেন যথার্থই নায়ক নায়িকাগণ এই নির্জ্জন বিলাস ভবনে আমোদ প্রমোদে সময় অতিবাহিত করিতেছে? দেখিলে কার মনে ভ্রান্তি না জন্মিবে যেন কোন নায়ক, নায়িকার হস্তধারণ পূর্ব্বক নৃত্য করিতেছে, কেহ বা গান করিতেছে কেহ বা মৃদু মৃদু হাসিতেছে? যতগুলি মূর্ত্তি আছে তন্মধ্যে দুইটি মূর্ত্তির ভাবভঙ্গি অতিশয় আশ্চর্য্য; উহা রতি ও রতিপতির প্রতিমূর্ত্তি। রতিপতি রতির অধরে অধর সংস্থাপিত করিয়া সতৃষ্ণ নয়নে তদীয় চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিতেছে; রতির মুখে মৃদু মৃদু হাসি; চক্ষু অর্দ্ধমুদিত; শরীর রসে ঢল ঢল, মদনমদে উন্মত্তা রতি যেন ঢলে পড়িতেছে; উভয়ের বাহুবল্লি উভয়ের

স্কন্ধে সংস্থাপিত না থাকিলে পড়িবার সম্ভাবনা ছিল। যে শিল্পী নির্জীব প্রস্তরে সজীব ভাব প্রকটিত করিতে পারেন তাঁহার শিল্প নৈপুণ্য সাধারণ নয়! সৌদামিনী রতি ও রতিপতির মূর্ত্তি দেখিতে ছিলেন; দেখিতে দেখিতে তাঁহার বদন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; মুখে আর হাসি ধরে না; উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। "এত হাসিতেছিস্ কেন? কিলো! ক্ষেপ্‌লি নাকি?" হঠাৎ এই কথা শুনিয়া সৌদামিনী চমকিত হইলেন, গ্রীবা ঈষৎ বিবর্ত্তিত করিয়া দেখিলেন তাঁহার সহচরী দণ্ডায়মান আছে।

সৌদামিনী কিছু লজ্জিতা হইলেন; কহিলেন "বিন্দু! তুই কোথায় গিয়েছিলি?"

বিন্দু কহিলেন "শিরোমণির সন্ধানে।"

সৌ—"তুইও যে ক্ষেপ্‌লি?"

বি—"এখনও সম্পূর্ণ ক্ষেপি নাই; তাহা হইলে শিরোমণির কি রক্ষা ছিল?"

সৌ—"সম্পূর্ণ ক্ষেপিলে তাঁহাকে কামড়াবি নাকি?"

বি—"কামড়াবনা? এমন কামড়াব যে সে ক্ষেপিয়া শীঘ্রই যমের বাড়ী যাবে।"

সৌ—"অত কেন? অত ব্যগ্র হইলে হবে কি।"

বি—"তোর শীত গ্রীষ্ম বোধ নাই; হাস্য কৌতুকে সময় কাটাইলেই হইল।"

সৌ—"আর চাও কি? মনের সুখই প্রকৃত সুখ। তিনি গৃহে থাকুন আর না থাকুন; তজ্জন্য দুঃখিত হব কেন?"

বি—"এমন নির্জ্জন স্থানে একাকিনী যে থাকিতে পারা যায় না?"

সৌ—" সে দোষ তোমার।"

বি—" সে দোষ আমার?"

সৌ—" তার কি আর সন্দেহ আছে?"

বি—" সে কি? ও আবার কেমন কথা?"

সৌ—" চেষ্টা করিয়া একটি সুপুরুষ সঙ্গে আনিলেই রাত্রে একাকিনী থাকিতে হয় না।"

বিন্দু ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন " তা চেষ্টা করিতে হবে কেন?"

সৌ—" পুরুষ কি এমন নির্জ্জন স্থানেও আপনা আপনি আসিয়া জুটিবে?"

বি—" নিভৃত স্থানেও প্রস্ফুটিতা নলিনী থাকিলে ভ্রমর উপস্থিত হয়।"

সৌ—" মধুর লোভে আইসে।"

বি—"মধু আছে কি না তা পূর্ব্বে কি প্রকারে জানিবে?"

সৌ—" তোর বুঝি এমনই একটি ভ্রমর জুটিয়াছে।"

বি—" হাঁ; জুটিয়াছে।"

সৌ—" বোধ করি তার দর্শনেন্দ্রিয়টিই অধিক প্রবল?"

বি—সকল ইন্দ্রিয়ই প্রবল, অভাব কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয়?

সৌ—" তবে বৃদ্ধ হবে; ঠাকুরদাদার মত লোকের সঙ্গে প্রেম করিয়া সুখ হবে কি?"

বি—" না লো না। তার নাতীর মত বয়স।"

সৌ—" নবীন নাগর?"

বি—" আবার রসের সাগর।"

সৌ—এমন পুরুষ নিধি কোথা পাইলে?

বি—" বিধাতাই মিলাইয়া দিয়াছেন।"

সৌ—" খোওয়া যেন না যায়; যত্ন করিয়া রাখিস্।"

বি—"কৃপণের ধন! যত্ন পূর্ব্বক সংরক্ষণ করিতে করিতে প্রাণ হারাইব সেও ভাল, তবু অপহৃত হইতে দিব না।

সৌ—" এ ত?"

বি—" যার প্রতি যার লাগে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম।"

সৌ—" পুরুষটি কে?"

বি—" ছোটকর্ত্রীর পুত্র মোহিনীমোহন বাবু।"

সৌ—ছোট বাবুর বাপ কি তোর ভাসুর?

বি—" ছোট বাবুত বাপের ছেলে নয় যে তাহার বাপের নাম বলিয়া পরিচয় দিব।"

সৌদামিনী একটু বিরক্ত হইয়া কহিলেন " মুখে যা আইসে তাই বলিস্; ছেলে গুলোর সহিত হাসি মসকারা করিস্ তারা এজন্য আস্পর্দ্ধা পায়।"

বিন্দু ও একটু রাগান্বিতা হইয়া কহিলেন " জমিদারের ছেলেগুলো ভূমিষ্ঠ হইলেই কুকর্ম্মে রত হয়।"

সৌদামিনী বিন্দুর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কহিলে একথা প্রকাশ হইলে মোহিনীমোহন নিশ্চয়ই নিহত হইবে। তুমিও তিলোত্তমার কথা মনে করিয়া সাবধান থাকিও। যখন দস্যু অকারণে সাধ্বী তিলোত্তমাকে বধ করিল তখন সন্দেহ করিয়া তোমাকে এবং মোহিনীমোহনকে বধ করিবে আশ্চর্য্য কি? দস্যু-

গৃহে এক মুহূর্ত্ত থাকিতেও মন তিষ্ঠে না; একদিন রাত্রে পালাইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বাটীতে যাব।”

বিন্দু সৌদামিনীর মুখ হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন “হত ভাগিনি! অমন কথা মুখে আনিও না; শিরোমণি উপস্থিত থাকিলে আজ তোমার পরমায়ুর শেষ হইত।”

সৌদামিনী বিষণ্ণ বদনে চিন্তা করিতে লাগিলেন;

বিন্দু জিজ্ঞাসা করিলেন “শিরোমণি রাত্রিতে আলয়ে থাকেন না কেন! তাহা জান?”

সৌ—“না।”

বি—“বোধ হয় তাঁহার একটি উপপত্নি জুটিয়াছে।”

সৌদামিনীর উভয় চক্ষু দিয়া বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল; দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন “আরও একটি উপপত্নী জুটিলেই বা ক্ষতি কি?”

বিন্দুর অন্তঃকরণে ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, কহিলেন “এত অহঙ্কার ভাল নয়।”

অষ্টম অধ্যায়।

দস্যুগণ সেই যুবক রমণী এবং বালককে বলি দিবার নিমিত্ত কালী মন্দিরের নিচের কুঠরিতে রুদ্ধ করিয়া ছিল। বন্দীদিগের ক্লেশের আর অবধি ছিল না; তাঁহারা এমন দৃঢ় বন্ধনাবস্থায় ছিলেন যে যন্ত্রণায় তাঁহাদিগের প্রাণ বিয়োগের উপক্রম হইয়াছিল। কারাগারটি আর্দ্র, দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ ও অন্ধকার ময়; না তাহাতে সূর্য্য কিরণ প্রবেশ করে,

না বায়ুর সঞ্চার হয়। মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ হইতে শোণিত স্রোত অনবরত প্রবাহিত হইয়া এই নিম্ন স্থানে একত্রিত হওয়ায় অসঙ্খ্য পিপীলিকা এবং অন্য প্রকার কীট বাস করে। বালক পিপীলিকার দংশন এবং বন্ধন যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া সাশ্রুনয়নে কাতর বচনে রোদন করিতে করিতে কহিল “দস্যুরা আমাকে নিয়া বলি দিউক সেও ভাল; এত ক্লেশ আর সহ্য হয় না।” রমণী ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন “হা দগ্ধ বিধে! আমাদের কপালে এত ক্লেশ লিখিয়া ছিলে?” এই খেদোক্তি যুবকের অন্তঃকরণ বিদীর্ণ করিল; দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন কিন্তু কোন কথা কহিলেন না। বন্দীগণ দুঃসহ যন্ত্রণায় কালযাপন করিতে লাগিলেন; প্রতি মুহূর্ত্তে এই আশঙ্কা হইতে লাগিল দস্যুগণ কোন সময় বা তাহাদিগকে নিয়া বলি দিবে। এক দিন এক রাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় এবং দুশ্চিন্তায় অতিবাহিত হইল। আর ও এক দিন এই ভাবে গত হইল; তখন তাঁহারা বিবেচনা করিলেন অনাহারেই তাহাদের মৃত্যু ঘটিবে। আবার রাত্রি হইল আবার যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কালী মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে দস্যুগণের কোলাহল শব্দ শুনিয়া তাঁহারা বিবেচনা করিলেন কালী পূজার আয়োজন হইতেছে; আজ আর রক্ষা নাই। রমণী ও বালক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। যুবক নানা প্রকার প্রবোধ বাক্য প্রয়োগ করিয়াও তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে পারিলেন না। এমন কি আশ্বাস বাক্য আছে যে তদ্দ্বারা এমন অবস্থায়ও আশ্বাসিত হইয়া তাঁহারা সান্ত্বনা

পাইতে পারেন? বিকারের কি ঔষধ নাই? যুবক মৃদুমধুর বচনে কহিলেন “পরমেশ্বরের চিন্তা করুন; বৃথা রোদন করিলে ফল কি?” এই কথায় রমণীর জ্ঞান জন্মিল, তিনি অনন্যমনা হইয়া ঈশ্বর চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দস্যুগণ কালী মন্দিরের সম্মুখস্থ অঙ্গন ভূমিতে উপবিষ্ট ছিল; কেহ মদ্য পান করিতেছিল, কেহ তামাক, কেহ গাঁজা খাইতেছিল। যতই মত্ততা বৃদ্ধি হইতে লাগিল ততই তাহারা অধিক গোলমাল করিতে আরম্ভ করিল। কোন কোন সময় তাহারা নীরব হইলে পান পাত্রের টুন টুন, হুকার গুড় গুড় শব্দ শুনা যাইত। তামাক ও গাঁজার ধুঁওয়াতে দীপালোক ধূসরিত হওয়াতে স্থানটি অতিশয় ভয়ানক হইল; বোধ হইল যেন উহা যমের দক্ষিণ দ্বার! তাহাতে আবার যমদূত সদৃশ ভীষণকায় দস্যুগণ উপবেশন করিয়া মাদকাদি পান করিতেছে। তাহাদের কোলাহল ধ্বনি শ্রবণে বন্দীগণ অতিশয় ভীত হইয়া জীবন্মৃত প্রায় আছেন এমন সময়ে ঐ তিমিরাবৃত কারাগারে মনুষ্যের পদ বিক্ষেপধ্বনি কর্ণগোচর হইল। বন্দীগণের অন্তঃকরণে যার পর নাই ত্রাস জন্মিল। কে যেন ধীরে ধীরে যুবতীর নিকট আসিয়া তাঁহার শরীর স্পর্শ করিল; রমণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কোন দস্যু কামিনীর প্রতি অত্যাচার করিতে আসিয়াছে বিবেচনা করিয়া যুবক ক্রোধে অধীর হইলেন, গভীর স্বরে কহিলেন “রে দুরাত্মন! তুই এমন অধর্ম্মাচরণ করিতে আসিয়াছিস্? বন্ধনাবস্থায় আছি নতুবা এখনই ইহার উচিত শাস্তি দিতাম।”

এই বলিয়া যুবক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিস্তব্ধ হইলেন, তাঁহার অন্তঃকরণ বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইল।

বামাস্বরে সুমধুর ধ্বনি হইয়া উঠিল “বাছা! ভয় নাই, আমি তোমাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছি।”

যুবক সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনি কে?”

বীণাবিনিন্দিত মধুর স্বরে উত্তর হইল “আমি ভৈরবী।”

যুবক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন; “ভৈরবী কে?”

ভৈরবী কহিলেন “যিনি তোমাকে ইতিপূর্ব্বে দস্যু আলয় হইতে পলায়ন করিতে বলিয়াছিলেন তিনিই ভৈরবী।

ভৈরবী ক্রমে ক্রমে সকলের বন্ধন বিমোচন করিলেন।

যুবক কহিলেন “মাতঃ আমাদিগকে পলাইবার পথ দেখাইয়া দিউন, অন্ধকার প্রযুক্ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।”

ভৈরবী কহিলেন “এই কারাগারের উত্তর দিকের দ্বার দিয়া শীঘ্র পলায়ন কর। আমি যে দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়াছি তদ্দ্বারা তোমরা গমন করিলে পুনরায় ধৃত হইবে।”

ভৈরবী তথা হইতে গমন করিলেন। অনন্তর বন্দীগণ হাঁতড়াইয়া ২ সেই দ্বার পাইলেন বটে কিন্তু জানিতে পারিলেন উহা বহির্দ্দিকে বদ্ধ আছে। হর্ষে বিষাদ উপস্থিত হইল। যুবতী অত্যন্ত চিন্তাকুলা হইলেন। এবং নৈরাশ ব্যঞ্জক কথাও ব্যক্ত করিলেন। সুবুদ্ধি বালক দ্বারে হস্তার্পণ পূর্ব্বক কহিল “দ্বার জীর্ণ” যুবক ক ̄াট ধারণ পূর্ব্বক সবলে আকর্ষণ করিলে উহা মড় মড় শব্দ করিয়া ভগ্ন হইল। তাঁহারা অনতিবিলম্বে কারাগার হইতে পলায়ন করিলেন।

দ্বার ভঙ্গের শব্দ শুনিয়া দস্যুগণ দীপ হস্তে কারাগারে প্রবেশ করিল; এবং বন্দীদিগকে দেখিতে না পাইয়া তাহাদিগকে ধৃত করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল। পলায়িত ব্যক্তিরা সাধ্যানুসারে দৌড়িতে লাগিলেন। দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত বালক ও রমণী অধিকদূর আর দৌড়িতে পারিলেন না; ক্লিষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। কামিনী সকরুণ স্বরে কহিলেন "বিধাতঃ! দস্যু হস্তে আমাদের মৃত্যু কি নিশ্চয়ই লিখিয়াছ? শমন! আর তোমাকে ভয় করিলে কি হইবে? তোমার অধিকারে আজ যাত্রা করিব তার আর কোন সন্দেহ নাই।" যুবক রমণীর সমীপে উপবেশন করিয়া বিষণ্ণবদনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, অতিশয় কাতর হইলেন; তাঁহার উভয় চক্ষু বাষ্পাকুল হইল। তিনি এত কাতর হইলেন কেন? মৃত্যু ভয়ে? এমন বীরপুরুষত কখন আপন মৃত্যু ভয় করেন না? তবে কি সঙ্গীদিগকে রক্ষা করিতে পারিলেন না ভাবিয়া কাতর হইলেন? সম্ভব।

অনতিদূরে মনুষ্যের কোলাহলধ্বনি শুনিয়া যুবক উৎকণ্ঠিত হইলেন, কহিলেন "দস্যুগণ আসিতেছে, এখন এখানে থাকা উচিত হয় না।"

বালক দণ্ডায়মান হইয়া গমনোন্মুখ হইল। কিন্তু কামিনী এত দুর্ব্বলা ও ক্লিষ্টা হইয়াছিলেন যে উঠিতেও পারিলেন না, কাতরস্বরে কহিলেন "চলিতেও পারিব না; অতএব বাঁচিবার আর ভরসাও নাই।"

যুবক কহিলেন "নিরাশ হইবেন না।"

রমণী বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে

লাগিলেন; কহিলেন, "বিপদ সাগরে মগ্ন হইলেও কি বাঁচিবার আশা থাকে? আমি ত চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিতেছি।"

যুবক ঈষৎ হাস্য করিলেন। এ হাসির অর্থ এই, বিপদ জলধির অগাধ জল ভেদ করিয়া আশাকিরণ তিমিরাচ্ছন্ন নিম্নস্থলে ও প্রবেশ করে। আশা মনুষ্যকে পরিত্যাগ করে না; কি দৈহিক, কি আন্তরিক যন্ত্রণার সময়, এমন কি মৃত্যুর সময়ও মনুষ্যকে পরিত্যাগ করে না। আশা কুহকিনী, তাহার ইন্দ্রজালে কার অন্তঃকরণ না বিমুগ্ধ হয়? শর শয্যায় শয়িত ব্যক্তিও আশার মৃদু মোহন বাক্যে যন্ত্রণার আধিক্য বোধ করে না। শূন্যমার্গে কাল্পনিক স্বর্ণাট্টালিকা নির্ম্মাণ করতঃ কত প্রকার কাল্পনিক সুখানুভব করিতে থাকে। যদি আশা না থাকিত, তাহলে কি মনুষ্য যাবজ্জীবন দুঃসহ যন্ত্রণাভার বহন করিতে পারিত? মনুষ্য! তোমার যেমন, অবস্থা হউক না কেন, নিরাশ হইও না; নিরাশ হইলে সংসার যাত্রা আর নির্ব্বাহ করিতে পারিবে না। নিরাশ হইলে জানিও তোমার অন্তিম কাল অতি নিকট।

যুবক ঈষৎ হাস্য করিয়া রমণীকে ক্রোড়ে লইয়া গমন করিলেন; বালকও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

নবম অধ্যায়।

যে উচ্ছিন্ন নগরের কথা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে তাহার উত্তরদিকে, অনুমান তিন ক্রোশ অন্তরে, একটি নূতন নগর আছে। আনন্দচন্দ্র রায় নামা এক যশস্বী মহাত্মা ছিলেন; তিনি ঐ নগরের সূত্রপাত করেন; এজন্য উহা আনন্দ নগর নামে বিখ্যাত হয়। নূতন নগরটি অচিরেই সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল; অতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রাচীন নগরের লোক সকল এখানে আসিয়া বসতি করিতে লাগিল; এস্থান বাণিজ্য পক্ষে অতিশয় অনুকূল। নরহরি বাচস্পতি প্রভৃতি কএক জন প্রধান ব্যক্তি প্রাচীন নগর পরিত্যাগ করেন নাই; তাঁহারা কৃত সংকল্প হইয়াছিলেন যত দিন বাঁচিয়া থাকিবেন ততদিন পৈতৃক ভদ্রাসন পরিত্যাগ করিবেন না। প্রাচীন নগরের উত্তরাংশে কতকস্থান ব্যাপিয়া নিবিড় বন ছিল। বনের প্রান্তভাগেই একটি সুনির্ম্মিত ইষ্টকালয়, উহা অতিশয় মনোরম্য; কি নিকট কি দূর, যেখান হইতে দেখ, দেখিবামাত্র অন্তঃকরণ পরমপ্রীতি লাভ করে। যে সকল গোল শ্বেত স্তম্ভ শ্রেণী দীর্ঘ অথচ অপ্রশস্ত অলিন্দের ছাদ ধারণ করিয়াছে কেবল সেই সকল স্তম্ভই প্রীতিপ্রদ এমত নহে কিন্তু নয়নসুভগ মরকতশ্যামল বর্ণে রঞ্জিত বাতায়ন শ্রেণীও অত্যন্ত সন্তোষ জনক। ঐ আলয়ের প্রত্যেকাংশের গঠন সামঞ্জস্য অতি সুন্দর। সুন্দর বস্তু

দেখিলে কাহার না অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয়? সম্মুখে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী থাকায় ঐ নিকেতনের শোভা আরও সম্বর্দ্ধিত হইয়াছে। ঐ আলয় ও পুষ্করিণীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে মনোরম্য উপবন; উপবন লতামণ্ডপ ও নানাজাতীয় বৃক্ষ-রাজি দ্বারা পরিশোভিত। সিংহদ্বার হইতে পুষ্করিণী পর্য্যন্ত একটী প্রশস্ত বর্ত্ম আছে; আর আর যে সকল পথ আছে তাহা অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ, কেবল দুই জন মনুষ্য পার্শ্বাপার্শ্বী হইয়া তাহা দিয়া ভ্রমণ করিতে পারে। ঐ গৃহের উত্তরাংশে দেবালয়, তাহার পশ্চাদ্ভাগে একটি সুনির্ম্মিত অট্টালিকা আছে। উহার চতুষ্পার্শ্বে পুষ্পোদ্যান; অপর জাতীয় বৃক্ষ সংখ্যা অতি অল্প, তাহাও চিত্র বিচিত্র এবং রক্তপীত শুভ্রপত্র বিশিষ্ট বৃক্ষ ব্যতীত অন্য প্রকার বৃক্ষ নহে। কেবল চিত্ত বিনোদনার্থে ঐ বিলাস ভবন নির্ম্মিত হইয়াছে তার আর কোন সন্দেহ নাই। অট্টালিকামধ্যে একটি যুবক বিষণ্ণ বদনে উপবিষ্ট আছেন; তাঁহার বদন অতিশয় সুশ্রী এবং স্থির অথচ পৌরুষভাব ব্যঞ্জক; ললাট পরিসর, নাসিকা সুদীর্ঘ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুসৌষ্ঠব সম্পন্ন, সুঘটিত, অথচ বলিষ্ঠ। বিশাল বক্ষঃস্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোমাবলি আছে, উহাতে যুবকের কনক কান্তির আরও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইয়াছে। যুবকের সম্মুখে একটি বৃদ্ধা স্ত্রী দণ্ডায়মান ছিল; বৃদ্ধা অস্ফুট স্বরে কাঁদিতে ছিল। সায়ংকাল উপস্থিত হইল; উদ্যানের মনোহারিণী শোভা দেখিতে কাহারও ইচ্ছা হইল না। পক্ষি-গণের সুললিত গান শুনিয়াও কেহ সহর্ষচিত্ত হইল না। বৃদ্ধা অস্ফুট স্বরে সেইরূপ রোদন করিতেছিল, যুবক সেই

ভাবে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। রাত্রি হইল, তবু তাহাদের যে ভাব সেই ভাব—কোন ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইল না। ব্যাপারটা কি? যুবক মুহুর্মুহু দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন, তাঁহার শরীর কম্পিত হইতেছিল! পর্ব্বত অভ্যন্তর আগ্নেয় পদার্থে পরিপূরিত না হইলে উহা কি কখন কম্পিত হয়?

অনেকক্ষণ পর যুবক কহিলেন "দাসি! বল দেখি অত কাঁদিলে কি হবে? মা আর ত ফিরিয়া আসিবেন না।"

দাসী উচ্চরবে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

যুবক অনেক প্রবোধবাক্য বলিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন "দাসি! হঠাৎ মার মৃত্যু কি প্রকারে হইল? পিতাই বা কোথায় গেলেন? ইহার কারণ ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না; মনে বড় সন্দেহ হইতেছে।"

দাসী রোদন করিতে করিতে কহিল "বাপধন বিজয়! রাত্রি হইয়াছে এখন গিয়া ঘুমাও; কাল সব কথা বলিব।"

বিজয় আগ্রহ সহকারে কহিলেন "আজ বলিতেই হবে, ওকথা না শুনিলে আমার নিদ্রাবেশ হইবে না।"

দাসী কহিল "ও কথা শুনিলে যাবজ্জীবন তোমার চক্ষে নিদ্রা আসিবে না; কি বলিব মুখ দিয়া কথা বেরোয় না; ও সব কথা মনে হইলে অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হয়।"

বিজয়—"আ! বলই না কেন?"

দাসী—"কর্ত্তা তোমার মাকে বড় ভাল বাসিতেন।"

বিজয়—"তা আমি অবগত আছি। আচ্ছা তার পর?"

দাসী—"কর্ত্তা দুই জোড়া সোণার বালা প্রস্তুত করেন, এক জোড়া দশ ভরি অন্য জোড়া আট ভরি।

বিজয়—"ও সব কথা যাইতে দাও, কি প্রকারে মাতার মৃত্যু হইল তাহাই বল।"

দাসী—"কথার প্রথম হইতে না বলিলে কি প্রকারে বলিব।"

বিজয়—"আচ্ছা; তবে বল।"

দাসী—"কর্ত্তা বড় জোড়া তোমার মাতাকে ছোট জোড়া তোমার বিমাতাকে দিলে ছোটকর্ত্রীর মুখ ভার হইল দুই জোড়া বারাণসী সাড়ি আনিয়া সরস জোড়া বড় ঠাকুরাণীকে নিরস জোড়া ছোট ঠাকুরাণীকে দিলেন তোমার বিমাতার মুখ বিষের ন্যায় হইল। কর্ত্তা ছোটকর্ত্রীর ঘরে শয়ন করিতেন না, তাহাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না; ছোটকর্ত্রী কর্ত্তার চক্ষের শূল ছিলেন। বাপের বাটীতে গিয়া এখানে ওখানে যাতায়াত করে, সংসারের সর্ব্বস্ব লুঠ পাট করিয়া ইহাকে উহাকে দেয়; কোন কথা ত কর্ত্তার অগোচর ছিল না। এমন দুশ্চরিত্রা স্ত্রীকে স্বামী কি কখন ভালবাসে?"

বিজয় কিছু বিরক্ত হইয়া কহিলেন "দাসি ক্ষান্ত হও; ইচ্ছা হয় মার মৃত্যু বৃত্তান্ত বল; বিমাতার দুশ্চরিত্রের কথা শুনিতে চাই না।"

বৃদ্ধা কিঞ্চিৎ লজ্জিতা হইল; কহিল, "আচ্ছা বাবা! ও সব কথায় কাজ নাই; তোমার মার মরণের কথা বলি শুন; এক রাত্রে তোমার মাতা ভোজন করিতে ছিলেন,

তোমার বিমাতা স্বয়ং তাঁহাকে দুগ্ধ আনিয়া দিল। বড় কর্ত্রীর মনে কোন পাক চক্র ছিল না; তিনি তাহা নিঃসন্দেহ চিত্তে পান করিলেন। অনতি বিলম্বে অত্যন্ত কাতরা হইলেন; আমাকে কহিলেন দাসি! শরীর দগ্ধ হইয়া গেল, জ্বালায় আর বাচি না। দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখ হইতে অনবরত গ্যাজলা উঠিতে লাগিল; বর্ণ বিবর্ণ হইল, শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। অতি কষ্টের সহিত কহিলেন দাসি! মৃত্যু কালে বিজয়ের মুখ দেখিতে পাইলাম না মনে এই বড় খেদ রহিল; দাসি! তুমি তাহার সেবা শুশ্রূষা করিও; কোন বিষয়ে ক্লেশ যেন না হয়। সাবধান! বিজয়কে তাহার বিমাতার হস্তে কোন দ্রব্য আহার করিতে দিও না। এই কথা বলিতে বলিতে তোমার মাতার নিশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইল এবং চক্ষু স্থির হইয়া আসিল; অবিলম্বে তাঁহার মৃত্যু হইল। কর্ত্তা স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন দুই দিন পর প্রত্যাগত হইয়া এই সাংঘাতিক কথা শুনিবা মাত্র হতচেতন হইলেন। দেওয়ানের যত্নে চেতনা লাভ করিয়াও জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেন না; ক্ষিপ্ততার লক্ষণ সমুদয় তাঁহাতে লক্ষিত হইল। এই উন্মাদাবস্থাতেই নিরুদ্দেশ হইলেন। সকলে সন্দেহ করেন ছোট কর্ত্রী তাঁহাকে বধ করিয়াছেন।"

এই কথা বিষাক্ত শল্যের ন্যায় বিজয়ের অন্তঃকরণ বিদ্ধ করিল। বস্ত্র দ্বারা চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন শয়ন মন্দিরে গিয়া যন্ত্রণা-শর-শয্যায় শয়ন করিলেন। অকস্মাৎ মনুষ্যের আর্ত্তনাদ শ্রুতি গোচর

হইল। বিজয় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া শয্যা হইতে উঠিলেন; বিবেচনা করিলেন তাঁহার বিমাতার প্রকোষ্ঠে আর্ত্তনাদ হইতেছে। তদ্দিকে ধাবিত হইলেন কিন্তু ঐ প্রকোষ্ঠের দ্বার রুদ্ধ থাকায় তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। ক্ষণকাল পর চীৎকার ধ্বনি হইল, বোধ হইল অন্তঃপুরের অনতিদূরে যে অরণ্য আছে তন্মধ্যে চীৎকার ধ্বনি হইল। বহির্বাটী দিয়া অরণ্যে গমন করিতে হইলে কাল বিলম্ব হয় এজন্য প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। রাত্রি অন্ধকার, গগন মণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন; পরিষ্কার স্থানেই কিছুমাত্র দেখা যায় না এমন নিবিড় অরণ্যে কোন বস্তু দৃষ্টিগোচর হইবে সম্ভব কি? তথাপি বিজয় অনুসন্ধানে বিরত হইলেন না; বন্ধুর ভূমি দিয়া দ্রুতপদে গমন কালীন পদস্খলিত হইয়া বারম্বার ভূতলে পতিত হইতে লাগিলেন; কণ্টকে দেহ ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল তথাপি বিজয় অনুসন্ধানে বিরত হইলেন না। শুষ্ক পত্র মনুষ্য পদ দলিত হইলে যেরূপ শব্দ হয় সেইরূপ শব্দ কর্ণগোচর হইল; বিজয় শব্দানুসারে তদ্দিকে ধাবিত হইলেন অথচ কিছুই দেখিতে পাইলেন না। দণ্ডায়মান হইলেন; আবার ঐ রূপ শব্দ শুনা যাইতে লাগিল; উহা অধিক দূর নয়। পূর্ব্ববৎ তদ্দিকে দৌড়িলেন, পূর্ব্ববৎ কিছুই দেখিতে পাইলেন না। বিজয়ের বিরক্তি বোধ হইল। ভ্রান্তি বশতঃ এমন শব্দ শুনিতেছেন? কই কিছুইত দেখা যায় না? অথচ দণ্ডায়মান হইলে মনুষ্য যাইতেছে বলিয়া প্রতীতি জন্মে। বিজয় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিতে লাগি-

লেন। সম্মুখে চকিতের ন্যায় ধবল পদার্থ নয়ন গোচর হইল। এবার অতিবেগে ধাবিত হইলেন। অরণ্য উত্তীর্ণ হইয়া আপন আলয়ের অন্তঃপুর সমীপে উপস্থিত হইলেন। বোধ হয় অরণ্যের প্রান্ত ভাগ হইতে বিরল বৃক্ষ শ্রেণীর মধ্য দিয়া ধবল পদার্থবৎ আপন বাটীই দেখিয়াছিলেন। যেখানে অরণ্য প্রবেশ করিয়াছিলেন সেই খান দিয়া বহির্গত হইলেন। অনুসন্ধানে কোন ফল হইল না। হঠাৎ ছোট কর্ত্রীর শয়ন মন্দিরের গবাক্ষ উদ্ঘাটিত হইল; ছোট কর্ত্রী যে বিজয়ের বিমাতা তাহা আর পাঠক মহাশয়কে পরিচয় দিতে হইবে না। এত রাত্রে গবাক্ষ দ্বার কেন উদ্ঘাটিত হইল কারণ অনুসন্ধানার্থে বিজয়ের কৌতূহল জন্মিল। আবার অন্তঃপুরের দ্বার খোলা আছে দেখিতে পাইলেন। রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় ও অন্তঃপুরের দ্বার রুদ্ধ হয় নাই ইহারই বা কারণ কি? অন্তঃকরণে বড় সন্দেহ হইল: দ্রুতপদে নিকটে আসিতে না আসিতেই ঐ দ্বার রুদ্ধ হইল, আর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। সন্দেহ আরও বৃদ্ধি হইল; বিজয় মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন বিমাতার প্রকোষ্ঠে যে আর্ত্তনাদ, অরণ্যে যে চীৎকার ধ্বনি হইয়াছিল তাহার বিশেষ কারণ আছে। অন্তঃপুরে গিয়া ইহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক কিন্তু যাইবেন কি প্রকারে? আলয়ের উত্তরাংশের যে দ্বার দিয়া পুর স্ত্রীগণ দেবালয়ে যাতায়াত করেন তাহা বিজয় স্বয়ং রুদ্ধ করিয়াছিলেন অতএব তদ্দ্বারা বিমাতার প্রকোষ্ঠে যাইতে পারিবেন না। পদাঘাতে অন্তঃপুরের দ্বার ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করা উচিত বোধ

হইল না; তাহাতে গোলযোগ হইবে। গোপনে সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করাই কর্ত্তব্য। বিজয় অতি কষ্টে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক বিমাতার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন ছোট কর্ত্রী বাতায়নের নিকট দণ্ডায়মানা আছেন।

বিজয় বিমাতার শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মা! এত রাত্রে ওখানে দাঁড়াইয়া আছেন কেন?"

যদি তৎক্ষণাৎ সেখানে বজ্রাঘাত হইত তাহা হইলেও ছোট কর্ত্রী অত চমকিত হইয়া উঠিতেন না; তাঁহার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল; জানালার যে গরাদিয়া ধারণ করিয়াছিলেন তাহা হইতে হস্ত স্খলিত হইল। বিজয় তাঁহারে নিচে পতনোপক্রম দেখিয়া হস্ত দ্বারা ধারণ করিলেন। ছোট কর্ত্রী মেজায় বসিয়া পড়িলেন; ক্ষণকাল পর একটু সুস্থির হইলেন, কহিলেন "বিজয়! আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছিলাম না; এত রাত্রে মনুষ্যকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আমার মনে বড় ভয় হইয়াছিল।"

বিজয় জিজ্ঞাসা করিলেন "মা! আপনি কাহারও আর্ত্তনাদ শুনিয়াছেন?"

ছোট কর্ত্রী বিকল চিত্ত হইলেন; আবার তাঁহার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল; কোন উত্তর দিলেন না।

বিজয় আবার জিজ্ঞাসা করিলেন; "অন্তঃপুরের দ্বার উদ্ঘাটিত ছিল; আমি নিকটে আসিলে রুদ্ধ হইল, ইহার কারণ কি?"

ছোট কর্ত্তীর মুখ শুষ্ক হইল, কথা কহিতে পারিলেন

না আঁ আঁ করিতে লাগিলেন। পালঙ্কের উপর হইতেও একরূপ অস্ফুট শব্দ শুনা যাইতে লাগিল; বোধ হইল দন্তে দন্তাঘাত ওষ্ঠে ওষ্ঠাঘাত হওয়াতেই ঐরূপ শব্দ হইতেছিল। অন্তঃকরণে মহাভীতি উপস্থিত হইলে ঐরূপ শব্দ হইয়া থাকে। বিজয় বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া পালঙ্কের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। পালঙ্কে মসারি খাটান ছিল, অন্ধকার ঘর, এজন্য কিছু দেখিতে পাইলেন না।

ছোট কর্ত্রী দেখিলেন প্রমাদ ঘটিল। স্বভাবতঃ স্ত্রীজাতির বুদ্ধি তীক্ষ্ণ; বিপদ কালে মুক্তি পথ শীঘ্রই অনুসন্ধান করিয়া লইতে পারে। ছোট কর্ত্রী হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন; "আমার বড় নিদ্রাবেশ হইতেছে। আর বসিয়া থাকিতে পারি না।"

এমন কথা শুনিয়া ও কি বিজয় আর এখানে থাকিতে পারেন; বিজয় অত্যন্ত সুশীল ও ভদ্র তৎক্ষণাৎ তথা হইতে গমন করিলেন।

বিজয় এই প্রকোষ্ঠ হইতে বহির্গত হইবামাত্র ছোট কর্ত্রী পালঙ্কের সমীপে আসিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন "তোমরা আর বিলম্ব করিও না শীঘ্র পালাও।"

একটী মনুষ্য পালঙ্কের উপর হইতে আর একটী স্ত্রীলোক উহার নিচে হইতে বাহির হইলেন; তাঁহারা কোন কথা না কহিয়া দ্রুত বেগে পলায়ন করিলেন।

উভয়ে দ্রুতবেগে অন্তঃপুরের দ্বার দিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। রমণী সঙ্গিকে কহিলেন "ধীরে ধীরে চল আর অত দৌড়িতে পারিনা।"

এই রমণী কে? তাহার সঙ্গীই বা কে? বিন্দু ও রাঘবচন্দ্র শিরোমণি বই আর কে? শিরোমণি বিদেশী, ছোট কর্ত্রীর সহিত তাঁহার কি প্রকারে পরিচয় হইল? বিন্দু ছোট কর্ত্রীর শয়ন মন্দিরে গিয়াছিলেন কেন? তিনি কি আজ তাঁহার মন চোরা কানাইকে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ধরিতে গিয়াছিলেন? সম্ভব।

বিন্দু কহিলেন "ধীরে ধীরে চল আর অত দৌড়িতে পারি না।"

শিরোমণি ধীরে ধীরে গমন করিলেন।

বিন্দু আবার কহিলেন "বিজয় আজ তোমাকে দেখিতে পাইলে বধ করিতেন।"

শিরোমণির অন্তঃকরণ চিন্তায় মগ্ন ছিল, কোন কথা কহিলেন না।

বিন্দু আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন "শৃগাল সিংহের বাস স্থানেও প্রবেশ করিতে পারে।"

এই কথা শুনিয়া শিরোমণি ঈষৎ হাস্য করিলেন। মনুষ্য গর্হিত কর্ম্মে কৃতকার্য্য হইলেও তাহার মনে গরিমা হয়। শিরোমণির মনে ও ঐরূপ গরিমা হইয়াছিল, এজন্য তিনি ঈষৎ হাস্য করিলেন।

বিন্দুর সদৃশী চতুরা রমণী সহজেই এ হাসির অর্থ বুঝিতে পারেন; কহিলেন "শৃগাল ও কুকুর পরের উচ্ছিষ্ট খাইতে ভাল বাসে।"

শিরোমণি আর উত্তর না দিয়া থাকিতে পারিলেন না; কহিলেন "তৃপ্তিকর আহার না পাইলেই পরের উচ্ছিষ্ট

খাইতে হয়; কেবল অস্থি চর্ব্বণ করিলে কি পেটের জ্বালা যায়?"

বিন্দু—"দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া পরের এটোপাত চাটিলে সুখ কি?"

শিরোমণি—"পরম সুখ। কাহার এটোপাতে অন্ন-ব্যঞ্জন কাহার এটোপাতে পায়সান্ন আহার করিয়া উদর পরিপূর্ণ হয়।"

বিন্দু—"যে পাতে পায়াসান্ন পাওয়া যায় সেই পাত দিবা রাত্রি চাট না কেন?"

শিরোমণি—"অমৃতে অরুচি কার?"

বিন্দুর অন্তঃকরণে ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল ক্ষণ কাল পর্য্যন্ত কোন কথা কহিতে পারিলেন না। ক্রোধ একটু সম্বরণ হইলে কহিলেন "শৃগাল কি ধূর্ত্ত জানওয়ার! শৃগাল কর্ত্তৃক সিংহ বন্দী হইলেন এ বড় অন্যায়।"

শিরোমণি এই কথার কোন উত্তর করিলেন না; বিমনা হইয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন।

বিন্দু—"ফাঁদ পাতিলেই শৃগাল ধৃত হয়।"

এই কথা শিরোমণির কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইল, বিন্দুর প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন; কোন কথা কহিলেন না।

বিন্দু আবার কহিলেন "ফাঁদ পাতিলেই শৃগাল ধৃত হয়।"

শিরোমণি ঘৃণার সহিত কহিলেন "ইচ্ছা হয় বিজয়কে ফাঁদ পাতার পরামর্শ দাও।"

বিন্দু—"ইচ্ছা হয় না? অন্যায় কাজ দেখিলে কে না

প্রকাশ করিতে চায়?" তোমার দুষ্ট অভিসন্ধি যদি আগে জানিতাম তাহা হইলে কখনই সেই নিবিড় অরণ্য পরিত্যাগ করিয়া তোমার সঙ্গে আসিতাম না।"

শিরোমণি—"কোন কথা প্রকাশ না করিবার জন্য ছোট কর্ত্রী ত তোমাকে সোণার হার দিয়াছেন।"

বিন্দু—"তাহাতেই আমি ভুলিব না কি?"

শিরোমণি—"স্ত্রীজাতি অবিশ্বাসিনী।"

বিন্দু—"অবিশ্বাসিনী নয়; তাহাদের কোমলান্তঃকরণ পর দুঃখে অত্যন্ত কাতর হয়। তোমার নৃশংসাচরণ দেখিয়া ইচ্ছা হয় সকল কথা বিজয় বাবুর নিকট প্রকাশ করিয়া দি। তুমি কি পাপিষ্ট! কি নিষ্ঠুর! কি নির্দ্দয়!"

শিরোমণি ক্রোধে অধীর হইলেন, কহিলেন "দেখ্ বিন্দু! যদি কোন কথা প্রকাশ করিস্ তবে তোর মুণ্ড-চ্ছেদন করিব।"

বিন্দু নির্ভয় চিত্তে কহিলেন "তোমার ভয় প্রদর্শনে আমি ভীত নই; নিজে সাবধান থাকিও।"

শিরোমণি বিন্দুর স্বভাব ভাল রূপে জানিতেন; যাহা বলিবে তাহাই করিবে; তাহাতে নিজের মন্দ হউক, আত্মীয় জনের অনিষ্ট ঘটনা হউক, কিছুমাত্র সংশয় চিত্ত হইবেনা। শিরোমণি বিন্দুর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কাতর স্বরে কহিলেন "আমাকে নষ্ট করিলে তোমার লাভ কি?"

বিন্দু—"যাহাতে তুমি এদেশের ভূম্যধিকারীকে বধ করিতে না পার তাহা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।"

শিরোমণি—"সে আমার পরম শত্রু, তুমি কি জান না সে

আমার কত অনিষ্ট করিয়াছে? সেই নরাধম আমার অন্তঃকরণে যে যাতনা দিয়াছে তাহা যাবজ্জীবন যাইবে না।"

বিন্দু—"তুমি ত তার প্রতিফল দিয়াছ; রাজরাণী তোমার উপপত্নী, বামন হইয়া চাঁদে হাত; আর কি চাও?"

শিরোমণি—"না, না, তাহাতে আমার মনোবেদনা যায় নাই; শত্রুকে বধ করিব; তাহার বংশ সমূলে ধ্বংস করিব; তাহার যথা সর্ব্বস্ব অধিকার করিব, এই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। জানিও আমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ; পূর্ব্বদিকের সূর্য্য পশ্চিমদিকেও উদয় হইতে পারে কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন হইবে না।"

বিন্দু—"তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। কিন্তু তোমার দুষ্ট অভিসন্ধি কখনই সম্পন্ন হইবে না।"

শিরোমণি—"তুমি নিশ্চয়ই একথা প্রকাশ করিবে?"

বিন্দু—"প্রকাশ করিব না?"

শিরোমণি—"যথার্থ?"

বিন্দু—"যথার্থ।"

শিরোমণির ক্রোধাগ্নি চক্ষে প্রজ্জ্বলিত হইল; শরীর কম্পিত হইতে লাগিল; যেমন ব্যাঘ্র সম্মুখে শিকার দেখিলে লম্ফ দিয়া আক্রমণ করে সেইরূপ শিরোমণি বিন্দুকে ধৃত করিয়া ভূতল শায়িনী করিলেন। বক্ষোপরি জানু সংস্থাপিত পূর্ব্বক বাম হস্ত দ্বারা গল দেশ চাপিয়া ধরিলেন, দক্ষিণ হস্তে বজ্রমুষ্টি দ্বারা আঘাত উপক্রম করিয়া গভীর

স্বরে কহিলেন, "বিন্দু! আর গোপনীয় কথা প্রকাশ করিতে পারিবি না।"

বিন্দু দেখিলেন মৃত্যুকাল অতি নিকট। শিরোমণি গল দেশ এত দৃঢ় রূপে চাপিয়া ধরিয়াছেন যে কথা কহিতে পারেন না; এমন কি নিশ্বাস প্রশ্বাসও রুদ্ধ হইয়াছে। অনেক চেষ্টায় শিরোমণির হস্ত কিছু সরাইয়া কাতর স্বরে কহিলেন "তুমি কি একান্তই আমাকে বধ করিবে?"

শিরোমণি কহিলেন "এই মুহূর্ত্তে!"

বিন্দু—"স্ত্রী হত্যা করাই কি তোমার স্বভাব?"

শিরোমণি—"স্ত্রী অবিশ্বাসিনী হইলে তাহার প্রাণদণ্ড করাই উচিত শাস্তি; তুমি আমার স্ত্রী নও উপপত্নী মাত্র। তোমাকে বধ করিলে স্ত্রীহত্যার পাপ হইবে না।"

শিরোমণি আবার বিকৃত স্বরে কহিলেন "তুমি আমার স্ত্রী নও উপপত্নী মাত্র" এই কথা শুনিয়া বিন্দু যত কাতরা হইলেন শিরোমণি যে তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন তাহাতেও তিনি তত কাতরা হন নাই। অন্তঃকরণ যেন বৃশ্চিকের হুলাহত হইল; হৃদয় মধ্যে ক্রোধানল, দ্বেষানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। বিন্দু অনুতাপ করিতে লাগিলেন; একবার ভাবিলেন এই দুরাত্মা আমাকে বধ করুক, তাহা হইলে মনের জ্বালা যাইবে। আবার ভাবিলেন তাহা হইলে ঐ পাপাত্মার গর্হিত কার্য্যের প্রতিফল কি হইল; উহাকে উচিত শাস্তি দিতে হইবে। শঠের সঙ্গে শঠতা করা উচিত। বিন্দু ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন "কোন স্ত্রীলোককে বধ করিলে স্ত্রীহত্যার পাপ হয়; সে যাহা হউক আমি

তোমাতে অনুরক্তা, তোমা বই অন্য কাহাকে জানি না; পতি হইলে ও তুমি উপপতি হইলে ও তুমি; যাহাই হও, তুমি প্রতিপালন কর্ত্তা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তোমাকে যত ভাল বাসিয়াছি, তোমার যত সেবা শুশ্রূষা করিয়াছি তাহা কি তোমার কিছুই মনে নাই? হায় কি কাল মাহাত্ম্য! যাহাকে প্রাণ দিয়াছি সে এক্ষণে প্রাণ ধ্বংস করে।

শিরোমণির অন্তঃকরণ করুণ রসে আদ্র হইল; ফলে বিন্দু যে তাঁহাকে ভাল বাসিতেন তাহা তিনি জানিতেন; তিনিও বিন্দুকে ভাল বাসিতেন; মৃদুস্বরে কহিলেন, "তুমি গোপনীয় কথা প্রকাশ করিতে চাও কেন?"

বিন্দু দেখিলেন আর ভয় নাই; শিরোমণির অন্তঃকরণ দয়ার্দ্র না হইলে কথা অত কোমল হইত না; কহিলেন, "তুমি পাগল! এদেশের জমিদার রাজেন্দ্র বাবু আমার স্বগণ বান্ধব ত নয় যে তাঁহার হিত চেষ্টা করিব।"

শিরোমণি—"তবে তুমি বলিলে কেন বিজয়ের নিকট সকল কথা বলিয়া দিবে?"

বিন্দু একটু হাসিলেন; কহিলেন "তুমি কেবল ন্যায় শাস্ত্রই পড়িয়াছিলে; তোমার বুদ্ধি কিছুই নাই; তোমার মন বুঝিবার নিমিত্ত ঠাট্টা করিতে ছিলাম।"

শিরোমণি—"তোমার কথায় আমার বিশ্বাস হইতেছে না, শপথ করিয়া বল যে কোন কথা প্রকাশ করিবে না।"

বিন্দু—"হাঁ, ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া শপথ করিতেছি কোন

কথা প্রকাশ করিব না। এখন আমার বুকের উপর হইতে উঠিয়া যাও, আ! আমার প্রাণ যায়।"

শিরোমণি বিন্দুর বক্ষের উপর হইতে উঠিলেন, কহিলেন, "শপথ যেন ভুলিও না, গোপনীয় কথা প্রকাশ করিলে নিশ্চয়ই তোমার প্রাণ দণ্ড হইবে।"

দশম অধ্যায়।

বিজয় বিমাতার প্রকোষ্ট হইতে আপন শয়ন মন্দিরে আসিলেন, রাত্রিকালে নিবিড় অরণ্য ভ্রমণে কন্টক বৃক্ষ দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া ছিল; এজন্য অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ করিতে লাগিলেন। আবার প্রবল চিন্তাগ্নি অন্তঃকরণ দগ্ধ করিতে লাগিল। শয়ন করিলেন কিন্তু নিদ্রা হইল না। ভাবিতে লাগিলেন, কত প্রকার ভাবনা মনে উপস্থিত হইল। একবার ভাবিলেন বিমাতা কি পিতাকে বধ করিয়াছেন? বিমাতা কি ভয়ানক যন্ত্রণা দিয়া তাঁহার প্রাণ ধ্বংস করিয়াছেন? মৃত্যুকালে পিতা কি ভয়ানক চীৎকার করিয়াছিলেন? কেহ কি তৎকালে তাঁহার প্রাণ রক্ষার জন্য অগ্রসর হয় নাই? আবার ভাবিলেন বিমাতার প্রকোষ্টে কে আর্ত্তনাদ করিল? অরণ্য মধ্যে কেন চীৎকার শব্দ হইয়া ছিল? পিতা কি ঐরূপ চীৎকার করিতেছিলেন? পিতা কি জীবিত আছেন? বিমাতার শয়ন মন্দিরে কে যেন ছিল।

ও ব্যক্তি কে? উহার ত অনুসন্ধান করা উচিত? উহার সহায়তায় কি বিমাতা পিতাকে বধ করিয়াছেন? বিজয় অস্ফুট স্বরে কাঁদিতে লাগিলেন; চক্ষের জলে উপাধান আর্দ্র হইল। ঐরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইল। বিজয় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। সাধারণ ব্যক্তি নিষ্কর্ম্মা হইয়া ক্লেশের সময় অতিবাহিত করিতে পারে। কিন্তু বিজয় এক জন প্রধান ভূম্যধিকারীর পুত্র, তাদৃশ ব্যক্তির অবকাশ নাই। তাঁহাকে সমস্ত দিন বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইল; কেবল রাত্রিকালে অবসর পাইলেন। গত রাত্রে যে ব্যক্তি তাঁহার বিমাতার শয়ন গৃহে ছিল সেই ব্যক্তি আজ রাত্রিতে আবার বিমাতার গৃহে প্রবেশ করে কি না, তাহার অনুসন্ধান জন্য অন্তঃপুরের অনতিদূরে এক বৃক্ষের অন্তঃরালে দণ্ডায়মান রহিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় এক ব্যক্তি অন্তপুরের সমীপে উপস্থিত হইয়া দ্বারে ধীরে ধীরে করাঘাত করিতে লাগিল। তাহার শরীর অসাধারণ দীর্ঘ ও পীবর, অন্ধকার প্রযুক্ত মুখের ভাব ভঙ্গি লক্ষিত হইল না। বিজয় অতি সত্বরে নিকটে আসিয়া তাহাকে ধরিলেন; এই ব্যক্তি সাধ্যানুসারে বিমুক্ত হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিল। বিজয় কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে ভূতল-শায়ী করিলেন। অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছে এ জন্যই হউক, অথবা ভয় প্রযুক্তই হউক এই ব্যক্তি ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল।

বিজয় তাহার বক্ষোপরি বসিয়া কহিলেন "দুর্ব্বৃত্ত! তুই কে?"

সে কোন কথা কহিল না।

বিজয় আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি জন্য এখানে আসিয়াছিস্?"

এ প্রশ্নের ও কোন উত্তর করিল না।

বিজয়ের অন্তঃকরণে ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল; তাহাকে মুষ্ট্যাঘাত ও পদাঘাত করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ বিজয়ের স্কন্ধ দেশে অস্ত্রাঘাত হইল; বিজয় মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন তাঁহার বিমাতা তরবারি হস্তে দণ্ডায়মান আছেন এবং পুনরায় আঘাত করিবার নিমিত্ত উহা উত্তোলন করিতেছেন। বিজয় সেই ব্যক্তিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিমাতার যে হস্তে তরবারি ছিল সেই হস্ত ধরিলেন। দুর্ব্বৃত্তা উহা ছাড়াইতে চেষ্টা করিল।

বিজয় ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন, "আবার অমন করিলে তোমাকে বধ করিতে সঙ্কোচিত হইব না।"

বিজয় বিমাতার হস্ত এমন দৃঢ়রূপে ধরিলেন যে তাহার অত্যন্ত কষ্টবোধ হইতে লাগিল। মনে বড় ভয়ও হইল। দুর্ব্বলা স্ত্রীলোকের ত কথাই নাই; অতীব বলবান পুরুষও অমন হাতে পড়িয়া ভয়ে অভিভূত হয়। এখন চাতুর্য্য মাত্র পরিত্রাণের পথ; কাজে কাজে ছোট কর্ত্রীকে তাহাই অবলম্বন করিতে হইল। একটু বিস্ময়াপন্না হইয়া কহিলেন, "বিজয়! তুমি! চিনিতে পারি নাই, দস্যুজ্ঞান করিয়া আঘাত করিয়া ছিলাম।"

বিজয় তাহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন,

"ছল করেন কেন? সপত্নী পুত্র জানিয়া আঘাত করিয়াছিলেন।"

ইতি মধ্যে বিজয় যে ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া বিমাতাকে ধরিয়া ছিলেন সেই ব্যক্তি তাঁহাকে আক্রমণ করিল। বিজয় উভয় হস্তে বিমাতাকে ধরিয়াছিলেন শত্রু কর্ত্তৃক যে আক্রান্ত হইবেন এমন বিবেচনা করেন নাই সুতরাং অসতর্ক ছিলেন। শত্রু উভয় বাহুদ্বারা গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ভূতলশায়ী করিল এবং ছোট কর্ত্রীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "বিজয়কে আঘাত কর।"

ছোট কর্ত্রী ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন; সপত্নী পুত্রকে আঘাত করিতে সঙ্কোচিত হন নাই; ঐ ব্যক্তি উপরে ছিল বিজয় নিচে ছিলেন একের প্রতি লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়া পাছে অপর আহত হয় এজন্য ইতস্ততঃ করিতে ছিলেন।

আবার সেই ব্যক্তি গম্ভীর স্বরে কহিল, "বিলম্ব করিতেছ কেন? শত্রু জীবিত থাকিলে কল্যাণ নাই।"

তবু ছোট কর্ত্রী স্তম্ভের ন্যায় স্থির ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

সেই ব্যক্তি ক্রোধে অধীর হইয়া কহিল, "অবিশ্বাসিনি! তোর কথায় প্রত্যয় করিয়া এখন আমার মৃত্যু ঘটে; চির প্রসিদ্ধ আছে স্ত্রীজাতি বিপদ কালে প্রবল পক্ষাবলম্বন করিয়া থাকে।"

ছোট কর্ত্রী কাতর স্বরে কহিলেন, "অমন কথা বলিও না, মনে বড় দুঃখ হয়, যাহা করিতে বল, প্রস্তুত আছি।"

"শীঘ্র বিজয়কে আঘাত কর, আমি ইহাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না।"

"আঘাত করি কি প্রকারে? তুমি যে উপরে আছে?"

"তরবারি দিয়া খোঁচা দাও।"

ছোট কর্ত্রী তরবারির তীক্ষ্ণাগ্র ভাগ দ্বারা বিজয়ের পার্শ্ব দেশ আঘাত করিতে লাগিলেন। রক্ত স্রোত নিস্থত হইতে লাগিল। বিজয় দেখিলেন মৃত্যুকাল অতি নিকট; নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ শিখার ন্যায় তাঁহার বলবীর্য্য অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল; সামান্য তৃণের ন্যায় সেই ব্যক্তিকে বক্ষের উপর হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত করিলেন, ছোট কর্ত্রী এক আঘাতে সপত্নী পুত্রের শিরোচ্ছেদ করিবেন এই অভিপ্রায়ে তরবারি উত্তোলন করিতে ছিলেন; মুহূর্ত্ত মধ্যে বিজয় দণ্ডায়মান হইয়া তাহার হস্ত হইতে উহা কাড়িয়া লইলেন। ছোট কর্ত্রী দৌড়িয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক দ্বার রুদ্ধ করিলেন। নতুবা তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু ঘটিত। অপরিচিত পুরুষ ও দৌড়িল; বিজয় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন। সে প্রাণ ভয়ে এত দ্রুতবেগে যাইতে ছিল যে বিজয় আর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারিলেন না। বিশেষতঃ আহত স্থান দিয়া অনবরত রক্তস্রাব হওয়াতে শরীর দুর্ব্বল হইয়া আসিতে ছিল। বিজয় আর দৌড়িতে পারিলেন না, বসিয়া পড়িলেন; বসিয়াও থাকিতে পারিলেন না, ভূতলে শয়ন করিলেন। উভয় চক্ষু মুদিত হইল। বিজয়ের কি নিদ্রাবেশ হইল? এ নিদ্রা যাইবার তউপযুক্ত স্থান নয়?

তবে চক্ষু মুদিত করিলেন কেন। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিস্পন্দ! একি? ছোটকর্ত্রী তোমার কি মনস্কামনা সিদ্ধি হইল।

একাদশ অধ্যায়।

যে আলয়ে শিরোমণি বাস করিতেন তাহার তিনটি প্রকোষ্ট ছিল; মধ্য প্রকোষ্ঠের দ্বীতলোপরি দুইটী কুঠরী পরিষ্কার করিয়া শিরোমণি একটি সৌদামিনীর ও অপরটি বিন্দুর শয়নাগার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন; রন্ধনাদি নীচের ঘরে হইত। যে রাত্রে শিরোমণি বিন্দুকে বধ করিবার উপক্রম করেন সেই রাত্রিতে বিন্দু ঐ শয়ন ঘর পরিত্যাগ পূর্ব্বক নীচের তলায় অবস্থিতি করিলেন। পরদিন প্রাতে বিন্দু সৌদামিনীর শয়ন মন্দিরে গিয়া কহিলেন "সৌদামিনী! কোন এক রমণী তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত নীচে দণ্ডায়মান আছে। তাহাকে কি উপরে লইয়া আসিব?"

সৌদামিনী কৌতূহলাক্রান্তা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সেই রমণী কে?"

বিন্দু উত্তর করিলেন "চিনি না; নাম জিজ্ঞাসা করাতে কহিল, বিধু।"

সৌদামিনীর মুখ পদ্ম প্রফুল্ল হইল; কহিলেন, "বিধুকে

তুমি চিনিলে না? আমার মাতুল আলয়ে আমার মাসতুত ভ্রাতা নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাস করেন স্মরণ হয়?"

বিন্দু কিছুকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন "হয়"।

সৌদামিনী কহিলেন "বিধু তাঁহার স্ত্রী। নবীন বাবু বিধুকে বিবাহ করিয়া আমার মাতুলালয়ে লইয়া যান, বিধু অনেক দিন পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করেন। কিন্তু বিধুর শাশুড়ী তাঁহাকে অত্যন্ত যন্ত্রণা দিতেন এজন্য পিত্রালয়ে আসিয়া বাস করিতেছেন। বিধু আমার বাল্য কালের সহচরী।"

ইতি মধ্যে বিধু তথায় উপস্থিত হইলেন। বিন্দু তাঁহাকে দেখিয়া কুঠরি হইতে অপসৃতা হইলেন।

সৌদামিনীর অন্তঃকরণ আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইল বিধুর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক শয্যায় বসাইলেন। বাহুলতা তাহার গলদেশে সংস্থাপিত করিয়া মধুর স্বরে কহিলেন "সই! আজ যে আমার পরম ভাগ্য।"

বিধু কোন কথা কহিলেন না অথচ প্রেম বাষ্প পরিপূরিত চক্ষুদ্বয় প্রীতি প্রফুল্ল অন্তঃকরণের ভাব ব্যক্ত করিল। বিধুর অঞ্চলে পুষ্প-হার ও কতকগুলি পুষ্প দিল। বিধু হার ছড়াটী সৌদামিনীর কণ্ঠে সংস্থাপিত করিয়া পুষ্প আভরণে তাঁহাকে সজ্জিতা করিতে লাগিলেন; একটী গোলাপ কবরীতে বিন্যস্ত করিলেন; উভয় কর্ণ রক্তোৎপলে সুশোভিত হইল। মল্লিকা পুষ্প মালা সীমন্তে বিন্যস্ত হওয়াতে মুক্তা হারও যেন গঞ্জনা পাইল।

সৌদামিনী সহাস্যবদনে কহিলেন "এ আবার কি ভাব।"

বিধু কহিলেন "এ তোমার বাল্য কালের সেই ভাব; মনে করিয়া দেখ তুমি উদ্যান হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া আনিতে; আমরা উভয়ে উভয়কে পুষ্পে সুশোভিত করিতাম।"

সৌদামিনী কহিলেন "সে এক দিন গিয়াছে; দিন গেলে কি আর ফিরিয়া আসে?"

বিধু—"সে কি? দিন যায় রাত্রি আসে; রাত্রি যায় আবার দিন আসে।"

সৌ—"যে দিন যায় সে দিন আর আসে না।"

বিধু—"তাতে ক্ষতি কি? কাল উদ্যান বৃক্ষলতা ও ফল ফুলে যেমন সুশোভিত ছিল আজও সেইরূপ আছে। কাল নদ নদী কল কল ধ্বনি করিয়া যে ভাবে প্রবাহিত হইতে ছিল আজও সেই ভাবে প্রবাহিত হইতেছে। কাল কোকিল ডালে বসিয়া যেমন স্বরে গান করিতে ছিল আজও সেইরূপ গান করিতেছে; কাল ভ্রমর পদ্মিনীর উপর উপবেশন পূর্ব্বক যেমন মধু পান করিয়া সুখ ভোগ করিতে ছিল আজও সেইরূপ মধু পান করিয়া সুখ ভোগ করিতেছে; তবে আজ কাল ইহাতে প্রভেদ কি?"

সৌ—"শীতকালে উদ্যান শোভা তত মনোহারিণী বোধ হয় না; গ্রীষ্মকালে নদ নদীর প্রবাহ তত প্রবল থাকে না। কোকিল কেবল বসন্ত কালেই গান করিয়া থাকে; হিমাগমে নলিনীর শোভা নষ্ট হয়।"

বিধু—"ঋতু পরিবর্ত্তনে ঐরূপ ঘটিয়া থাকে।"

সৌ—"একবারেই কি উহার পরিবর্ত্তন হয়?"

বিধু—"না; ক্রমে ক্রমে।"

সৌ—"তবে পথে আইস। সেই পরিবর্ত্তন মুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ; অতএব এই মুহূর্ত্ত গত মুহূর্ত্তের ন্যায় নয়। এখন আজ, কাল হইতে কত প্রভেদ বিবেচনা করিয়া দেখ। আমাদের জীবনেরও পরিবর্ত্তন মুহুর্মুহু ঘটিতেছে; জীবনতরী কেবল সময় স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে এমত নহে; ঘটনা স্বরূপ তরঙ্গে উহা আহত হইয়া ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে।"

বিধু—"তুমি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করাতে বড় বড় কথা ব্যবহার কর, উহা আমি বুঝিতে পারি না। তুমি একে পণ্ডিতের স্ত্রী, তাহাতে আবার শিরোমণির সহবাসে আছ কাজে কাজেই তোমার বুদ্ধির দৌড়টা অধিক।"

সৌ—"তোমার স্বামী কি মূর্খ?"

বিধু—"কুলীন ব্রাহ্মণ কখন কি পণ্ডিত হইয়া থাকে?"

সৌ—"আমার স্বামী ও ত কুলীন।"

বিধু—"সে গোবরে পদ্মফুল। ভাল তোমার স্বামী এখন কোথায় আছেন?"

সৌদামিনী ঈষৎ বিরাগ ভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন "তা আমি জানি না।"

বিধু সৌদামিনীর মুখের ভাব ভঙ্গি পর্য্যবেক্ষিত করিয়া সন্দিগ্ধ চিত্ত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন "শিরোমণির সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি?"

সৌদামিনী সহাস্যবদনে কহিলেন "এ আবার কি ভাব।"

বিধু কহিলেন "এ তোমার বাল্য কালের সেই ভাব; মনে করিয়া দেখ তুমি উদ্যান হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া আনিতে; আমরা উভয়ে উভয়কে পুষ্পে সুশোভিত করিতাম।"

সৌদামিনী কহিলেন "সে এক দিন গিয়াছে; দিন গেলে কি আর ফিরিয়া আসে?"

বিধু—"সে কি? দিন যায় রাত্রি আসে; রাত্রি যায় আবার দিন আসে।"

সৌ—"যে দিন যায় সে দিন আর আসে না।"

বিধু—"তাতে ক্ষতি কি? কাল উদ্যান বৃক্ষলতা ও ফল ফুলে যেমন সুশোভিত ছিল আজও সেইরূপ আছে। কাল নদ নদী কল কল ধ্বনি করিয়া যে ভাবে প্রবাহিত হইতে ছিল আজও সেই ভাবে প্রবাহিত হইতেছে। কাল কোকিল ডালে বসিয়া যেমন স্বরে গান করিতে ছিল আজও সেইরূপ গান করিতেছে; কাল ভ্রমর পদ্মিনীর উপর উপবেশন পূর্ব্বক যেমন মধু পান করিয়া সুখ ভোগ করিতে ছিল আজও সেইরূপ মধু পান করিয়া সুখ ভোগ করিতেছে; তবে আজ কাল ইহাতে প্রভেদ কি?"

সৌ—"শীতকালে উদ্যান শোভা তত মনোহারিণী বোধ হয় না; গ্রীষ্মকালে নদ নদীর প্রবাহ তত প্রবল থাকে না। কোকিল কেবল বসন্ত কালেই গান করিয়া থাকে; হিমাগমে নলিনীর শোভা নষ্ট হয়।"

বিধু—"ঋতু পরিবর্ত্তনে ঐরূপ ঘটিয়া থাকে।"

সৌ—"একবারেই কি উহার পরিবর্ত্তন হয়?"

বিধু—"না; ক্রমে ক্রমে।"

সৌ—"তবে পথে আইস। সেই পরিবর্ত্তন মুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ; অতএব এই মুহূর্ত্ত গত মুহূর্ত্তের ন্যায় নয়। এখন আজ, কাল হইতে কত প্রভেদ বিবেচনা করিয়া দেখ। আমাদের জীবনেরও পরিবর্ত্তন মুহুর্ম্মুহু ঘটিতেছে; জীবনতরী কেবল সময় স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে এমত নহে; ঘটনা স্বরূপ তরঙ্গে উহা আহত হইয়া ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে।"

বিধু—"তুমি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করাতে বড় বড় কথা ব্যবহার কর, উহা আমি বুঝিতে পারি না। তুমি একে পণ্ডিতের স্ত্রী, তাহাতে আবার শিরোমণির সহবাসে আছ কাজে কাজেই তোমার বুদ্ধির দৌড়টা অধিক।"

সৌ—"তোমার স্বামী কি মূর্খ?"

বিধু—"কুলীন ব্রাহ্মণ কখন কি পণ্ডিত হইয়া থাকে?"

সৌ—"আমার স্বামী ও ত কুলীন।"

বিধু—"সে গোবরে পদ্মফুল। ভাল তোমার স্বামী এখন কোথায় আছেন?"

সৌদামিনী ঈষৎ বিরাগ ভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন "তা আমি জানি না।"

বিধু সৌদামিনীর মুখের ভাব ভঙ্গি পর্য্যবেক্ষিত করিয়া সন্দিগ্ধ চিত্ত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন "শিরোমণির সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি?"

সৌদামিনী উত্তর করিলেন "মনে মনে বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি কি সম্পর্ক হইতে পারে?"

বিধু—"শিরোমণি তোমার পিস্‌তুত অথবা মাস্‌তুত ভাই হবেন।"

সৌদামিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "ওলো তা নয়; তিনি আমার—"

বিধু সৌদামিনীকে আর কথা কহিতে দিলেন না; কহিলেন "শিরোমণি কি তোমার ধর্ম্ম বাপ?"

সৌদামিনীর মুখ লজ্জায় অবনত হইল; ধীরে ধীরে কহিলেন "দূরহ, হত-ভাগিনি! মুখে যা আইসে তাই বলিস্?"

বিধু—"তবে শিরোমণি তোমার কে হয় স্পষ্ট করিয়া বল না কেন?"

সৌদামিনী সহাস্য বদনে কহিলেন "তিনি আমার পতি হন।"

বিধু সৌদামিনীর স্বামিকে কখন দেখেন নাই; পরম্পরা তাঁহার নাম শুনিয়াছেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন রাঘবচন্দ্র শিরোমণিত তাঁহার নাম নয়; মৃণ্ময়ী নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছেন কেন? যে দিন প্রথম সাক্ষাৎ হয় সেই দিন কেনই বা স্বীয় ললাট আঘাত করিয়া অদৃষ্ট নিন্দা করিয়াছিলেন? কেনই বা শিরোমণির অদর্শনে অত কাতরা হইয়াছিলেন? চরিত্রে দোষ না স্পর্শিলে মৃণ্ময়ীর সদৃশী সদ্বংশ সম্ভূতা রমণী পর-পুরুষ সহবাসে থাকেন এ ত নিতান্ত অসম্ভব?

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বিধুর চক্ষু বাষ্পাকুল হইল, কাতর স্বরে কহিলেন, "মৃণ্ময়ি! তুমি কেন স্বামী ত্যাগ করিলে?"

সৌদামিনী উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন; কহিলেন "তুই কান্দিতেছিস্ কেন? আমি স্বামির আশ্রয়েই আছি।"

বিধু—"শিরোমণি তোমার পতি নন।"

সৌ—"তবে কি উপপতি?"

বিধু—"বোধ হয়।"

সৌ—"তবে তাই হবে।"

বিধু আর এক মুহূর্ত্ত ও সেখানে থাকিলেন না; অতিশয় দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন। সৌদামিনী হাসিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার বদন গম্ভীর হইল; সাংঘাতিক আঘাত জনিত যন্ত্রণাগ্রস্ত ব্যক্তি যেরূপ করুণ স্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া থাকে সেইরূপ আর্ত্তনাদ হঠাৎ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। ঐ আর্ত্তনাদ অধিকক্ষণ ছিল না; বোধ হইল যেন বায়ুর সহিত উহা যেমন ধীরে ধীরে উড়িয়া যাইতেছে তেমনি মন্দীভূত হইতেছে। পরিশেষে বায়ুর সন সন শব্দ বই আর কিছুই শুনা গেল না। ফলতঃ যে দক্ষিণানিলে উহা বহন করিয়া আনিয়াছিল সেই দক্ষিণানিলে উহা বিলীন হইল।

দ্বাদশ অধ্যায়।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে প্রাচীন নগরের কতিপয় পুষ্করিণীর চতুষ্পার্শ্বে অষ্টাধিক শত শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। সেইখানে বিধু ও সৌদামিনীর সহিত পাঠক মহাশয়ের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। আবার পাঠক মহাশয় কে সেই খানে একবার উপস্থিত হইতে হইবে। পাঠক মহাশয়কে মন্দির সকলের অপূর্ব্ব শিল্প চাতুর্য্য ও পারিপাট্য দেখিতে বলি না, স্বর্ণ কলস বিভূষিত উচ্চ চূড়া সমূহে প্রাতঃ সূর্য্যকিরণ পতিত হইয়া যে আশ্চর্য্য শোভা সম্পাদন করিয়াছে তাহাও দেখিতে বলি না; নীলোজ্জ্বল নির্ম্মল গগনমণ্ডল সরসীর স্ফটিক বিনিন্দিত স্বচ্ছ সলিলে যে প্রতিভাত আছে তাহাও দেখিতে বলি না; অথবা উহাতে বিকসিত সরসিজ দামও দেখিতে বলি না; কিন্তু ঐ যে কামিনী যিনি বারম্বার পুষ্করিণীর জলে অঞ্চল ভিজাইয়া একটি মন্দির মধ্যে যাতায়াত করিতেছেন তাহাকে দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। রমণী সুন্দরী, বোধ হয় বিধাতা নির্জ্জনে বসিয়া মনোনিবেশ পূর্ব্বক ইঁহার অনুপম মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য রূপলাবণ্য। কি সুবঙ্কিম ভ্রূ ভঙ্গি! কি আয়ত অক্ষিদ্বয়! কি আশ্চর্য্য মুখশ্রী! দেখিলেই অন্তঃকরণ পরম প্রীতিলাভ করে। ললাট ফলক চন্দ্র রেখার ন্যায় প্রভাময়। নাসিকা ঈষৎ দীর্ঘ অথচ সুগঠিত। মস্তকে কেশ পাশ যেন এক বেণী নিবদ্ধ উহা যে কখন চিরুণী দ্বারা সম্মার্জ্জিত হইয়াছে এমন বোধ হয় না।

অধর সুপক্ক বিম্ব অপেক্ষাও অধিকতর লোহিত বর্ণ অথচ উহা তাম্বুল রাগে রঞ্জিত হয় নাই। গণ্ডস্থল অলক্ত প্রভ, দেখিলেই বোধ হয় যেন সুচিহ্নিত মধুর হাস্য উদ্যম করিতেছে। শরীর অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব অথচ এমন খর্ব্ব নয় যাহাতে সুগঠন সম্পন্ন অঙ্গ সৌষ্ঠবের কোন অংশে হানি হইতে পারে। ফলতঃ কি শয়নে, কি উপবেশনে, কি দণ্ডায়মান অবস্থায় এই রমণীকে আলেখ্য লিখিত ছবির ন্যায় দৃষ্ট হয়। এই তুলনাটী উত্তম হইল না। যে প্রতিকৃতি সৃজন চতুর বিধাতৃ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে তাহার তুলনা কি সামান্য শিল্পি নির্ম্মিত ছবির সহিত সম্ভবে? কখন না। ও মুখ শশীর অমন লাবণ্য, কমনীয়তা এবং মাধুর্য্য কি প্রকারে হইল? অসুরভয়ে দেবগণ কি ওমুখচন্দ্র মণ্ডলে সুধা লুকাইয়া রাখিয়াছেন? অথবা বিধাতা কি অমৃত ভাণ্ডার মন্থন করিয়া উহার সারাংশ দ্বারা কি ও মুখমণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়াছেন? ইঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিমাণ বিশুদ্ধিই প্রকৃত সৌন্দর্য্য। সৌকুমার্য্য অবয়বে, এমন কি প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে লক্ষিত হয়। কি বাহু কি প্রকোষ্ঠ, সকলই পরিমাণ বিশুদ্ধ ও সুকুমার। সুগোল অঙ্গুলি গুলি এক একটী চম্পক কলিকা যেন কর পদ্মের উপর বিন্যস্ত আছে। কটিদেশ সরু কিন্তু এমন সরু নয় যে নাই বলিলেই হইল। বক্ষস্থল উন্নত কিন্তু ভূধরের ন্যায় উন্নত নয়। চরণ যুগল কেমন সুন্দর! তাহা স্বভাবতঃ লোহিত বর্ণ। এখন বারম্বার গমন করাতে বোধ হয় যেন রক্ত-ধারা নিসৃত হইতেছে। আহা! এমন অঙ্গে অলঙ্কার নাই। স্বর্ণ অল-

'ঙ্কারের উজ্জ্বলতা এতদ্রূপ অলৌকিক শরীর কান্তি সমীপে মলিন বিধায় তাহা কি ইনি অঙ্গে ধারণ করেন নাই? অথবা ইনি কি বিধবা? সম্ভব।

হীরক মণিমুক্তা খচিত অলঙ্কার দ্বারা বেশ ভূষা করিয়া সুন্দরী পতির মন রঞ্জন করেন; বিধবার পক্ষে তদ্রূপ বেশ ভূষার প্রয়োজন কি? হিন্দু বিধবারা পার্থিব সুখাভিলাষিণী নন, স্বেচ্ছা পূর্ব্বক শরীরে নানা প্রকার ক্লেশ দেন; দিবান্তে হবিষ্য করেন; স্থূল বস্ত্র পরেন; মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া থাকেন। কি যন্ত্রণা ভোগ। এ দেশের কি কঠিন নিয়ম। হা বিধাতঃ এমন পরম সুন্দরী রমণীকে নিদারুণ বৈধব্য দশা রূপ কারাবাসে দণ্ডিত করিতে তোমার অন্তঃকরণে কি দয়ার আবির্ভাব হয় নাই? অথবা ক্লেশার্ণব বেষ্টিত বৈধব্য-দ্বীপে নির্ব্বাসিত করার দণ্ডাজ্ঞা ইঁহার ললাটে তুমি কি প্রকারে লিখিয়া ছিলে? তখন তোমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হয় নাই? হে বিধাতঃ তোমার লিপি অপরিবর্ত্তনীয়, তাহাই অদৃষ্ট।

রমণী অত্যন্ত কাতরা বোধ হইতেছে; তাইত, নয়ন ধারায় বক্ষস্থল যে আর্দ্র হইয়া যাইতেছে। বারম্বার পুষ্করিণীর জলে অঞ্চল ভিজাইয়া শিব মন্দির মধ্যেই বা কেন যাইতেছেন? প্রাতঃকালেই কি বারি সহকারে নব বিল্বপত্র শিবের মস্তকে দিয়া পুনর্জ্জন্মে অবিধবা হইবেন এই বর প্রার্থনা করিতেছেন? মুখ অত মলিন কেন? বিশেষ কোন কারণ থাকিবে। আচ্ছা এইবার পুষ্করিণীতে আসিতে দাও; উঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মন্দির মধ্যে যাইয়া দেখিতে

হইবে। ঐ দেখ, মন্দিরের দ্বার খুলিয়া আবার আসিতেছেন। এ ত প্রাতঃকাল! গগনমণ্ডলে সূর্য্য উদয় হইয়াছে; সরোবরে পদ্মিনী প্রফুল্ল মুখী! তবে ও মুখপদ্ম অত ম্লান কেন? অন্য দিকে দৃষ্টি নাই; ভূতলে দৃষ্টিপাত করিয়া যেন কি চিন্তা করিতে করিতে আসিতেছেন? পুষ্করিণীর সোপান শ্রেণীতে কেমন সুন্দর রূপে পাদ বিক্ষেপ করিতেছেন? ঐ দেখ জলে আবার অঞ্চল ভিজাইয়া মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন।—

পাঠক! চল চল উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চল মন্দির মধ্যে ব্যাপারটা কি দেখিতে হইবে। উনি যে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র দ্বার আবরণ করিলেন মন্দির মধ্যে এক ব্যক্তি শয়ান আছেন; রমণী নিকটে বসিয়া অঞ্চলের জল তাঁহার অঙ্গে দিতেছেন। অন্ধকার প্রযুক্ত ঐ ব্যক্তির আকৃতি স্পষ্টরূপে দেখা গেল না। উভয়ের কথোপকথনই শোনা যাক্।

"আহত স্থানে আর জল দিতে হইবে না; রক্ত স্রাব বন্ধ হইয়াছে; আপনি আমার জন্য অনেক কষ্ট পাইলেন।"

"মহাশয়! আপনি আমার এবং আমার কনিষ্ট ভ্রাতা যাদবের জীবন রক্ষা করিয়াছেন; অতএব আপনকার নিমিত্ত শরীর পতন হইলেও ক্লেশ বোধ করিব না।"

"যাদব এখনও কি ফিরিয়া আইসে নাই?"

"না, এখনও ফিরিয়া আইসে নাই।"

"বেলা কত?"

" প্রহরেক হইবে। "

" যাদব আমাদের বাটীতে একাকী যাইতে পারিবে? "

" তরলাকে যাদবের সঙ্গে পাঠাইয়াছি। "

" যাদব বিমাতার নিকট এ সংবাদ ত দিবে না? "

" তাহাকে নিষেধ করা গিয়াছে। কেবল দেওয়ানের নিকট সকল কথা প্রকাশ করিতে বলিয়াছি। "

" দেওয়ান বিশ্বাসী চাকর বটে। "

হঠাৎ দ্বার উদ্ঘাটিত হইল এক ব্যক্তি মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন। " " বিজয় বাবু কোথায়? "

আহত ব্যক্তি উত্তর করিলেন, " দেওয়ান! আমি এই খানেই আছি। "

রমণী দেওয়ানকে দেখিয়া শিব মূর্ত্তির পশ্চাৎ ভাগে গিয়া বসিলেন।

দেওয়ান বিজয়ের শরীরে আহত স্থান অবলোকনে হত বুদ্ধি হইলেন।

বিজয় কহিলেন " চিন্তাকুল হইবেন না; আমাকে শীঘ্র এখান হইতে লইয়া চলুন। "

অন্যান্য ভৃত্য সকল মন্দিরে প্রবেশিয়া তাঁহাকে লইয়া চলিল।

বিজয় গমন কালে রমণীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন " ভদ্রে! আমি এখন বিদায় হই। "

রমণী বাষ্পাকুলিত লোচনে কহিলেন " মহাদেব শীঘ্র আপনাকে আরোগ্য করুন। "

বিজয় কহিলেন " আপনি সর্ব্বদা আশীর্ব্বাদ করিবেন। "

রমণী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন কিন্তু কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

দেওয়ান জিজ্ঞাসা করিলেন " ইনি কার কন্যা? "

বিজয় উত্তর দিলেন " নরহরি বাচস্পতির। ইঁহার নাম বিমলা। আমি, বিমলা এবং যাদব অরণ্যে দস্যুদের কারাগারে বন্দী ছিলাম। "

দেওয়ান কহিলেন " ও সব কথা আমি বাচস্পতির মুখে শুনিয়াছি। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আপনাকে সর্ব্বদাই আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। ফলে মহাশয় তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীর, জীবন রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়ে পুত্র কন্যা শোকে মৃতকল্পাবস্থায় ছিলেন। "

বিজয় শিবিকা আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ইহার এক মাস পর এক দিন অপরাহ্নে প্রাচীন নগরের অরণ্য মধ্যে বিমলার সহচরী তরলার সহিত বিজয়ের ভৃত্য কৃত্তিবাসের সাক্ষাৎ হয়। উভয়ে উভয়কে দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইল। কৃত্তিবাসের বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর; শরীর কিছু স্থূল, ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ। চক্ষু মুখ নাসিকা নিন্দনীয় নয়। কৃত্তিবাস সুবিবেচক ও সুরসিক। তরলা ষোড়শী, কৃশাঙ্গী, ও গৌরাঙ্গী; ইহার হস্ত পদের গঠন মন্দ নয়,

মুখশ্রীও আছে। তরলা বাল্যকাল হইতে বিমলার আশ্রয়ে থাকিয়া লেখা পড়া শিক্ষা করেন। কৃত্তিবাস ও সুশিক্ষিত।

তরলা জিজ্ঞাসা করিলেন "কৃত্তিবাস আজ তুমি কোথায় কীর্ত্তি স্তম্ভ সংস্থাপিত করিবে?

কৃত্তিবাস উত্তর করিলেন "তোমার হৃদয় ক্ষেত্রে।"

তরলা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "আমি দখল দিব কেন?"

কৃ—"দখল না দাও সত্ত্ব সাব্যস্ত করিব।"

ত—"এ তোমার পিতার তালুক নয়?"

কৃ—"পিতার বৈবাহিকের কন্যা সম্পত্তি বলিয়া দাওয়া করিব।"

তরলা উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন, কহিলেন "তুমি কোথায় যাইতেছ?"

কৃত্তিবাস কহিলেন "আমি কোথাও যাইতেছি না।"

তরলা—"কোথাও যাইতেছ না? তবে অমন করিয়া আমাকে দেখিতে দেখিতে আমার পানে আসিতেছ কেন?"

কৃ—"তুমি যে আমাকে টানিতেছ।"

ত—"আমি ত তোমার গলায় দড়ি দেই নাই?"

কৃ—"প্রেম ডুরি দিয়াছ। যেমন চুম্বক পাথর লোহ আকর্ষণ করে সেইরূপ তুমি আমার মনকে আকর্ষণ করিতেছ। মন আকৃষ্ট হইলে শরীর আপনা আপনিই চলিয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত মিলন না হয় সে পর্য্যন্ত কিছুতেই এ গতিরোধ হইবে না।"

ত—"আমার মন অমন চঞ্চল হইলে জলে ডুবিয়া মরিতাম।"

কৃ—"মরিবার নিমিত্তই আমার মন তোমার যৌবন সাগরে ঝাপ দিয়াছে।"

ত—"এখনও ত বাঁচিয়া আছে।"

কৃ—"যদি তোমার যৌবন সাগরে ঐ দুইটী গিরি ভাসমান না থাকিত তাহা হইলে তোমার প্রণয় নীরে মগ্ন হইবা মাত্র হতাশ হইয়া এ জীবন ধ্বংস হইত। আমি ডুবিয়া ডুবিয়াও ঐ দুইটি ভূধর ধরিবার মানসে অগ্রসর হইতেছি। এই দেখ উভয় হস্ত প্রসারিত করিতেছি এখন ধরিতে পারিলেই রক্ষা পাই।"

ত—"মর! দূর হও, হতভাগা! হাত বারাইস কেন? বুদ্ধির কি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে?"

কৃ—"মরণ কালে কার বুদ্ধি ঠিক থাকে?"

রসিক চূড়ামণি কৃত্তিবাস রসভাণ্ডার পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া রসিকতার চূড়ান্ত করিবেন এমত তাহার অভিপ্রায় ছিল না; থাকিলেও তরলা অত দূর পর্য্যন্ত রসিকতা করিতে দিবেন কেন? তরলা হাসিতে হাসিতে কিছু দূরে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তদবলোকনে কৃত্তিবাস যেন জীবনাশয়ে হতাশ হইলেন। ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা বিমুগ্ধবৎ নিস্পন্দ কলেবর হইয়া অনিমিষ নয়নে তরলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন।

তরলা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "তুই অমন করিয়া চেয়ে রইলি যে, আমাকে গ্রাস করিবি না কি?"

কৃত্তিবাস দুঃখিত অন্তঃকরণের সহিত কহিলেন "যদি চক্ষু বদন হইত ; রস আস্বাদন করা দৃষ্টি করার ন্যায় সহজ কার্য্য হইত, তাহা হইলে সুপক্ক রসাল সদৃশ রসপূর্ণ ঐ গণ্ড স্থল ও অধরের রস আস্বাদন করিয়া এতক্ষণ কত সুখ ভোগ করিতাম।"

ত—"কাককে পাকা আঁবের রসাস্বাদন করিতে দিব কেন? হাতে তীরধনু লইয়া তাড়াইয়া দিব।"

কৃ—"তোমার কটাক্ষ শর সন্ধান দেখিয়াও এ কাক ত পালাইতেছে না ; বরং ঐ শরে হৃদয় বিদ্ধ হওয়াতে আরও নিকটবর্ত্তী হইতেছে।"

ত—"ফাঁদ পাতিলে উপায় কি?"

কৃ—"আপনা আপনি আসিয়া ফাঁদে পড়িব আর ধরা দিব।"

ত—"যদি ডানা ভাঙ্গিয়া দি।"

কৃ—"উড়িতে পারিব না ;—উড়িতে না পারিলেই পোষ মানে।"

ত—"কাক কি কখন পোষ মানে?"

কৃ—"না মানে হৃদয় পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখ।"

ত—চক্ষু কর্ণ থাকিতে ত কেহ কখন কাক পুষিবে না, তুই এখন উড়ে যা, আমি আমার কাজে যাই।"

কৃ—আমি যাব না, অন্ততঃ একবার ঐ পাকা আঁবে ঠোকর মারিব।"

ত—"এ আঁব না ; তোর পক্ষে বেল। বেল পাকলে কাকের কি?"

কৃত্তিবাস উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন ; কহিলেন, "ডালে বসে বেলই ঠোকর মারব।"

ত—"ঠোঁট ভাঙ্গিয়া যাবে।"

কৃ—"বেল দেখ্‌তে দোষ কি?"

ত—"না ভাই, অমন করিয়া চেয়ে দেখা আমার কাছে ভাল বোধ হয় না ; মুখে হাস্য কৌতুক কর সে ভাল।"

কৃ—"আচ্ছা ভাই ; তাই করব। এখন যাবে কোথায়?"

ত—"তোমার মনিব বাটীতে যাব। মা ঠাকুরাণী, ঠাকুরাণ দিদিকে আনিতে বলিলেন ; এখন ত বিজয় বাবু আরোগ্য হইয়াছেন আর ওখানে থাকিয়া কাজ কি?"

কৃ—"তোমার ঠাকুরাণ দিদী আমাকে বেহারা ডাকিয়া আনিতে পাঠাইয়াছেন, তাঁহাকে বলিও আমি শীঘ্রই বেহারা সঙ্গে করিয়া আসিতেছি।"

এই বলিয়া কৃত্তিবাস প্রস্থান করিলেন। তরলা ও আনন্দ নগরের জমিদারের আলয়াভিমুখে গমন করিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

অত্যুচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত এক মনোহর উদ্যান মধ্যে নর-হরি বাচস্পতির আলয় ছিল। উহার অন্তঃপুরের দিকে এক প্রশস্ত সরোবর। সরোবরের উত্তর দিকে পুষ্পোদ্যান অপর তিন দিকে নানাজাতীয় বৃক্ষরাজি পরিশোভিত ছিল। এক দিন অপরাহ্ণে বিধু এই পুষ্পোদ্যান মধ্যে পদচারণ করিতে করিতে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চার করিয়া বিকশিত কুসুম

স্তবকের সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। বিমলাও তথায় ছিলেন কিন্তু তিনি বিধুর ন্যায় পদচারণ অথবা ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চারণও করিতে ছিলেন না; নিস্পন্দ শরীরে এক চম্পকবৃক্ষমূলে উপবিষ্টা ছিলেন। বিমলা কি স্বভাবের মনোহারিণী শোভা নিরীক্ষণ করিয়া বিমোহিতা হইয়াছেন? উচ্চ বৃক্ষ সমূহের শাখাপল্লবাদি দিনান্তের মৃদুপ্রভ প্রভাকরের কোমল করজালে যে চিত্তসুখপ্রদ শোভা ধারণ করিয়াছে তাহাই কি তিনি মনোনিবেশ পূর্ব্বক অবলোকন করিতেছেন? ঐ স্বচ্ছ সলিল সরোবরে নানাবর্ণ রঞ্জিত গগণ মণ্ডল এবং উদ্যানের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ কি বিমুগ্ধ হইয়াছে? না। বিমলা কোন বাহ্যবস্তু দেখিতেছেন না। তবে কি তাঁহার হৃদয়-সরোবরে স্বভাব প্রতিমূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে? ইহাও অসম্ভব। তবে বিমলা মনশ্চক্ষে কি দেখিতেছেন? বিজয়ের মোহিনীমূর্ত্তি? বিজয়ের মনোহারিণীমূর্ত্তি কি তাঁহার চিত্রপটে চিত্রিত হইয়াছে? সম্ভব।

বিধু বিমলার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "বিমলে! দেখ দেখ! ঐ প্রস্ফুটিত গোলাব ফুলটি কেমন সুন্দর! দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে একরূপ আশ্চর্য্য ভাবোদয় হইল; উহা তোমার অনুপম রূপ সম্পন্ন নবযৌবন সদৃশ। আজ এই উদ্যানে বিকসিত আছে, কাল ঝরিয়া পড়িবে। উহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া অথবা সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া কেহ বিমোহিত হইল না। এ বড় খেদের বিষয়।"

বিমলা এই কথার কোন উত্তর দিলেন না। বিধু দেখিলেন বিমলা কি যেন চিন্তা করিতেছেন; উচ্চরবে কহিলেন, "বিমলে! এত চিন্তা করিতেছ কেন? হৃদয়পদ্মে চিন্তাকীট প্রবিষ্ট হইতে দিও না। চিন্তাকীট কেবল হৃদয়কমলের কোমলদল কাটে এমত নহে হৃদয়পদ্মের মৃণাল সঞ্চালিত রসও শোষণ করিয়া থাকে।"

এই কথা শুনিয়া বিমলার চিন্তা ভঙ্গ হইল; বিষণ্ণবদনে কহিলেন, "চিন্তাকীট প্রবিষ্ট হইতে দিই কই; উহা হৃদ্‌পদ্মে আপনা আপনি জন্মিয়া থাকে।"

অকস্মাৎ বিজয় লতামণ্ডপ হইতে নির্গত হইয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বিধু ও বিমলা তাঁহাকে দেখিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন।

বিধু জিজ্ঞাসা করিলেন "বিজয়! উত্তমরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছ?"

বিজয় উত্তর করিলেন "বিমলার শুশ্রূষায় আরোগ্য লাভ করিয়াছি। এ উপকার কখন পরিশোধ করিতে পারিব না।"

বিধু ছোটকর্ত্রীর ভ্রাতুষ্পুত্রী, পূর্ব্ব হইতেই বিজয়ের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল। বিধু একটি গোলাপ ফুল চয়ন করিয়া বিজয়ের হস্তে দিলেন। বিজয় বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে উহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে পুষ্পই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পরমেশ্বরের কি আশ্চর্য্য নির্ম্মাণ কৌশল! কি অসীম শক্তি! মৃত্তিকা, বায়ু ও সূর্য্য কিরণে এই অতীব সুন্দর কুসুম রচিত হইয়াছে অথচ তাহাতে এমন সুকোমলতা, নয়ন তৃপ্তিকর মনোহর বর্ণ, সুচারুগঠন এবং আমোদ-

জনক সুগন্ধ পরিপূর্ণ পরিমল কি প্রকারে হইল? ইহার রহস্য তত্ত্বানুসন্ধান মানববুদ্ধির অগম্য। এটী ত পুষ্প, দেখিলেই অন্তঃকরণ বিমোহিত হয়। কিন্তু একটি গলিত বৃক্ষপত্র জ্ঞানচক্ষে পর্য্যবেক্ষিত হইলেও সৃষ্টিকর্ত্তার মহীয়সী শক্তির পরিচয় দিবে। ঐ গোলাপ ফুলটি দেখিয়া বিজয়ের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইবে বিচিত্র কি?

বিজয় কহিলেন "এই পুষ্পটি কেমন সুন্দর।"

বিধু কহিলেন "সুন্দর বটে, দেখিলে অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয় কিন্তু উহা প্রস্ফুটিত হইয়া একদিন বই থাকে না।"

বিজয় ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "আবার উহার অলৌকিক সৌন্দর্য্যের আতিশয্য দেখিয়া অথবা সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া কেহ বিমোহিত হইল না এ বড় খেদের বিষয়।"

বিধু কহিলেন "আমি অন্যায় কথা বলি নাই; নিদারুণ বিধির এ অন্যায় বিচার নয়? যে কুসুম সৌরভে গৃহ আমোদিত হইত, যাহার অনুপম সৌন্দর্য্য সর্ব্বত্র উজ্জ্বল করিত, সেই কুসুম নির্জ্জনে শুষ্ক হইবে একি সাধারণ খেদের বিষয়?"

বিমলা সজলনয়নে কহিলেন "বিধাতাকে নিন্দা করা অন্যায় বরং কুসুমের অদৃষ্ট নিন্দা কর।"

বিধু—"আমি কুসুমের অদৃষ্ট নিন্দা করিতে চাই না।"

বিমলা—"তবে নিন্দার ভাজন হবে কে?"

বিধু—"দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি গল্প বলি শুন। কোন ব্যক্তি উদ্যান মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন; একটি কুসুম হৃদয়ে

সংস্থাপিত করিবার নিমিত্ত উহা হস্তে গ্রহণ করিলেন। অকস্মাৎ কাল সর্প তাঁহাকে দংশন করাতে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল। কুসুম হস্তচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হইল; তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া সেই হতভাগার চক্ষুর সার্থক্য আর হইল না। পুষ্পের সৌরভ পুষ্পেই বিলীন হইতে লাগিল; এক্ষণে সেই ব্যক্তির কি কুসুমের কাহার অদৃষ্ট নিন্দা করিব?"

বিমলার চক্ষু বাষ্পাকুল হইল।

বিজয়—"সৌরভ কখন বিলীন হয় না। মলয় মারুত দ্বারা উহা বাহিত হইয়া ধরাতল আমোদিত করে; এবং স্বর্গে দেবলোকের আনন্দ জন্মায়। পুষ্প দেব চক্ষুর প্রীতিকর তজ্জন্যই উহার সৃষ্টি।"

বিধু—"যাহার পাদ পদ্মে উহা অর্পিত হয় তিনিই যদি চির কালের জন্য উহা পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্তর্দ্ধান হইলেন; তবে দেবলোক ও নরলোক প্রসন্ন লোচনে উহা দেখিলে লাভ কি। যে সূর্য্য কিরণে ঐ কুসুম সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিল সেই সূর্য্য কিরণেই এক্ষণ উহা শুষ্ক হইবে। যে মলয়ানিল উহার সৌরভ সর্ব্বত্র প্রচার করে তাহারই সংস্পর্শে উহার দল ঝরিয়া পড়িবে। বিপদ কালে অনুকূল পদার্থও প্রতিকূল হয়। শরীরের শোণিতও বিকৃত হইয়া প্রাণধ্বংস করিয়া থাকে।"

বিজয়—"কুসুমটি নষ্ট হইলেও উহার সৌরভ কখন নষ্ট হইবে না। ত্রেতাযুগে নির্দ্দয় রাম যে কুসুমটি বক্ষঃস্থল চ্যুত করিয়া অরণ্যে নিক্ষিপ্ত করেন সেই কুসুমও শুষ্ক হইয়া

করালকাল কবলিত হয় বটে, কিন্তু তাহার সৌরভ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে এবং চিরকাল থাকিবে।”

রজনী সমাগত হইল। বিজয় ও বিধু প্রস্থান করিলেন। এখনও জগন্মণ্ডল সম্পূর্ণ রূপে অন্ধকার আচ্ছন্ন হয় নাই। এখন পুষ্পোদ্যানে কুসুম শোভা বিলুপ্ত হয় নাই; উহা বিলুপ্ত হইবার পূর্ব্বেই নৈশ গগণাঙ্গনে নক্ষত্র এক একটি করিয়া কুসুমের ন্যায় বিকসিত হইতে লাগিল। দিবা ভাগে বিমলা কায়মনোবাক্যের সহিত যে সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি পরমেশ্বর উদ্দেশে অর্পণ করিয়াছেন তাহাই কি ভক্তি বলে উত্থিত হইয়া তাঁহার পবিত্র পাদপীঠে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল? অথবা দেবগণ কি পরমেশ্বরের সিংহাসন স্বরূপ নভোমণ্ডল উজ্জ্বল হীরকখণ্ড দ্বারা ক্রমে ক্রমে সুসজ্জীভূত করিতে লাগিলেন? ফলে নির্ম্মল গগণ মণ্ডল নক্ষত্র বিভূষিত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিল। বিমলা তাহা নিরীক্ষণ করিয়া বিমোহিত হইলেন। রাত্রিকালে উদ্যানের দ্বার খোলা রাখা উচিত নয় বিবেচনা করিয়া বিমলা উহার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং বদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। হঠাৎ কে যেন উহাতে ধাক্কাদিল, কপাট আঘাতে বিমলা যেমন ভূতলে পড়িলেন অমনি এক ব্যক্তি তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া দ্রুত বেগে গমন করিল। বিমলা সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াও বিমুক্ত হইতে পারিলেন না। উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। দৌরাত্ম্যকারী অধিক দূর যাইতে না যাইতেই দেখিল এক ব্যক্তি তদ্দিকে বায়ুবেগে আসিতেছেন। অতএব বিমলাকে ভূতলে নিক্ষিপ্ত করিয়া পলায়ন করিল।

বিমলা মৃত্তিকার প্রতিঘাতে আহত হইলেন। ইতি মধ্যে যে ব্যক্তি তাঁহার চীৎকার শুনিয়া আসিতেছিলেন সেই ব্যক্তি তথায় আসিয়া তাঁহাকে ভূতল শায়িনী দেখিয়া সেই দুরাত্মার অনুসরণে নিরত্ত হইলেন। আস্তেব্যস্তে বিমলাকে ভূতল হইতে ধরিয়া তুলিলেন। বিমলা দেখিলেন তাঁহার বিপদ কালের বান্ধব বিজয়! বিজয়ই এ বিপদ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। লজ্জা প্রযুক্তই হউক অথবা অন্তঃকরণে আনন্দ লহরী আন্দোলিত হইতে ছিল এজন্যই হউক বিমলা কোন কথা কহিতে পারিলেন না। যখন বিজয় তাঁহাকে উদ্যান দ্বার পর্য্যন্ত রাখিয়া বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিলেন তখনও বিমলা কোন কথা কহিতে পারিলেন না। কেবল সজল নয়নে বিজয়ের বদন নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন। বিমলা দ্বার রুদ্ধ করিয়া উদ্যান মধ্যে উন্মাদিনীর ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, নয়ন জলে বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত হইল। বিমলা রোদন করিতেছেন কেন? কেনই বা তাঁহাকে এত ব্যাকুলা দৃষ্ট হয়? বিমলার অন্তঃকরণে কি প্রেমের আবির্ভাব হইল?

প্রেমাবির্ভাবে প্রণয়িনীর অন্তঃকরণ প্রণয়ীর নিমিত্ত উন্মত্ত হয়; কর্ণ তাহার গুণ কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে নিতান্ত সমোৎসুক; চক্ষু যে দিকে দৃষ্টিপাত করে সেই দিকে তাহাকে দেখিতে পায়—কল্পনা প্রণয়ীর মোহিনী মূর্ত্তি মনশ্চক্ষু সম্মুখে রচনা করে অথবা তাহার নিরুপম ছবি নয়ন মণিতে চিত্রিত হয় নতুবা জলে স্থলে গগণ মণ্ডলে যে খানে দৃষ্টি সঞ্চার হয় সেই খানে তাহাকে বই আর কিছু

দেখিতে পায় না কেন? প্রেমাবির্ভাবে প্রণয়িনীর মন প্রণয়ীর নিমিত্ত অস্থির হয়, অন্য বিষয়ে অনুধাবনা থাকে না, অন্য কথা ভাল বোধ হয় না, অন্য কর্ম্ম বিষতুল্য জ্ঞান হয়। এতদ্রূপ প্রেম কি বিমলার পবিত্রান্তঃকরণে আবির্ভূত হইল? সে কি? বিমলা যে বিধবা? সাধ্বী? যাহা দেবতার আরাধ্য বস্তু তাহা বিমলার নির্ম্মলান্তঃকরণে প্রতিষ্ঠিত হইলে দোষ কি?

বিমলার অন্তঃকরণে যেন অগ্নি শিখা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; কেন এরূপ হইল তাহার কারণ তিনি নিজেই বুঝিতে পারিলেন না। এই অগ্নি শিখা বিশুদ্ধ প্রণয় জনিত হউক অথবা বন্ধুত্ব জনিত হউক, যে কারণেই ইহার উৎপত্তি হউক না কেন, কোন মন্দ অভিলাষ উত্তেজিত করে নাই। প্রেম পাবকে হৃদয় পবিত্র হয়। নয়ন ধারাভিষিক্ত সুগন্ধ অভিলাষ পুষ্প যত দিবে ততই উহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে এমন কি স্বর্গ পর্য্যন্ত উহার শিখা স্পর্শ করিবে। এই হোমে সিদ্ধকাম হওয়া যায় না?

বিমলা উদ্যান মধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন, হঠাৎ পুষ্প বৃক্ষের কণ্টকে তাঁহার বস্ত্র আবৃত হইল, তিনি অতি কষ্টে কণ্টক হইতে বস্ত্র বিমুক্ত করিলেন। ফুলের গাছেও কাঁটা আছে এবং উহার নিচে সর্প বাস করে। বিমলে! সাবধান। যদি বিপদ কণ্টকে উৎপাত জ্ঞান হয়, কালসর্প দেখিয়া ভয় কর, তবে প্রেম উদ্যানে প্রবেশ করিও না। বিমলে! সাবধান।

বিজয় বিধুকে আলয়ে রাখিয়া প্রতি গমন করিবার সময় বিমলার চীৎকার ধ্বনি শুনিয়া তথায় উপস্থিত হন এবং

সেই দৌরাত্ম্যকারীর হস্ত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করেন। তিনি বিমলার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া নিজ আলয় অভিমুখে গমন করিবার সময় উচ্ছিন্ন নগর মধ্যে এক অদ্ভুত সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বিজয় সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?"

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন "যে সন্ন্যাসী চন্দ্রপুর গ্রামে তোমার নিকট প্রতিশ্রুত হয় যে তোমার পিতার কোন সন্ধান পাইলে তোমাকে অবগত করিবে আমি সেই সন্ন্যাসী।"

বিজয় আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "পিতার কোন সন্ধান পাইয়াছেন।"

সন্ন্যাসী কহিলেন "পাইয়াছি। তোমার পিতা সন্ন্যাস ধর্ম্ম-গ্রহণ করিয়াছেন।"

বিজয় সজল নয়নে কহিলেন "পিতা এখন কোথায় আছেন?"

সন্ন্যাসী—"চন্দ্রপুর।"

বিজয়—"চন্দ্রপুর গমন করিলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে?"

সন্ন্যাসী—"সাক্ষাৎ হইবে। তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তিনি তোমাকে এই পত্র দিয়াছেন।"

এই বলিয়া সন্ন্যাসী বিজয়ের হস্তে পত্র দিলেন। চিত্ত চাঞ্চল্য প্রযুক্তই হউক অথবা অন্য কারণেই হউক বিজয়ের শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। পত্র হস্ত হইতে ভূতলে পতিত হইল। শরীর অবনত করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা পত্র

তুলিয়া লইলেন ; দেখিলেন, সন্ন্যাসী নাই। বিজয় বিস্ময়া-
বিষ্ট হইলেন ; ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া স্মরণ হইল, ঐ সন্ন্যাসী
সর্ব্বদা তাঁহার পিতার নিকট যাতায়াত করিতেন। উনিই
চন্দ্রপুর গ্রামে যাইয়া তাঁহার পিতার নিরুদ্দেশ ও মাতার
মৃত্যু সংবাদ দিয়াছিলেন। বিজয় প্রাচীন নগর মধ্য দিয়া
দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলেন। পত্রের মর্ম্ম অবগত
হইবার নিমিত্ত তাঁহার অন্তঃকরণ অস্থির হইল। অন্ধকার
রাত্রি ; আলয়ে উপস্থিত না হইলে উহা কি প্রকারে পাঠ
করিবেন ? অকস্মাৎ সম্মুখে একটি প্রাচীন ইষ্টকালয়ে দীপ
জ্বলিতেছে দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যেখানে
কখন মনুষ্য বাস করে না সেখানে দীপ জ্বলিতেছে কেন ?
তদ্বিষয় বিজয় কিঞ্চিন্মাত্রও বিবেচনা করিলেন না। বিশে-
ষতঃ যে কক্ষ্যায় দীপ জ্বলিতেছিল তাহার পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষ্যায়
কতকগুলি অস্ত্রধারী লোক ছিল তাহাদিগকে বিজয় দেখিয়াও
দেখিলেন না। দীপের সমীপে উপবেশন করিয়া পত্র
পাঠ করিতে লাগিলেন।

কল্যাণ বরেষু—

" বিজয় ! আমি সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া
সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছি এবং তীর্থ পর্য্যটন করিতেছি।
শ্রীক্ষেত্রধাম হইতে কাশীধামে যাইবার সময় চন্দ্রপুর উপ-
স্থিত হওয়াতে জন্মভূমি দর্শনে আমার অন্তঃকরণ মহামায়ার
মায়াজালে আবদ্ধ হইল। যে সংসার আশ্রম অকিঞ্চিৎকর
প্রপঞ্চময় জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করি, সেই সংসার আশ্রম
আবার সুখধাম বলিয়া প্রতীতি জন্মিল। জন্মভূমির কি

মোহিনী শক্তি ! বিজয় ! তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত আমার
অন্তঃকরণ অত্যন্ত কাতর হইয়াছে। অতএব তুমি সত্বর
এখানে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।"

আশীর্ব্বাদক শ্রীরাজেন্দ্রলাল দেবশর্ম্মণঃ।

বিজয় পত্র পাঠ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন চক্ষের
জলে তাঁহার বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত হইল। ঐ পত্র কোন
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের লেখা ; কিন্তু তাঁহার পিতার স্বাক্ষরিত।
দেশদেশান্তর লোক পাঠাইয়া এবং কত অন্বেষণ করিয়া
পিতার কোন সন্ধান প্রাপ্ত হন নাই অকস্মাৎ তাঁহার পত্র
পাইয়া বিজয়ের অন্তঃকরণ বিমুগ্ধ হইবে বিচিত্র কি ? অন্তঃ-
করণে অপরিমিত সুখোদয় হইলেও জ্ঞান হত হয়। বিজয়
হতজ্ঞান হইয়া চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় উপবিষ্ট রহি-
লেন। দীপ নির্ব্বাপিত হইল, তাহাও তিনি জানিতে
পারিলেন না। ঐ পত্র দ্বারা একটি ভয়ানক ষড়যন্ত্রের
সূত্রপাত হইল, ঋজুস্বভাব বিজয় তাহা বুঝিতে পারিলেন
না। ছোট কর্ত্রী ও শিরোমণির দুরভিসন্ধিতে প্রবিষ্ট হয়
কার সাধ্য ? তাহাতে ক্রূর মনুষ্যও হতবুদ্ধি হয়। যে
কুঠরীতে বিজয় উপবিষ্ট ছিলেন সেই সন্ন্যাসী বহির্দ্দিক
হইতে উহার দ্বার রুদ্ধ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষ্যামধ্যে গিয়া
অস্ত্রধারী ব্যক্তিগণকে কহিলেন " সিংহ পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া-
ছেন ; এক্ষণে তোমরা তাঁহাকে বধ করিবার উদ্যোগ কর।
আমি শীঘ্রই প্রত্যাগত হইব। এই বলিয়া তিনি প্রস্থান
করিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

সন্ন্যাসী অথবা ছদ্মবেশধারী সন্ন্যাসী এই আলয় হইতে নির্গত হইয়া অরণ্য প্রবেশ করিলেন। অন্ধকার রাত্রি, দুর্গম পথ এবং ঘন সংনিবিষ্ট বৃক্ষাদিও তাঁহার দ্রুত গমনের ব্যাঘাত জন্মাইল না। বোধ হয় তিনি এমন স্থান দিয়া রাত্রি-কালে সর্ব্বদা যাতায়াত করেন নতুবা অনবগত ব্যক্তির পক্ষে এ গন্তব্য পথ নয়। অরণ্য উত্তীর্ণ হইলে পর সন্ন্যাসী বিন্দুর শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিয়া করজোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন। বিন্দু হস্তোপরি কপোল দেশ সংস্থাপিত করিয়া দীপালোক সম্মুখে উপবিষ্টা ছিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণ যে চিন্তা সাগরে নিমগ্ন তাহা বদন দেখিলেই প্রতীয়মান হয়। মুখে আর সেরূপ হাসি নাই; বদন প্রভা আর সে রূপ প্রোজ্জ্বল নাই; প্রত্যুত মুখে কালিমা পড়িয়াছে। বিন্দুর ত অধিক বয়স হয় নাই? তবে রূপ লাবণ্য হ্রাস হইল কেন? বিন্দুর অন্তঃকরণ, দ্বেষানলে দগ্ধ হইতে ছিল এজন্য তাঁহার শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। সন্ন্যাসীর প্রতি দৃষ্টিপাত হইবা মাত্র বিন্দু অমনি ফিরিয়া বসিলেন সন্ন্যাসী হস্ত দ্বারা বিন্দুর পদদ্বয় ধারণ করিলেন। বিন্দু ঈষৎ হাস্য করিলেন; এ হাসি সরল হাসি নয়! শত্রু পরাজিত কি বিপদ গ্রস্ত হইলে, মুখে এইরূপ হাসি আইসে। সন্ন্যাসী স্বীয় মস্তক বিন্দুর পদে অবনত করিলেন।

বিন্দু আবার ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "তোমার রঙ্গ দেখিয়া আর বাঁচি না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন "শ্রীকৃষ্ণ রাধার মান ভঙ্গ জন্য যোগী হন আমি তোমার মান ভঙ্গ জন্য সন্ন্যাসী হইয়াছি। মানিনি! আমাকে মান ভিক্ষা দাও।"

বিন্দু—"আমি কাহার ও উপর মান করিনাই।"

সন্ন্যাসী—"চন্দ্রাননে! তোমার সোণার বর্ণ বিবর্ণ হইল কেন?"

বিন্দু—"নন্দের নন্দন গোপাল মথুরায় গিয়া রাজা হইলে বৃকভানু নন্দিনী শ্রীমতীর স্বর্ণাঙ্গ যেমন বিরহানলে কৃষ্ণবর্ণ হয় আমারও সেই রূপ বিরহানলে বর্ণ বিবর্ণ হইয়াছ।"

সন্ন্যাসী—"আমিত বৃন্দাবন পরিত্যাগ করি নাই?"

বিন্দু—"আজ কাল মথুরায় গিয়া কুব্জার প্রাণেশ্বর হইয়াছে।

সন্ন্যাসী—"কুব্জা আবার কে?"

বিন্দু—"ছোট কর্ত্রী।"

সন্ন্যাসী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন, কহিলেন "মথুরাধিপতি কংস ত বধ হয় নাই।"

বিন্দু—"তিনি কারারুদ্ধ আছেন। মনে করিলেই বধ করিতে পার। বধ কর সেও ভাল; অত যন্ত্রণা দেওয়া উচিত হয় না।"

সন্ন্যাসী—"একবারে শত্রুর শিরশ্ছেদন করিলে তাহাকেত দণ্ড দেওয়া হইল না বরং মনুষ্য জন্মের অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ হইতে মুক্ত করা হইল। যন্ত্রণানল, তুষানলের ন্যায় ধীরে ধীরে শরীর দাহ করিবে অথচ উহাতে অভিভূত হইয়া,

সে অচৈতন্য হইবে না। প্রাণ পক্ষী যন্ত্রণার আধিক্যে ছটফট করিবে এবং বহুকাল পর্য্যন্ত এইরূপ ক্লেশ ভোগ করিয়া অবশেষে যন্ত্রণানল-দগ্ধ-দেহ-পিঞ্জর হইতে স্বতঃ বহির্গত হইবে। তখনই প্রকৃত বৈরনির্য্যাতন হইবে।"

বিন্দু কহিলেন "শিরোমণি! তুমি ভয়ানক ব্যক্তি!"

শিরোমণি ছদ্মবেশধারী সন্ন্যাসী।

শিরোমণি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছি?"

বিন্দু উত্তর করিলেন "আমাকে চিরকালের জন্য অসুখী করিয়াছ।"

শিরোমণি ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "কোন্ সময় যে তোমার মনের গতি কি প্রকার থাকে তাহা বোঝা যায় না।"

শিরোমণি বিন্দুকে আলিঙ্গন করিবার উপক্রম করিলেন, বিন্দু ক্রোধে অধীরা হইয়া একখানা ছুরিকা হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন "দুরাত্মন্! যদি আমাকে স্পর্শ করিস্ তাহা হইলে এই ছুরিকা দ্বারা আত্মহত্যা করিব।"

শিরোমণি দেখিলেন গতিকটা ভাল নয় অতএব ছোট কর্ত্রীর নিকট যাইবার মানস করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

বিন্দু দ্বাররুদ্ধ করিয়া শয্যায় শয়ন পূর্ব্বক মনে মনে কহিতে লাগিল 'আমি কলুষ কর্দ্দমে মগ্ন হইয়াছি। পাপকুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বও পঙ্কিলময়। উঠিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিলেও পদস্খলন হইয়া আবার উহাতে পতিত হই। আ! শত্রু!

তুমিও দণ্ডায়মান আছ? কষ্টে সৃষ্টে উঠিলেও আবার ফেলিয়া দিবে এই তোমার অভিপ্রায়। পাপকুণ্ড কি ভয়ঙ্কর! কি অন্ধকারময়! জ্ঞান! কিরণ প্রদান কর; ধর্ম্ম! যষ্টি স্বরূপ হও, তোমাকে অবলম্বন পূর্ব্বক উহা হইতে উঠি।"

বিন্দু এইরূপ অনুতাপ করিতে লাগিলেন চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। হঠাৎ একব্যক্তি গবাক্ষ-দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক হস্ত প্রবিষ্ট করিয়া খট্টার উপর এক-খানি পত্র নিক্ষিপ্ত করিল বিন্দু ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ঐ পত্র পাঠ করিলেন এবং দীপ আলোকে উহা দগ্ধ করিয়া দীপ নির্ব্বাপিত করিলেন। গৃহ হইতে বাহির হইয়া ধীরে ধীরে ডাকিতে লাগিলেন "প্রাণবল্লভ! ও প্রাণ বল্লভ!"

কেহ উত্তর দিল না। কিন্তু এক ব্যক্তি গৃহের পশ্চাৎ-দিক হইতে আসিয়া অনতিদূরে দণ্ডায়মান রহিল, অন্ধকার প্রযুক্ত বিন্দু তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। বিন্দু পুষ্ক-রিণীর তীরে উপস্থিত হইয়া আবার ডাকিলেন "প্রাণ বল্লভ!"

এবারও কেহ উত্তর দিল না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল।

বিন্দু অরণ্য প্রবেশ করিয়া দ্রুতপদে গমন করিতে লাগি-লেন। অনুসরণকারী পশ্চাৎদিক হইতে তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ করিল। অঙ্কুশাহতা হস্তিনীর ন্যায় বিন্দু ফিরিলেন, বিস্ময়াবিষ্টা হইয়া কহিলেন "বিজয়?"

"বিজয় নই।"

"প্রাণবল্লভ?"

"তোমার প্রাণবল্লভ।"

"আমার প্রাণবল্লভ! এত উচ্চ আশা কার!"

"প্রেম ফাঁস গলে দিয়া প্রাণ নাশ যার।"

"এ ভারত ভূমে কোন সময় আবার দ্বিতীয় কবিচোরের আবির্ভাব হইল?"

সেই ব্যক্তি বিন্দুর শরীরে হস্তার্পণ করিল, বিন্দু ক্রোধান্বিতা হইয়া কহিলেন "তুমি কি অন্ধ?"

"পূর্ণেন্দ্র ভূতলে অবলোকন করিয়া উহা স্পর্শ করিলাম তথাপি অন্ধ অপবাদ গেল না? কবিচোর চন্দ্র মণ্ডল বর্ণন করাতেই রাজকন্যা জানিয়া ছিলেন তিনি আর অন্ধ নন।"

"তুমি কোন অবতার?"

"মোহিনীমোহন অবতার। দ্বাপরে কালাচাঁদ বৃন্দা বৃন্দাদুতীর মনোরঞ্জন করেন নাই তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ জন্য কলিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই বৃন্দাদুতী তুমি, সেই ত্রিভঙ্গ মুরারী কানাই আমি। এখন আইস লীলা আরম্ভ করি।"

এই বলিয়া মোহিনীমোহন বিন্দুকে টানিতে লাগিলেন; বিন্দু যথা সাধ্য চেষ্টা করিয়াও আক্রমণকারীর দৃঢ় হস্ত হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলেন না।

মোহিনী হাসিতে হাসিতে কহিলেন "মনোভিলষিত বস্তু কেহ কি কখন সহজে ত্যাগ করে?"

বিন্দু দেখিলেন বড় বিপদ; ক্ষণকাল চিন্তার পর ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "রসিক পুরুষ রসিকতায় ও মিষ্টালাপে রমণীকে বশীভূত করে, অরসিক মাত্রেই দুর্ব্বলা অবলার প্রতি বল প্রকাশ করিয়া থাকে; তাহার আরত কোন ক্ষমতা নাই।"

মোহিনীমোহন সুন্দরীর মুখে অরসিক অপবাদ শুনিয়া লজ্জিত হইলেন; এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার হস্ত ত্যাগ করিলেন।

বিন্দু সহাস্য বদনে কহিলেন "ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা বিমুগ্ধবৎ নিস্পন্দ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলে যে; চল।"

মোহিনী—"কুহকিনীর কুহকে চালিত না হইলে আর চলিতে পারিব না। কোথা যাব?"

বিন্দু—"যে খানে তোমার ইচ্ছা।"

মোহিনী—"কোথাও আর যাইতে ইচ্ছা নাই।"

বিন্দু—"এত কাতর স্বরে কথা কহিতেছ কেন?"

মোহিনী—"নিরাশ হইলেই কাতর হইতে হয়।"

বিন্দু চিন্তা করিতে লাগিলেন। মোহিনী তাঁহাকে চিন্তা করিতে দেখিয়া ভাবিলেন অভিলাষ বুঝি পূর্ণ হইল। যদি প্রণয়ীর প্রস্তাব শুনিয়া প্রণয়িণী অধোবদনে চিন্তা করে তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই বশীভূতা হয়; এই চির প্রসিদ্ধ বাক্যে নির্ভর করিয়া মোহিনীর কিছু ভরসা হইল। বিন্দুর বদনে গভীর ভাব প্রকটিত ছিল অথচ একটু হাসিলেন; নির্ব্বোধ মোহিনি! ঘন ঘটাচ্ছন্ন আকাশ মণ্ডলে সৌদামিনীর উন্মেষ কি কখন দেখ নাই। উহা কিসের পূর্ব্ব লক্ষণ?

বিন্দু—"চল।"

মোহিনী—"কোথা যাব?"

বিন্দু—"যমের বাড়ী।"

মোহিনী—"তোমার সঙ্গে সঙ্গে সে খানে যাইতেও প্রস্তুত আছি।"

বিন্দু—"আমি কেবল পথ দেখাইয়া দিব।"

মোহিনী—"রমণী সে পথ দেখাইলেও দুঃখ নাই।"

বিন্দু—"কেবল পথ দেখাইব এমত নহে চিরকাল যে সে খানে থাকিবে তাহারও সদুপায় করিয়া দিব।"

মোহিনী—"সে ত পরম সৌভাগ্য; সুন্দরী রমণীর সহিত একরাত্রি সুখে কাল যাপন করিতে পারিলে চিরকাল নরক ভোগ করিলেও দুঃখ নাই।"

বিন্দু—"তবে আর বিলম্ব কর কেন? চল।"

মোহিনী—"স্পষ্ট করিয়া বল, কোথা যাব?"

বিন্দু—"কোন নির্জ্জন গৃহে।"

মোহিনী হাত বাড়াইয়া যেন স্বর্গ পাইলেন। এবং প্রফুল্ল অন্তঃকরণের সহিত গমন করিতে লাগিলেন। বিন্দু তাহার স্কন্ধে দক্ষিণ হস্ত সংস্থাপিত করিয়া গমন করিলেন। রমণীর কোমলকর স্পর্শে মোহিনীর শরীর রোমাঞ্চিত হইল তিনি কম্পিত হইতে লাগিলেন।

বিন্দু দেখিলেন ঔষধ ধরিয়াছে; সহাস্য বদনে কহিলেন, "যুবা ও সুন্দর পুরুষ অপেক্ষা আমি সুরসিক পুরুষকে অধিক ভাল ভাসি। যৌবন ও সৌন্দর্য্য কেবল চক্ষু প্রীতি কর কিন্তু রসিকতা অন্তঃকরণ প্রফুল্লকারী। মোহিনি! তুমি যেমন সুন্দর তেমনি সুরসিক। ইচ্ছা হয় যাবজ্জীবন দাসী হইয়া তোমার চরণ সেবা করি।"

মোহিনীর মাথা ঘুরিয়া গেল।

বিন্দু আবার কহিতে লাগিলেন, "মোহিন্! যে দিন অরণ্য মধ্যে তোমার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয় সেই দিনই তুমি আমার মন হরণ করিয়াছ। তোমার নিমিত্ত আমার অন্তঃকরণ যত কাতর তাহা বলিয়া কি জানাইব? তবে কিনা স্ত্রী সুলভ লজ্জা প্রযুক্ত এত দিন মনের কথা প্রকাশ করিতে পারি নাই। কথায় বলে—বুক ফাটেত মুখ ফুটে না। আজ রাত্রিতে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না হইলে আমার আশা সফল হইত না।"

মোহিনী—"কেন?"

বিন্দু—"শিরোমণি আমাকে বড় যন্ত্রণা দিয়া থাকেন। এজন্য আজ রাত্রিতে বেরিয়া যাব স্থির করি। যখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল তখন আর দেশান্তরে যাইবার প্রয়োজন কি? তুমি আমাদের ভূম্যধিকারিণী ছোট কর্ত্রীর পুত্র! ভাই! তুমি আমাকে কোন নির্জ্জন স্থানে রাখিতে পারিবে?"

মোহিনী—"পারিব না? রাজ রাণীর মত রাখিব?"

বিন্দু—"আমার মাথা স্পর্শ করিয়া দিব্বি কর; আমায় কখন ত্যাগ করিবে না।"

মোহিনী, বিন্দুর মস্তক স্পর্শ করিয়া কহিলেন "না, কখনই তোমাকে ত্যাগ করিব না।

বিন্দু—"যাহার সঙ্গে বেরিয়া যাইতে মানস করিয়াছিলাম তাহার আশা একেবারে পরিত্যাগ করিলাম। দেখ ভাই! শেষে যেন তুমি আমাকে বঞ্চনা করিওনা।"

মোহিনী—"আমি তোমাকে একখানি বাড়ী খরিদ

করিয়া দিব; দশ বার হাজার টাকার অলঙ্কার দিব; আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলে ভাবনা কি?"

বিন্দু দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "আমি অলঙ্কার চাই না; তোমাকে চাই।"

এই বলিয়া বিন্দু মোহিনীর স্কন্ধে বদন সংস্থাপিত করিলেন। ২।১ ফোটা চক্ষের জল স্কন্ধে পড়িল; মোহিনী চমকিত হইয়া উঠিলেন, গদ গদ চিত্তে কহিলেন "আমি কখনই তোমাকে ত্যাগ করিব না।"

তদনন্তর বিন্দু মোহিনীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক একটি প্রাচীন আলয়ের পশ্চাৎ দিক দিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বিন্দু—"পার্শ্ববর্ত্তী কুঠরীতে আমার উপপতি আছে; এখানে আমাদের মিলন হয়।"

মোহিনী কিছু বিরক্ত হইয়া কহিলেন "তবে আমাকে আনিলে কেন?"

বিন্দু সহাস্য বদনে কহিলেন "ভাই আমার উপপতির সঙ্গে বেরিয়া যাওয়ার মানস করিয়া সন্ধ্যার সময় তাহার নিকট অলঙ্কারাদি গচ্ছিত করি এবং তাহাকে এই খানে থাকিতে বলিয়াছি। এখন কৌশলে অলঙ্কারাদি ফিরিয়া লইয়া তাহাকে স্থানান্তরে পাঠাইলেই আমাদের মনোরথ পূর্ণ হয়। তুমি এই খানে কিছুকাল লুকাইয়া থাক।"

অনন্তর বিন্দু পার্শ্ববর্ত্তী কুঠরীর দ্বার ধীরে ধীরে খুলিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মোহিনী অন্ধকারে একাকী বসিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পর এক ব্যক্তি বদন বস্ত্রাবৃত করিয়া মোহিনীর সম্মুখ দিয়া গমন করিল; মোহিনী তাহাকে

চিনিতে পারিলেন না। বিন্দু প্রত্যাগতা হইয়া মোহিনীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক সেই কুঠরী মধ্যে তাঁহাকে প্রবিষ্ট করাইয়া কহিলেন "কিছু কাল অপেক্ষা কর আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছি।" এই বলিয়া বহির্দ্দিক হইতে দ্বার রুদ্ধ করিলেন। হাতী ফাঁদে পড়িল। অবিলম্বেই মোহিনীমোহন জানিতে পারিলেন যে তিনি বন্দী। কক্ষ্যার সকল দ্বারই রুদ্ধ কেবল একটি গবাক্ষ মাত্র উদ্ঘাটিত ছিল উহাতে আবার লোহার গরাদিয়া আছে। এখন পলায়ন করেন কি প্রকারে? সেই গবাক্ষের নিকটে আসিয়া প্রাঙ্গণে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন, কোন মনুষ্য একটি রমণীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক এক কক্ষ্যায় প্রবেশ করিল। ৫।৬ জন অস্ত্রধারী পুরুষ প্রাঙ্গণে ভ্রমণ করিতেছে। দণ্ডেক পর একজন অস্ত্রধারী কহিল "বন্দীকে বধ করিবে কে?" এই কথা শুনিয়া মোহিনীর অন্তঃকরণ ভয়ে অভিভূত হইল; তিনি অনুচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পরামর্শ করিয়া অস্ত্রধারীগণ সেই কক্ষ্যায় প্রবেশ করিল। মোহিনী তাহাদিগকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া অচৈতন্য হইলেন। তাহারা তাঁহাকে বন্ধন করিয়া লইয়া চলিল।

ষোড়শ অধ্যায়।

শিরোমণি বিন্দুর শয়ন গৃহ হইতে ছোটকর্ত্রীর শয়ন মন্দিরে গমন করিলেন এবং তাহাকে সমভিব্যবহারে লইয়া

গুপ্ত বিলাস ভবনে আগমন করিলেন। শিরোমণি যে আলয়ে বাস করেন, তদপেক্ষা গুপ্ত বিলাস ভবন ছোট নয়। কিন্তু ইহার অন্তঃপুর সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ দশায় পতিত হইয়াছে। ছোটকর্ত্রী এবং শিরোমণি একটী কক্ষ্যায় প্রবেশ করিলে প্রাণ বল্লভ উহাতে দীপ জ্বালাইয়া দিলেন। কক্ষ্যাটীর দৈর্ঘ্য ও বিস্তার অসাধারণ; ক্ষীণ দীপালোকে অন্ধকার শূন্য হইল না। কক্ষ্যাস্থিত বস্তু সমূহ ও স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইল না। ছোটকর্ত্রী পথ-শ্রমে কাতরা হইয়াছিলেন, বসিয়া থাকিতে পারিলেন না; কোমল শয্যায় শয়ন করিলেন। শিরোমণির মন অস্থির, সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছিল; তিনি জাগ্রত থাকিয়াও যেন স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। কল্পনা উত্তেজিত হইলে অনেকেই এরূপ স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। জাগ্রত স্বপ্ন কি ভয়ানক! এইরূপ স্বপ্নে শিরোমণি ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তৃত করিয়া শত্রু ও শত্রু পুত্রদ্বয়কে আবদ্ধ করিলেন, ক্রমে ক্রমে সকলে নিহত হইল। শত্রু সবংশে ধ্বংস হইলে তাহাদের শোণিতে শিরোমণি স্নান করিয়া বৈর নির্য্যাতন ব্রতের পূর্ণ আহুতি প্রদান পূর্ব্বক মনে মনে আশানুরূপ ফলের বর প্রার্থনা করিলেন।

নিদ্রিতাবস্থায় যে স্বপ্ন দেখা যায় তাহা ভয়ানক, কিন্তু অনিষ্টকর নহে। তদ্দ্বারা মনুষ্য কখন কখন উপদেশও লাভ করিয়া থাকেন গ্রীসদেশীয় সর্ব্বপ্রধান কবি লিখিয়াছেন "স্বপ্ন ঈশ্বর প্রেরিত।"

শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে শিরোমণির শরীর দুর্ব্বল হওয়াতে তন্দ্রা আসিল; ক্রমে ক্রমে নিদ্রাবেশ হইল। ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন।

ছোটকর্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন "ও কি ও।"

শিরোমণি বিকৃত স্বরে কহিলেন "ও কিছু নয়।"

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে স্তিমিত দীপালোকে কক্ষ্যাটী অন্ধকার শূন্য হয় নাই। শিরোমণি ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চার করিলেন, কক্ষ্যাভ্যন্তর ভয়ঙ্কর বোধ হইল। তিনি ২।৩ টী সল্‌তা দিয়া দীপ প্রজ্বলিত করিলেন; এক্ষণে সকল বস্তু স্পষ্ট লক্ষিত হইতে লাগিল। কক্ষ্যাটী সুসজ্জীভূত; কুট্টিমে কোমল শয্যা বিস্তৃত, যে খট্টায় ছোটকর্ত্রী শয়ান আছেন তাহার পায়া ও দাণ্ডা মনোহর সুগন্ধ কুসুম দ্বারা সজ্জীভূত; উপরি ভাগে চন্দ্রাতপের চতুষ্পার্শ্বে পুষ্পমালা ঝালরের ন্যায় বিন্যস্ত রহিয়াছে। কৃষ্ণ লীলার ছবি সমুদয় দ্বারা এই কক্ষ্যা সুসজ্জীভূত। এতদ্ভিন্ন অশ্লীল ভাব ব্যঞ্জক অনেক ছবি আছে। উলঙ্গ নায়ক নায়িকাগণের হাব ভাব দেখিলে লজ্জা বোধ হয়।

"হে কবিকুল চূড়ামণি রস সাগর ভারতচন্দ্র! তুমি শ্মশান হইতে গাত্র উত্থান করিয়া একবার এখানে আসিয়া দেখ, তোমার রস পূরিত সুললিত রচনা শক্তির মহিমা কত! বঙ্গ চিত্রকরগণ তোমার বর্ণনারূপ বিষয় চিত্র করিতে সুনিপুণ বটে।

ছোটকর্ত্রী কহিলেন "শিরোমণি! এত চিন্তাকুল হইলে কেন? তোমার বদন যে বিষণ্ণ হইল?"

শিরোমণি কহিলেন "ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়া বড় ভয় হইয়াছে।"

ছোটকর্ত্রী—"তুমি নির্ব্বোধ! স্বপ্ন দেখিয়াও ভয়! কি স্বপ্ন দেখিলে?"

শিরোমণি—"দুঃস্বপ্ন; তুমি উহা শুনিলে দুঃখিত হইবে।"

ছোটকর্ত্রী—"আ! বল না?"

শিরোমণি বলিতে লাগিলেন, "স্বপ্নে দেখিলাম, আমি তুমি এবং মোহিনী মোহন এক কণ্টক বৃক্ষ আরোহণ করিতেছি, ঐ বৃক্ষাশ্রিত লতা দাম মনোহর ফল ফুলে পরিশোভিত; আমরা হস্ত প্রসারিত করিয়া সুপক্ক ফল ধরিবার নিমিত্ত যত চেষ্টা করি ততই উহা সরিয়া যায়; সকলে লতা আকর্ষণ করিলাম, লতা ছিন্ন হইল অথচ ফল হস্তগত হইল না। ফল লতাচ্যুত হইয়া শূন্যে রহিল। আমি এত ব্যগ্র যে শূন্যপথে পদার্পণ করিয়া ধরিয়া আনিলাম। আমাদের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। আমি ঐ ফল তোমার হস্তে দিলাম তুমি উহা আহার করিবার নিমিত্ত মোহিনীর হস্তে অর্পণ করিলে মোহিনী ভাঙ্গিয়া দেখে, মাখাল ফলের ন্যায় উহার মধ্যে ভস্মরাশি। দৈব দুর্বিপাকে সেই ভস্মরাশি হইতে এক সর্প নির্গত হইয়া প্রথমতঃ তাহাকে তৎপর তোমাকে দংশন করিল; তোমরা বিষে জর্জ্জরীভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে; উহা আমাকে দংশন করিতে আসিলে ভয়ে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল।"

ছোটকর্ত্রী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন "স্বপ্নে

আপনার মন্দ দেখিলে পরের মন্দ হয়। ঐ স্বপ্নের তাৎপর্য্য বুঝিয়াছ?"

শিরোমণি—"না।"

ছোটকর্ত্রী—"ঐ লতা আশালতা, ফল আশাফল। আমার সপত্নীর আশালতা ছিন্ন হইয়াছে। তাহার আশাফলের মধ্যে ভস্মরাশি। যে সর্প তন্মধ্যে হইতে নির্গত হইল তাহা কাল সর্প। উহা সপত্নীকে দংশন করিয়াছে আজ সপত্নীর পুত্রকে দংশন করিবে; তৎপরে সেই—।"

ছোটকর্ত্রী আর বলিতে পারিলেন না; প্রাণবল্লভ কক্ষ্যা মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, 'কেহ বিজয়কে হত্যা করিতে স্বীকৃত হয় না।"

ছোটকর্ত্রী রাগে অধীরা হইয়া কহিলেন "বিজয়কে এখানে ধরিয়া আন আমি স্বহস্তে তাহাকে বধ করিব।"

প্রাণ বল্লভ প্রস্থান করিলেন।

শিরোমণি ভয়ানক ব্যক্তি! তাঁহা অপেক্ষা ছোটকর্ত্রী আরও ভয়ঙ্করী। ছোটকর্ত্রী মানুষী নয় রাক্ষসী। এই দুশ্চরিত্রা সপত্নি-পুত্রকে বধ করিবার নিমিত্ত অসি হস্তে ধারণ করিল। বন্দী ছোটকর্ত্রীর সম্মুখে নীত হইলেন। ছোটকর্ত্রী তাঁহাকে বধ করিবার নিমিত্ত অসি হস্তে দণ্ডায়মানা হইলেন। বন্দীর মুখাবলোকনে প্রাণবল্লভ চীৎকার ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। ছোটকর্ত্রীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন "বন্দী তোমার পুত্র! সপত্নীর পুত্র নয়!"

ছোটকর্ত্রী মোহিনী মোহনের বন্ধনাবস্থা অবলোকনে চীৎকার ধ্বনি পূর্ব্বক পশ্চাৎ আবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার

পদাঘাতে দীপ পতিত হইয়া নির্ব্বাপিত হইল। ঘর অন্ধকার হইল।

সপ্তদশ অধ্যায়।

রক্তবীজের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া দেবী অত্যন্ত চিন্তাকুলা হন; কেননা রক্ত বীজের রক্ত ধরাতলে পতিত হইবামাত্র অসংখ্য রক্তবীজ উৎপন্ন হইয়াছিল।

বিন্দু শিরোমণির একটি ষড়যন্ত্র ধ্বংস করিলেন বটে, কিন্তু ঐ দুরাত্মার মানসক্ষেত্রে শত শত ভীষণ ষড়যন্ত্র উৎপন্ন হইল। যদি শিরোমণির মানসক্ষেত্র দেবীর রণভূমির ন্যায় লোকের দর্শনীয় স্থান হইত তাহা হইলে বিন্দু ঐ সকল রক্ত লোলুপ আসুরিক ষড়যন্ত্রের ভীষণ মূর্ত্তি অবলোকনে বিস্ময়াবিষ্টা হইয়া দশন দ্বারা জিহ্বা দংশন করিতেন। যদি বিন্দু তাঁহার বদন দেখিতে পাইতেন তাহা হইলেও শিরোমণির মানসক্ষেত্রে যাহা উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা অনুমান করিয়া কতক সাব্যস্ত করিতে পারিতেন। শিরোমণির মস্তিষ্ক হইতে সর্ব্বনাশক কোপানল উৎগরণ হইবার পূর্ব্বে চক্ষু কর্ণ নাসিকা দিয়া যেন চিন্তা স্বরূপ প্রভূত ধূমরাশি নির্গত হইয়া তাহার বদন মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া আছে। আবার শিরোমণি অন্ধকার রাত্রিতে অন্ধকার কক্ষ্যায় উপবিষ্ট আছেন এমত অবস্থায় বিন্দু, বদন দেখিয়া কি প্রকারে তাঁহার মানস ক্ষেত্র সম্ভূত ষড়যন্ত্র সমূহ

অনুমান দ্বারা সাব্যস্ত করিতে পারিবেন? ইহা অসম্ভব। উর্ণনাভ নিভৃত স্থানেই জাল পাতে। শিরোমণি যে সকল ভয়ানক ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত করিলেন তাহা তিনি অন্ধকার রাত্রিতে নির্জ্জন স্থানে বসিয়া দৃঢ়ীভূত করুন এখন আর তাঁহার ব্যাঘাত জন্মাইবার প্রয়োজন নাই। রাত্রি অধিক হইয়াছে; পাঠক মহাশয়ের অবশ্য নিদ্রাবেশ হইয়া থাকিবে। কিন্তু গ্রন্থ কর্ত্তার চক্ষে নিদ্রা নাই; যখন এই গ্রন্থ প্রকটিত করিতে সংকল্প করিয়াছি তখন ক্ষান্ত থাকিব না। এই পুস্তকখানি পাঠক মণ্ডলীর কোন উপকার করিবে এখন প্রত্যাশা করিনা; নিদ্রাকর্ষণ পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিবার নিতান্তই সম্ভাবনা। কোন কোন পাঠক এক পাত পাঠ করিয়া কেহ বা পুস্তক হস্তে গ্রহণ করিয়া গভীর নিদ্রা যাইবেন। পাঠক মহাশয় নিদ্রা যাইতেছেন না কি? তাইত আপন কার যে নাক ডাকিতেছে। নাকের ডাক শুনিয়া আমার ও নিদ্রা যাইতে ইচ্ছা করে। আঃ ঘুমাও কেন? শুন না? আর মহাশয়; উঁহুঁ উঁহুঁ যত কর না কেন, টের পাইয়াছি তোমার এ গল্পটি শুনিতে ইচ্ছা নাই। শুন আর না শুন আমিত বলিতে আরম্ভ করিলাম।

মোহিনীমোহন চৈতন্য লাভ করিয়া দেখিলেন তাঁহার বৈটক খানায় শয়ান আছেন। প্রাণ বল্লভ নিকটে উপবেশন করিয়া মস্তকে গোলাপজল সিঞ্চন করিতেছেন।

মোহিনী জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি এখানে কি প্রকারে নীত হইলাম।"

প্রাণ বল্লভ উত্তর দিলেন না।

মোহিনী—"প্রাণ বল্লভ! আজ তোমার বিন্দু আমাকে হত্যা করার উদ্যোগ করিয়াছিল।"

প্রাণ বল্লভ ঈষৎ হাস্য করিলেন।

মোহিনী—"বিন্দুকে যত অলঙ্কারাদি দিয়াছি তাহা আমি ফিরিয়া চাই।"

প্রাণ বল্লভ—"ছিছি অমন কথা বলিও না; লোকে তোমাকে দত্তাপহারক বলিবে।"

প্রাণ বল্লভ বিন্দুর গৃহে পত্র নিক্ষিপ্ত করিলেন। ছোট কর্ত্রীর গুপ্ত বিলাস ভবনেও ছিলেন, এখন আবার মোহিনী-মোহনের বৈটক খানায় উপবিষ্ট আছেন, প্রাণ বল্লভ সর্ব্বত্র যাতায়াত করেন। ইনি ছোটকর্ত্রীর বিশ্বাস পাত্র আবার মোহিনীমোহনের প্রিয় পাত্র। বিন্দুকে বশীভূতা করিবার ছলে মোহিনীর নিকট হইতে যে অলঙ্কারাদি গ্রহন করেন তাহা সমুদয় আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। ইনি একটী অর্থ পিশাচ; অর্থের নিমিত্ত কোন কার্য্য করিতেই সঙ্কোচিত হন না। অর্থের নিমিত্তই শিরোমণির সঙ্গে বিজয়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিলেন, অর্থের নিমিত্তই আবার উহা বিন্দুর নিকট প্রকাশ করিয়া দিলেন।

মোহিনী কহিলেন "বিন্দুকে উচিত শাস্তি দিব।"

প্রাণ—"একটা মেয়ে মানুষকে শাস্তি দিলে পৌরুষ কি? উহার নিমিত্ত তোমার মন অত উন্মত্ত হইল কেন? আনন্দ নগরে স্বর্গের অপ্সরার ন্যায় শত শত সুন্দরী আছে।"

মোহিনী—"বিন্দুর জন্য এখন আমার মন তত ব্যাকুল

নয়। তবে কি না উহার শরীরের ভাবভঙ্গি দেখিলে মনটা একটু চঞ্চল হয়। আমি একটী নূতন শিকার করিতে চেষ্টা করিতেছি; কর্ম্মটি দুঃসাহসিক বটে; কিন্তু যে প্রকারেই হউক শিকারটি হস্তগত করিতে হইবে। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"

প্রাণ—"ছোট বাবু কোথায় দেখিয়াছ! ভাই! বল না? আমি গিয়া আগে ফাঁদ পাতি; আমার গুণ ত জান? তোমার নিমিত্ত কুলবালার কুল মজাইতে আমি অদ্বিতীয় ব্যক্তি, চুপ করিয়া রহিলে যে? শিকার হস্তগত হইলে সর্ব্ব শুদ্ধ ত তুমিই পাইয়া থাক! তবে কিনা সিংহের প্রসাদ পাইতে শৃগালেও আশা করে। নতুবা এই কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান বড় মানুষের খোষামুদি করিবে কেন?"

মোহিনী উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন, কহিলেন "তোমার কথায় পরম তুষ্ট হইলাম; সেই যুবতীর উপমার স্থল, বোধ করি, এ পৃথিবীতে আর নাই; এমন সুন্দরী দেখি নাই, দেখিব না, হয় নাই, হবে না। কখন তাহাকে ভুলিব না, তাহার মোহিনীমূর্ত্তি হৃদয়-আলেখ্যে চিত্রিত হইয়াছে।"

প্রাণ বল্লভ আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "ছোট বাবু! কোথায় দেখিলে! শীঘ্র বল না?"

মোহিনী—"এই নগরের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে তিনি বাস করেন।"

প্রাণ—"উত্তম! আর বলিতে হবে না; তোমার ভয় হইতেছে; প্রকাশ পাইলে পাছে অংশভাগী হই। এতই অবিশ্বাস!"

মোহিনী—"না, ভাই! তোমাকে অবিশ্বাস করি না; তুমি না হইলে ফাঁদ পাতিবে কে?"

প্রাণ—"তবে বল না কেন?"

মোহিনী—"একান্তই কি শুনিবে?"

প্রাণ—"শুনিব না? কার চক্ষু রমণীয় পদার্থ দেখিতে না চায়? কার রসনা অমৃত আস্বাদন করিতে লোলুপ না হয়? কার কর্ণ, তান লয় সংমিলিত সুমধুর গান বাদ্য অপেক্ষাও অধিকতর সুশ্রাব্য রমণীর অলৌকিক রূপ লাবণ্য বর্ণন শুনিতে সমুৎসুক না হয়?"

মোহিনী—"যখন দাদা কাতর অবস্থায় ছিলেন তখন একদিন তাঁহাকে দেখিতে গিয়া ছিলাম। সেই রমণী-ললাম তাঁহার নিকটে বসিয়া সেবা শুশ্রূষা করিতে ছিলেন। বোধ হইল যেন পূর্ণেন্দু ধরাতলে আর্বিভূত! বদন প্রভায় সর্ব্বত্র উজ্জ্বল! আহা! রূপের কি মাধুরী। যতই দেখি ততই নয়ন চকোর সে বিধুমুখের সুধা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে লাগিল। তখন স্বর্গে ছিলাম, কি মর্ত্ত্যে ছিলাম, কোথায় ছিলাম জ্ঞান ছিল না।"

প্রাণ—"বিমলাকে দেখিয়াছ! তাহাকে বশীভূতা করা বড় কঠিন ব্যাপার। আদৌ দর্শন পাওয়াই দুর্ল্লভ।"

মোহিনী—"চেষ্টার অসাধ্য কি আছে?"

প্রাণ—"চেষ্টা করিলে কি উড়িতে পারা যায়? বিমলার চরিত্র নির্ম্মল! তিনি অর্থে বশীভূতা হইবেন না। তাঁহার কিছুরই অভাব নাই।"

মোহিনী—"ও কোন কাজের কথা নয়। জনক নন্দিনী

সীতা স্বর্ণ মৃগ দেখিয়া পাগলিনী হইয়াছিলেন কেন? স্বর্ণ দেখিলে রমণীর মন বিচলিত হইবেই হইবে। প্রথম বার যে অর্থ লালসা দেখান যায় তাহাতে যদি কোন কামিনীর মন নত না হয় তবে তাহার দ্বিগুণ অর্থ অঙ্গীকার কর। তাহাতেও যদি সে না ভোলে তবে ক্রমশঃ ডাক বৃদ্ধি করিতে থাক, ভাই হে! কার সাধ্য যে অবশেষে বশীভূতা না হয়? আমি বিমলাকে চাই।"

প্রাণ—"অত ব্যগ্র হইও না।"

মোহিনী—"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"

প্রাণ—"এমন?"

মোহিনী—"আমার স্বভাবই এইরূপ এজন্য প্রাণ যায় সেও ভাল।"

রাত্রি আর অধিক নাই দেখিয়া প্রাণবল্লভ শয়ন করিতে গমন করিলেন।

মোহিনী মনেং বলিতে লাগিলেন। "কামানল অন্তঃকরণে প্রজ্জ্বলিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ করিতেছে। চক্ষু কর্ণ নাসিকা এমন কি প্রত্যেক লোম কূপ দিয়া অগ্নির উত্তাপ নির্গত হইতেছে। আঃ ঐ অগ্নি শিখা কি ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া উঠিবে? যদবধি মিলন না হয় তদবধি আরাম নাই। চক্ষে নিদ্রাও আসিবে না। শান্তি নির্ম্মলান্তঃকরণে বাস করে এবং তাহাই স্বর্গ সুখ ভোগ। এ পাপান্তঃকরণ নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে; চক্ষে সর্ব্ব সন্তাপনাশিনী নিদ্রার আবির্ভাব হইবে কেন? আমার আশা কি পূর্ণ হইবে না? বিমলা অলঙ্ঘ্য প্রাচীর বেষ্টিত আলয়ে বাস

করেন এই এক বিঘ্ন। তাঁহার চরিত্র উত্তম এ দ্বিতীয় বিঘ্ন। তিনি মহল্লোকের কন্যা এ তৃতীয় বিঘ্ন। যখন এত বিঘ্ন তখন ক্ষান্ত হওয়াই ভাল। কিন্তু মন যে প্রবোধ মানে না! কুপথে পদার্পণ করিলে আর কি বিমুখ হইতে পারা যায়? ফিরিবার সময় যেন কুপ্রবৃত্তি হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ-পূর্ব্বক বলিতে থাকে 'তুমি কাপুরুষ।' মন কুপ্রবৃত্তির বশীভূত আবার মনের বশীভূত পা, মন চলিলেই পা চলে; তখন যতই বিপদ উপস্থিত হউক না কেন দুঃসাহস বৃদ্ধি হইতে থাকে। তবে সংশয়িত চিত্ত হই কেন? চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? ঐ স্ত্রীরত্ন লাভার্থে সমুদ্রে ডুবিব। সমুদ্র গোষ্পদের ন্যায় জ্ঞান করিব। আপদ বিপদ যত হইতে পারে হউক, প্রবলবাত্যা, ভীষণ মেঘ গর্জ্জন ও বজ্রাঘাত হউক, এমন কি ভীষণ শমন সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেও ভয় করিব না।"

অষ্টাদশ অধ্যায়।

প্রাতঃকাল কি রমণীয়! পাঠক মহাশয় কখন উচ্চ পর্ব্বতোপরি দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রাতঃকালীন চিত্তহারিণী প্রকৃতি শোভা নিরীক্ষণ করিয়াছেন? পর্ব্বতের শিখরদেশ উজ্জ্বল অথচ উপত্যকা ও সন্নিহিত গ্রাম নগর ইত্যাদি তিমিরাবৃত। তৎপরে ক্রমে ক্রমে উচ্চ বৃক্ষাগ্র ভাগ, উচ্চ দেব মন্দিরের চূড়া দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। বোধ হয় যেন কুহকিনী উষা বালার্ক সিন্দুর ফোটা ললাটে ধারণ করিয়া

ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা প্রভাবে দেব মন্দির, অট্টালিকা, তাল তমাল চূত চম্পক বৃক্ষাদিপরিশোভিত মনোরম উদ্যান, গবাদি জন্তু সমাকীর্ণ মাঠ, নদনদী ইত্যাদি সৃষ্টি করিল। অথবা উষার মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা বলে প্রকৃতি পুনর্জীবিতা হইয়া সহাস্য বদনে নৃত্য করিতে করিতে তিমির স্বরূপ সমাধি মন্দির হইতে নির্গত হইল। যাঁহারা ঐ সকল নয়ন তৃপ্তি-কর শোভা দেখেন নাই তাঁহাদের জন্ম বৃথা। পাঠক মহাশয়! প্রাতঃকালে কখন কি উচ্চ পর্ব্বত আরোহণ করেন নাই? উচ্চ অট্টালিকায় অবশ্য উঠিয়াছেন। "মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ" অতএব আজ নরহরি বাচস্পতির উচ্চ অট্টা-লিকার উপরি দণ্ডায়মান হইয়া প্রাতঃকালীন শোভা নিরী-ক্ষণ করুন। ঐ অট্টালিকার চতুর্দ্দিকের উদ্যানটি ভাল করিয়া দেখুন। উচ্চ বৃক্ষ সমূহের শিরোভাগ মৃদু কিরণ জালে শ্যাম উজ্জ্বল বর্ণ রঞ্জিত অথচ ঘন সংনিবিষ্ট পল্লবা-চ্ছাদিত ঐ যে লতা মণ্ডপের অভ্যন্তর এবং ঐ বকুল বৃক্ষ এবং কৃত্রিমারণ্যের অন্তরাল এখনও তিমিরাবৃত আছে। ক্রমে ক্রমে শাখা পল্লবাদি মনোহারিণী শোভা ধারণ করিল; কুসুমিত লতাবৃত তরুরাজি যেন মৃদুমন্দ হাস্য করিতে লাগিল। পাঠক পক্ষীগণের গান শুনিয়া তোমার শ্রবণে-ন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হইতেছে না? আহা কি সুমধুর সংগীত! বিহগগণ সুপ্রভাত নিরীক্ষণ করিয়া কৃতজ্ঞান্তঃকরণে বীণা বিনিন্দিত মধুর স্বরে পরমেশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করিতেছে। বৃক্ষরাজী ঐ সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া মস্তক দোলন করিতেছে। পুষ্পবৃক্ষ সমূহ চক্ষু স্বরূপ সহস্র

সহস্র কুসুমরাজী উন্মীলন পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিয়া আছে এবং ভক্তিরসে আদ্রীভূত হইয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতেছে। দক্ষিণা-নিল গায়ক ও শ্রোতৃবর্গের সুখ সম্বর্দ্ধনার্থে মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইয়া সুগন্ধি পুষ্প পরিমল তাহাদের নাসিকারন্ধ্রে যেন ধারণ করিতেছে। বিমলা এই অট্টালিকোপরি উপবিষ্ট আছেন। তরলা এবং কৃত্তিবাস নিকটে দণ্ডায়মান। সকলেরই হাস্য বদন! সকলেরই অন্তঃকরণ প্রফুল্ল!

বিমলা সহাস্য-বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন; "কৃত্তিবাস! বিজয় আজত আসিবেন?"

কৃত্তিবাস উত্তর করিল "গত কল্যই আসিবার কথা ছিল; বোধ করি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সঙ্গে বিচার আজও শেষ হয় নাই, এজন্য বিলম্ব হইতেছে।"

বিমলা—"কি বিষয়ের বিচার?"

কৃত্তি—"বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এবিষয়ের বিচার। আমার প্রভুর একান্ত ইচ্ছা উহা প্রচলিত হয়।"

বিমলার বদনে ঈষৎ হাস্য প্রকটিত হইল; কপোল দেশ আরক্ত হইল; হর্ষোজ্জ্বল চক্ষুদ্বয় মুহূর্ত্ত মধ্যেই লজ্জা সঙ্কোচিত হইল। অধোবদনে মৃদুমধুর স্বরে কহিলেন "তোমার প্রভু পাগল হইয়াছে।"

কৃত্তি—"পণ্ডিতেরা বিধবা বিবাহ স্বরূপ ঔষধ ব্যবস্থা করিলেই আরোগ্য হইবেন।"

বিমলা লজ্জায় আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না; তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

তরলা কহিলেন—"কৃত্তিবাস তুইও কি পাগল?"

কৃত্তি—"তোমার নিমিত্ত পাগল বই কি! বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইলে তোমাকে বিবাহ করিব; তখন আর ক্ষিপ্ততা থাকিবে না।"

তরলা—"পোড়ার মুখে আগুণ!"

কৃত্তি—মরিলে মুখে আগুণ দিবে, আর গয়ায় পিণ্ডি দিবে, তজ্জন্যই তোমাকে বিবাহ করিব। আমারত তিন কুলে আর কেহই নাই?"

তরলা—"ও ভূত! মরিয়াও ভূত হবি না কি যে গয়ায় পিণ্ডি দিতে হবে। ভূত মরিয়াও কি ভূত হয়?"

কৃত্তি—"আমি ভূত না হইলে এমন পেতনীকে বিবাহ করিতে চাব কেন? এভূত কখনই তোমাকে ছাড়িবে না।"

তরলা—"ভূত ছাড়ানের ঔষধ আছে।"

কৃত্তি—"কি ঔষধ"

তরলা—"ঝাঁটা; বল এখনই তোকে ঝাঁটা মারিয়া তাড়াই।"

কৃত্তি—"মার না ভাই? মেয়ে মানুষ যে পুরুষকে অধিক ভাল বাসে সেই পুরুষকেই সর্ব্বদা ঝাঁটা মারিয়া থাকে।"

তরলা—"তবে এখানে কিছুকাল দাঁড়া, আমি উহা লইয়া আসিয়া ভাল বাসার লক্ষণ দেখাইয়া দি। আজ না মঙ্গল বার? দিনটাও ভাল।"

কৃত্তি—"শুভস্য শীঘ্রং বিবাহের পত্রে অধিক আড়-ম্বরের প্রয়োজন নাই; পাঁচ সাত ঘা মারিলেই হইবে;

স্ত্রী আচারের সময় মঙ্গল আচরণ জন্য তোমার যত ইচ্ছা তত মারিও।”

তরলা—“আমি এমন কাল মিন্সেকে বিয়ে করিব না।”

কৃত্তি—“কালরূপ কি তুমি পছন্দ কর না? রাধিকা ত কৃষ্ণের কালরূপ দেখিয়া বিমোহিতা হইয়া ছিলেন।

তরলা—“কৃষ্ণ রসিক চূড়ামণি ছিলেন, কত লীলা করিয়াছেন।”

কৃত্তি—আমি নয়, আজ তোমার সঙ্গে রাস লীলাটা করি।”

তরলা—“তুই বড় মূর্খ। এ যে চৈত্র মাস; জন্মের মধ্যে কর্ম্ম নিমাই চৈত্র মাসে রাস।”

কৃত্তি—“না হয়, প্রথমতঃ বস্ত্র হরণ লীলা প্রচার করা যাক।”

তরলা উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন।

কৃত্তি—“তোমার মুখে যে আর হাসি ধরে না। তুমি বস্ত্র হরণ বড় ভাল বাস নাকি?”

তরলা মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে হাসিতে গমন করিতে লাগিলেন।

কৃত্তিবাস তাহার হস্ত ধরিয়া কহিলেন “তোমাকে যাইতে দিব না; আমার সঙ্গে ঐ কদম্বমূলে বসিয়া প্রেমালাপ করিতে হইবে।”

তরলা—“হাত ছেড়েদে না? ঠাকুরাণী দিদি দেখিয়া কি মনে করিবেন।”

কৃত্তি—“তোমার ঠাকুরাণী দিদি ত আমার প্রভুর সহিত

একত্রে বসিয়া কত আলাপ করেন। তাঁদের বেলা লীলা খেলা আমাদের বেলা পাপ?”

তরলা—“তাঁদের মন ভাল।”

কৃত্তি—“তোমার মন কি মন্দ?”

তরলা—“তোর মন মন্দ।”

কৃত্তি—“কেন?”

তরলা—“নতুবা তুই বিধবা বিবাহ করিতে চাইস্ কেন?”

কৃত্তি—“আমাদের কর্ত্তা ত তোমার ঠাক্‌রানদিদিকে বিবাহ করিবেন?”

তরলা—“দূরহ; অমন কথা বলিস না; উহাঁরা মানুষ নন, দেব দেবী।

কৃত্তিবাস ঈষৎ রাগ প্রকাশ করিয়া কহিলেন “তুই মাগি হাবা, কিছুই বুঝিতে পারিস্ না; পরস্পর পিরীত না হইলে কি এমন হয়; পরস্পর সাক্ষাৎ হইবামাত্র বোধ হয় যেন উভয়ের অন্তঃকরণ সুখ সাগরে ভাসিতে থাকে, মুখ পদ্ম হর্ষপ্রফুল্ল হয়।”

তরলা—“কোন দোষ নাই অথচ মনের পিরীত ত বড় ভাল। আমিও তোর সঙ্গে ঐ রূপ পিরীত করিতে চাই। অমন পিরীতে অসুখ নাই, সকলই সুখ।”

ঊনবিংশ অধ্যায়।

প্রাণবল্লভ যে পত্র বিন্দুর শয়ন গৃহে নিক্ষিপ্ত করেন তাহাতে এই মাত্র লেখা ছিল "বিলাস ভবনে বিজয় কারারুদ্ধ হইয়াছেন; শিরোমণি তাঁহাকে বধ করার উৎযোগ করিতেছেন" কিন্তু শিরোমণি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া যে পত্র বিজয়কে দিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ ছিল না। এজন্য বিন্দু বিজয়কে সতর্ক করিতে পারেন নাই, বিজয় সেই পত্রের মর্ম্মানুসারে চন্দ্রপুর গ্রামে গমন করিলে, ছোটকর্ত্রী জমিদারির সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ এবং বৃদ্ধ দেওয়ানকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া শিরোমণিকে দেওয়ানি পদে নিযুক্ত করিলেন। পূর্ব্বতন কর্ম্মচারীগণ অপসারিত হইলেন এবং তাহাদের পদে নূতন নূতন ব্যক্তিগণ নিয়োজিত হইল। শিরোমণি সর্ব্বে সর্ব্বা হইলেন এবং প্রজাপীড়ন করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। প্রজা পীড়ন বিষয়ে এ দেশের নায়েব মহাশয়েরা বিলক্ষণ পটু; আবার কর্ত্রী ঠাকুরাণীর কর্ত্তা হইলে প্রজার বাস্তু ভিটায় তৃণ কাষ্ঠ ও থাকে না। প্রায় দ্বাদশ মাস গত হইল, বিজয় আলয়ে প্রত্যাগত হইলেন না। এই সময়ের মধ্যে যে যে ব্যক্তি বিজয়ের পক্ষে ছিল শিরোমণি তাহাদিগকে দূরীকৃত করিলেন। নরহরি বাচস্পতি আনন্দ নগরের জমিদারের অধীন তালুকদার ছিলেন; বিজয় সর্ব্বদা তাঁহার আলয়ে যাতায়াত করিতেন এজন্য তাঁহাকে শাসিত করা হইল। অনন্তর শিরোমণি মণ্ডল কর্ম্মচারী ও প্রধান প্রধান প্রজাবর্গের উপস্থিতি জন্য পদাতিক দ্বারা গ্রামে গ্রামে

পত্র প্রেরণ করিলেন তদনুসারে তাহারা নির্দ্দিষ্ট দিনে ভূম্যধিকারীর আলয়ে উপস্থিত হইল। সেই দিন শিরোমণি সহকারী কর্ম্মচারী পরিবেষ্টিত হইয়া মহাসমারোহের সহিত উপবিষ্ট ছিলেন এবং ছোটকর্ত্রী যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া যে সকল আদেশ করিতে ছিলেন তাহা তিনি মণ্ডল কর্ম্মচারী প্রভৃতির সমীপে প্রচার করিতে লাগিলেন। তাহারা করযোড়ে দণ্ডায়মান থাকিয়া আদেশ গুলি শ্রবণ করিতেছিল।

ছোটকর্ত্রী দাসী দ্বারা এক খানি কাগজ শিরোমণির হস্তে দিয়া কহিলেন; "কর্ত্তা ঐ বিনিয়োগ পত্র দ্বারা আমাকে সকল বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী করিয়া গিয়াছেন অতএব আমার সপত্নীর পুত্র বিজয়ের জমিদারী অথবা অন্য কোন বিষয়ের উপর কিছু মাত্র অধিকার নাই। শিরোমণি! এবিষয় প্রজাবর্গকে অবগত করিয়া দাও।"

শিরোমণিকে কিছু বলিতে হইল না; ছোটকর্ত্রী এমন উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া ছিলেন যে সকলে তাহা শুনিয়াছিল। মণ্ডল কর্ম্মচারি প্রভৃতি এক বাক্য হইয়া কহিল "বুড়ো কর্ত্তা অভাবে বিজয় বাবুই আমাদের কর্ত্তা হইবেন।"

ছোটকর্ত্রী ক্রোধে অধীরা হইয়া কহিলেন "হারামজাদাদিগকে কএদ কর।"

শিরোমণি দণ্ডায়মান হইয়া পদাতিদিগকে আদেশ করিলেন; "উহাদিগকে কারাগারে লইয়া যাও।"

পদাতিকেরা মণ্ডল কর্ম্মচারী ও প্রজাবর্গকে লইয়া যাইতেছে এমন সময়ে দৌবারিক আসিয়া নিবেদন করিল।

"ছোটকর্ত্রি! বিজয় বাবু আসিতেছেন, এখন আজ্ঞা কি?"

ছোটকর্ত্রী কহিলেন "বিজয় যেন এ আলয়ে প্রবিষ্ট হইতে না পারে,যে ব্যক্তি তাহার ছিন্ন মুণ্ড আনিয়া আমাকে দেখাইতে পারিবে তাহাকে সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দিব।"

দৌবারিক দ্বারাভিমুখে ধাবিত হইল। শিরোমণি ব্যতিরেকে অপর কর্ম্মচারিগণও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন।

সকলে নিষ্ক্রান্ত হইলে শিরোমণি ছোটকর্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে চিন্তাকুলা দেখিয়া কহিলেন "তোমার বিষণ্ণ বদন কেন?"

ছোটকর্ত্রী কাতর স্বরে কহিলেন "অন্তঃকরণ দুঃখিত হইলেই বদন বিষণ্ণ হয়।"

শিরোমণি—"চিরকালই কি অন্তঃকরণের দুঃখ যাবে না?"

ছোটকর্ত্রী—"এ দুঃখ ত যাবে না; সপত্নীর পুত্র জীবিত থাকিতে ত যাবে না; কৈ তুমি ত বিজয়ের ছিন্ন মুণ্ড আমাকে দেখাইতে পারিলে না।"

শিরোমণি—"কেহই তাহাকে বধ করিতে স্বীকার করে না।"

ছোটকর্ত্রী উচ্চরবে কহিলেন "তুমি স্বয়ং তাহাকে বধ কর না কেন?"

শিরোমণি নত বদনে কহিলেন; "বিজয় অত্যন্ত বলবান ও সাহসী।"

ছোটকর্ত্রীর মুখ বিকৃত হইল। অতিশয় ঘৃণার সহিত

শিরোমণিকে দেখিতে লাগিলেন; কহিলেন "তুমি নিতান্ত কাপুরুষ! তুমি না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে বিজয়কে নিশ্চয়ই বধ করিবে? সেই রাত্রিতে বিজয় চৈতন টীকী ধরিয়া তোমাকে পদাঘাত করিল এবং কত প্রকার অপমান করিল। ছিছি তোমার লজ্জা নাই; আমাকে অমন করিলে হয় তাহাকে বধ না হয় আত্মহত্যা করিতাম। এ মুখ আর কাহাকেও দেখাইতাম না।"

শিরোমণি—"স্বহস্তে ব্রহ্মহত্যা করা মহাপাপ।"

শিরোমণি ব্রহ্মহত্যা করিতে তত পাপজ্ঞান করেন না, যত বিজয়কে দেখিয়া ভয় করেন।

ছোটকর্ত্রীর চক্ষে ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইল; শরীর কম্পিত হইতে লাগিল; আহতা সিংহীর ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন; কহিলেন "তবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে কেন? তখন ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ বলিয়া জ্ঞান ছিল না? যে কর্ম্ম করিতে মনন করিলে সেই কর্ম্ম সম্পাদন কর বা না কর তজ্জনিত পাপ পুণ্যের ফল ভোগী অবশ্যই হইতে হইবে। উহা হইতে নিবৃত্ত থাকিলে অধিকন্তু প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনের পাপ স্পর্শে; দেবধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিলে তাহা যদি এখন প্রতি পালন না কর তবে তোমাতে এবং পশুতে প্রভেদ কি? দূর হও; এমন কাপুরুষের মুখ দেখিতে চাইনা।"

শিরোমণি—"শাস্ত্রে লিখিত আছে ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ। এপাপের মুক্তি নাই।"

ছোটকর্ত্রী সক্রোধে কহিলেন "আবার ব্রহ্মহত্যা মহা-

পাপ! বিজয় কি ব্রাহ্মণ! তাহাতে কি ব্রহ্মণ্য দেব আছেন? সে শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম্ম বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিতেছে না? তজ্জন্য সে কি পতিত হয় নাই? শাস্ত্র বিদ্বেষী ব্যক্তিকে বধ করিলে ব্রহ্মহত্যা হইবে কেন? তাহার মুণ্ড-চ্ছেদন করিতে পারিলে তুমি বরং দ্বিতীয় কালাপাহাড়কে বধ করিয়া হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষার চিহ্ন স্বরূপ কীর্ত্তিস্তম্ভ সংস্থাপিত করিবে। বিজয় আমার সপত্নীর পুত্র! আমার শত্রু; তোমার শত্রু; আবার হিন্দু ধর্ম্মের শত্রু; অতএব তাহাকে বধ করিলে পাপ নাই। তাহাকে হত্যা করিতে যদি সাহস না হয়; তবে ধরিয়া আমার নিকট আন, আমি ঐ শাণিত অসি দ্বারা বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া তাহার শোণিত পান করিব।"

শিরোমণি দ্বিরুক্তি করিলেন না; অসি নিষ্কোষিত করিয়া বায়ুবেগে ধাবিত হইলেন।

বিংশ অধ্যায়।

উচ্ছিন্ন নগরে যে আলয়ে শিরোমণি বাস করেন তাহা পাঠক মহাশয় ভাল করিয়া দেখিয়াছেন। রাত্রিকালে ছোটকর্ত্রীর গুপ্ত-বিলাস ভবনে উপস্থিত হওয়াতে উহা ভাল করিয়া দেখিতে পান নাই। উহার যে প্রকোষ্ঠটি সুসজ্জীভূত তাহা সর্ব্বদা বন্ধ থাকিত। ছোটকর্ত্রীর কএক-জন সহচর ও সহচরী ব্যতীত অন্য কাহার উহাতে প্রবেশ করিতে অধিকার ছিল না। বৃন্দাবনের মধ্যেও ওটী গুপ্ত

বৃন্দাবন, উহাতে কেবল গুপ্ত লীলা হইত। সকল পাঠক, প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত নন এজন্য গুপ্ত বৃন্দাবনের সকল লীলা বিরচিত হইল না। গুপ্ত বিলাস ভবনের অন্য একটি প্রকোষ্ঠে পাঠক মহাশয়কে যাইতে হইবে; বিশেষ প্রয়োজন আছে। প্রকোষ্ঠটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র; ছাদ ভেদ করিয়া বট অশ্বত্থ ইত্যাদি বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে। ভিত্তির জীর্ণ ইষ্টক গুলি এক একখানি অপর খানির উপর নিহিত মাত্র আছে ছাদটিও স্থানে স্থানে ভগ্ন অথচ ঐ ভগ্ন স্থান দিয়া অলোক প্রবেশ করিতে পারে না কেন না ছাদের উপর অনেক বৃক্ষ লতাদি জন্মিয়াছে; ঐ প্রকোষ্ঠের দক্ষিণ দিকে নিবিড় অরণ্য; এজন্য উহা দিবা ভাগেও অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। ফলে এই প্রকোষ্ঠ মনুষ্যের বাসোপযোগী নয়। ছোটকর্ত্রী কখন এখানে ভয়ে পদার্পণও করেন নাই। এই প্রকোষ্ঠ মধ্যে দুই জন মনুষ্য আছেন উভয়ই পাঠক মহাশয়ের পরিচিত। উঁহারা বিজয় ও বিজয়ের ভৃত্য কৃত্তিবাস। বিজয় বিমাতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া অন্যত্র স্থান পাইলেন না; এই ভগ্নালয়ে বাস করিতে বাধ্য হইলেন। এই পর্য্যন্তই যে তাঁহার দুরবস্থার শেষ হইল এমত নহে; কিন্তু উপর্য্যুপরি আপদ শৈল তাঁহার মস্তক উপরি পতিত হইতে লাগিল। বিজয় মলিন বসন পরিধান করিয়া শয্যায় উপবেশন পূর্ব্বক চিন্তা করিতেছিলেন; কৃত্তিবাস নিকটে দণ্ডায়মান ছিল; তাঁহাকে চিন্তাকুল দেখিয়া কোন কথা বলিতে সাহস করে নাই।

বিজয় তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সে কৃতাঞ্জলি পুটে

নিবেদন করিল "বড় বাবু! বাজারে এক পয়সার খাদ্য বস্তু ও ধারে পাইলাম না। ছোটকর্ত্রীর এমন শাসন যে কোন দোকানদারই ধার দিলে না। গত কল্য আহার হয় নাই; আজও উপবাস করিতে হইবে।"

বিজয় কোন উত্তর দিলেন না; কেবল দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। হস্তে অর্থ নাই যে ব্যয় করেন; সঙ্গে যে কিছু নিতান্ত প্রয়োজনীয় তৈজস পত্র ছিল তাহা ক্রমে ক্রমে বিক্রয় করিয়াছিলেন; অবশেষে এককালে অর্থের অনাটন হইয়া পড়িল। দিনান্তে এক সন্ধ্যা আহারেরও সংস্থান ছিল না। কৃত্তিবাস ধার কর্জ করিয়া চালাইত।

বিজয় ভৃত্যের চক্ষু বাষ্পাকুল দেখিয়া কাতর স্বরে কহিলেন "কৃত্তিবাস! কাঁদিস না, বিপদে কাতর হইলে উহার আরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

কৃত্তিবাস কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "বড় বাবু! শুনিয়াছি আপনকার বার্ষিক আয় লক্ষ টাকা, কি আক্ষেপের বিষয়! এখন চাল ডাল খরিদের জন্য হাতে এক কড়া কড়ীও নাই। কি ছিলেন, কি হইলেন,! বিমাতা আপনারে কি না করিল!"

বিজয়—"অদৃষ্টের ভোগ কে এড়াইতে পারে?"

কৃত্তি—"মহাশয়ের বিমাতা রামের বিমাতা কেকয়ী রাণীর সদৃশী; আঃ! ছোটকর্ত্রী তাঁহা অপেক্ষাও অধিকতর নিষ্ঠুরা; কেননা কৈকেয়ীরাণী সপত্নীর পুত্রকে চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত বনবাস দিয়া ছিলেন; কিন্তু আপনকার বিমাতা আপনাকে যাবজ্জীবন বনবাস দিয়াছেন।"

বিজয়—"বিমাতার দোষ কি, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ।"

কৃত্তি—"বাড়ী ছাড়িয়া চন্দ্রপুর যাওয়া অন্যায় কাজ হইয়াছিল। আপনকার পিশীর সন্ধান জন্য প্রথমে যখন চন্দ্রপুর গমন করেন তখনই আলয়ে বিপদ ঘটিল। প্রত্যাগমনের সময় অরণ্যে দস্যু হস্তে বন্দী হইলেন। এবারও পিতৃ সন্ধানে চন্দ্রপুর যাইয়া নির্ব্বাসিত হইলেন।"

বিজয়—"চন্দ্রপুর গমন না করিলেও বিপদ ঘটিত।"

কৃত্তি—"এখন অনাহারেই বুঝি আমাদের প্রাণ যাবে।"

বিজয়—"কৃত্তিবাস! তুমি অন্যত্র গিয়া চাকর থাক। আমার সঙ্গে থাকিয়া আর কত ক্লেশ ভোগ করিবে? আমি ত ক্লেশ সাগরে ডুবিয়াছি, উদ্ধারের আর উপায় নাই।"

কৃত্তিবাস হস্তদ্বারা বিজয়ের পদ-যুগল ধারণ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে কহিল; "আমি কখনই এমন দয়ালু প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া যাইব না।"

অকস্মাৎ একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন "বাপধন বিজয়! আমি তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। বিজয়! আমাকেও তোমার বিমাতা বাটী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন। দুঃখের কথা আর কত কহিব। এক্ষণে বাড়ী বাড়ী ভাড়া ভানিয়া এবং ভিক্ষা করিয়া দিন পাত করিতেছি।"

কৃত্তিবাস—"আমরা ভিক্ষা করিলেও কিছু পাই না; দুই দিন উপবাসী আছি। আঃ ক্ষুধায় আর প্রাণ বাচেনা।"

এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধার মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল; দণ্ডায়মান থাকিতে পারিলেন না; বসিয়া পড়িলেন। এই বৃদ্ধা বাল্যাবস্থায় বিজয়কে লালন পালন করেন; ইনিই ইতি-পূর্ব্বে বিজয়ের মাতৃবধের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধা একটি পুটলী হইতে খুদ বাহির করিয়া দিয়া বাষ্পাকুল লোচনে কহিলেন "বিজয়! তুমি ইহা রন্ধন কর।"

বিজয় উহা রন্ধন করিয়া ভোজন করিলেন; কৃত্তিবাস ও বৃদ্ধা প্রসাদ পাইল। ভিক্ষা করিবার নিমিত্ত বৃদ্ধা ও কৃত্তি-বাস আনন্দ নগরে গমন করিল। বিজয় শয়ন করিলেন, অমনি নিদ্রা আসিল। কোন অবগুণ্ঠণবতী রমণীর কোমল কর স্পর্শে বিজয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল।

রমণী মৃদু মধুরস্বরে কহিলেন "বিজয়! শীঘ্র পলাও; বড় বিপদ।"

বিজয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বিপদ?"

রমণী আর উত্তর দিলেন না; দ্বারের সম্মুখে কোন বৃদ্ধা রমণীকে আসিতে দেখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষ্যায় দ্রুত-বেগে গমন করিলেন।

সেই বৃদ্ধা ধীরে ধীরে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহি-লেন; "বিজয়! তোমার জন্য মোহন ভোগ আনিয়াছি। ভোজন কর।"

বিজয় বদন প্রক্ষালন করিয়া উহা ভোজন করিলেন। অমনি অচৈতন্য হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষ্যায়

রমণীকণ্ঠ নিস্থত মৃদুমন্দ রোদন ধ্বনি হইল। বৃদ্ধা তদ্দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল কিন্তু কাহা-কেও দেখিতে না পাইয়া বিজয়ের নিকট প্রত্যাগত হইল।

ইতি মধ্যে কৃত্তিবাস আনন্দ নগর হইতে প্রতিগমন করিল সেই বৃদ্ধাকে দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া কহিল "তুই মাগি ডাইন না কি? এই মাত্র তোকে আনন্দ নগরে রাখিয়া আসিলাম। আমার আসার পূর্ব্বে এখানে কি প্রকারে আসিলি।"

বৃদ্ধা বিকট হাস্য করিয়া উঠিল; কর্কশ স্বরে কহিল "ডাইন বই কি? তোর মনিবকে খাইয়াছি আবার তোকেও খাইব।"

কৃত্তিবাস তাহাকে অবলোকন করিয়া কহিল "ওমা এ যে সে মাগী নয়।"

কৃত্তিবাস উচ্চৈঃস্বরে বিজয়কে ডাকিতে লাগিল কিন্তু বিজয় কোন উত্তর দিলেন না দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তিন জন অস্ত্রধারী পুরুষ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলে বৃদ্ধা কৃত্তিবাসকে ধরিয়া বন্ধন করিতে লাগিল; তখন সে জানিতে পারিল যে বন্ধনকারী স্ত্রীলোক নয়।

একবিংশ অধ্যায়।

দস্যুগণ বিজয় ও কৃত্তিবাসকে বন্ধন করিল এবং তাহা-দিগকে অরণ্য মধ্য দিয়া বহন করিয়া লইয়া চলিল।

যে দুই ব্যক্তি বিজয়কে লইয়া যাইতেছিলেন, তাঁহারা

উভয়েই ব্রাহ্মণ। একজন অপরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন "ভট্টাচার্য্য! তোমার বড় কষ্ট বোধ হইতেছে না কি?"

ভট্টাচার্য্য উত্তর করিলেন "ভট্টাচার্য্য বলিয়া আর সম্বোধন কর কেন? বেহারা বলিলে ভাল হয় না? এখন তুমিও রাঘবচন্দ্র শিরোমণি নও আমিও কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নই।"

কেশব ভট্টাচার্য্য ছোটকর্ত্রীর সহোদর ভ্রাতা ও বিধুর পিতা।

শিরোমণি কহিলেন "কেশব দুঃখিত হইও না; পুরুষের দশ দশা, ক্ষণেক হাতী ক্ষণেক মশা। এইত আমরা বেহারার কাজ করিতেছি আবার স্বস্থানে গমন করিলে রাজাধিরাজ হইব।"

কেশব—"শিরোমণি! বিজয় বড় ভার; আমি আর বহন করিতে পারি না; সঙ্গী ব্যক্তিরা ইহাকে লইয়া চলুক।"

শিরোমণি—"কৃত্তিবাসকে কে লইয়া যাইবে?"

কেশব—"উহাকে নিয়া আর কাজ কি?"

শিরোমণি—"কালীর নিকট জোড়া বলি দিব।"

কেশব—"তার জন্য চিন্তা কি? কোন পথিককে ধৃত করিয়া বিজয়ের সঙ্গে জোড়া বলি দেওয়া যাবে।"

শিরোমণির আজ্ঞানুসারে অপর দুই ব্যক্তি কৃত্তিবাসকে ভূতলে নিক্ষিপ্ত করিয়া বিজয়কে লইয়া চলিল।

শিরোমণি কৃত্তিবাসকে বধ করিবার নিমিত্ত তরবারি

উত্তোলন করিলেন। সে ক্রন্দন করিতে করিতে কহিল "মহাশয়! মরার উপর খাড়ার ঘা আর কেন দেন? আমি পূর্ব্বেই মরিয়াছি।"

শিরোমণি—"বেটা তুই মরিলে কথা কহিতেছিস কেমন করে?"

কৃত্তি—"মহাশয়! আমি কথা কহিতেছি না; আমি মরিয়া ভূত হইয়াছি সেই ভূতে কথা কহিতেছে।"

শিরোমণি এবং ভট্টাচার্য্য উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। কৃত্তিবাস প্রাণদান পাইল। শিরোমণি প্রভৃতি আর কালব্যজ না করিয়া দ্রুত পদে গমন করিলেন পথি মধ্যে একব্যক্তি দুইটি অশ্ব ও পরিধেয় বস্ত্রাদি লইয়া দণ্ডায়মান ছিল। শিরোমণি ও ভট্টাচার্য্য বস্ত্র পরিধান করিলেন; মস্তকে পরচুল ও বদনে কৃত্রিম শ্মশ্রু ধারণ করিয়া উভয়ে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। এখন উভয়ের মূর্ত্তি সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্ত্তিত হইল।

শিরোমণি আপন শরীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন "কেশব! এখন কি আমাকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত দেখাইতেছে?"

কেশব—"না, একটি বীর পুরুষের মত দেখাইতেছে।"

শিরোমণি—"যখন আমি সেই বৃদ্ধা রমণীর বেশ ধারণ করিয়াছিলাম তখন কি আমাকে পুরুষের মত দেখাইয়াছিল?"

কেশব—"তখন তুমি ঠিক মেয়ে মানুষ হইয়াছিলে।

তুমি কি প্রকারে স্বর পরিবর্ত্তন করিলে? শিরোমণি! তুমি ত সাধারণ মানুষ নও।"

শিরোমণি—"কেশব আর আমাকে শিরোমণি বলিও না।"

কেশব—"কালী মন্দিরে দস্যু সমাজে উপস্থিত হইলে আমাদের নাম পরিবর্ত্তিত হইবে।"

উভয়ে ত্বরায় বিজয়কে কালী মন্দিরে লইয়া আসিতে আদেশ করিয়া অশ্বে কশাঘাত পূর্ব্বক দ্রুত বেগে গমন করিলেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

অরণ্য মধ্যে যে কালী মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই মন্দির সম্মুখীন অঙ্গন ভূমি এই অধ্যায়ের লিখিত বৃত্তান্তের ঘটনা স্থল; অতএব পাঠক মহাশয়কে তথায় উপস্থিত হইতে হইবে। পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার পর দিন অপরাহ্ণে দস্যুগণ সেই অঙ্গন ভূমি মনোহর চন্দ্রাতপ দ্বারা আচ্ছাদন করিল, ঐ চন্দ্রাতপে বৃক্ষ লতাদি চিত্রিত আছে, উহার চতুর্দ্দিকে নানা বর্ণ বিশিষ্ট ঝালর মালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। মন্দির সম্মুখে সারি সারি কদলী বৃক্ষ রোপিত হইল; কদলী বৃক্ষতলে গঙ্গাজল পূর্ণ ঘট সমূহের মস্তকে নারিকেল ও গলদেশে পুষ্পমালা সংস্থাপিত হইল; ঘট ও নারিকেল সমূহ সিন্দুর দ্বারা রঞ্জিত হওয়ায় বিলক্ষণ সুদৃশ্য হইল। পুরোহিত পাষাণ ময়ী

কালী মূর্ত্তি বনফুলে সাজাইয়া অপর দস্যুগণকে পূজার আয়োজন করিতে বলিলেন। তদনুসারে তাহারা পূজার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল। আজ পূজার বড় ঘটা! হবে না কেন? আজ আনন্দ নগরের ভূম্যধিকারিণীর মানসিক পূজা। ছোটকর্ত্রী স্বহস্তে নানা বিধ খাদ্য বস্তু প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়াছেন। আজ পূজায় এক শত ছাগ, দশটিমহিষ, একটি নর বলি হইবে। কএক জন দস্যু সেই অঙ্গন ভূমির দক্ষিণাংশে কারুকার্য্যমণ্ডিত বিবিধ আস্তরণ বিস্তৃত করিল, মধ্য স্থলে একটী তকিয়া রাখিয়া উহার উভয় পার্শ্বে রজত নির্ম্মিত গোলাপ পাশ ও আতর দান রাখিল। রজনী উপস্থিতা হইলে মহারুদ্র নামা সর্ব্বপ্রধান দস্যু, অন্যান্য প্রধান দস্যুগণ সহ কালী মন্দিরে আগমন করিলেন। মহারুদ্র দেবীকে ভক্তি ভাবে প্রণাম করণান্তর প্রধান প্রধান দস্যু পরিবেষ্টিত হইয়া তকিয়া ঠেশ দিয়া বসিলেন। কিঙ্করগণ চামর ব্যজন করিতে লাগিল। মহারুদ্র সঙ্গীগণ সহ সুরাপান করিতে লাগিলেন। মহারুদ্রকে সর্ব্বপ্রধান দস্যু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি; কিন্তু দস্যু সমাজে তিনি দস্যু রাজ বলিয়া আখ্যাত ছিলেন। অতএব ইহার পর তাঁহাকে দস্যু রাজ অথবা দস্যুপতি বলিয়া উল্লেখ করা যাইবে। অন্যান্য রাজার ন্যায় তাঁহার বিভব ছিল; অরণ্য তাঁহার রাজ্য, ধনী ব্যক্তি মাত্রই তাহার প্রজা। কর আদায়ের নিমিত্ত ৫০০০ সহস্র সৈন্য তাঁহার অধীনে ছিল। রুদ্র নামা ব্যক্তি সেনাধ্যক্ষ, মাধব নামা ব্যক্তি তাহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। মাধব ফৌজদারীর মোক্তার ছিলেন এজন্য সর্ব্বদা দস্যু

সমাজে আসিয়া মন্ত্রণা দিতে পারিতেন না। অবসর মতে রাত্রিকালে দস্যুপতির সমীপে উপস্থিত হইতেন।

মাধব সুরা পূর্ণ পাত্র দস্যুপতির হস্তে দিলে তিনি তাহা পান করিয়া কহিলেন। "যে ব্যক্তি সুরাপান করে নাই সেই ব্যক্তি সুখ পদার্থ কি তাহা জানে না। তাহার মানব জন্ম বৃথা; সে মনুষ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, তাহাকে দ্বিপদ পশু বলা অন্যায় নহে।"

মাধব দস্যুরাজের হস্ত হইতে সুরাপাত্র গ্রহণপূর্ব্বক উহা সুরাপরিপূরিত করিয়া পান করিলেন এবং পুনরায় পাত্র সুরায় পূর্ণ করিয়া রুদ্রের হস্তে দিয়া কহিলেন "দেবগণ অমৃত পান করেন; পৃথিবীতে অমৃত নাই, তৎপরিবর্ত্তে সুরার সৃষ্টি হইয়াছে। আহা! উহা পান করিলে অন্তঃকরণ সুখ সাগরে মগ্ন হয়। যাহা পান করিলে কামাগ্নি প্রবল হয়, সাহস বৃদ্ধি পায় এবং অন্তঃকরণে চিন্তা থাকে না, হে সেনাধ্যক্ষ! তাহা তুমি পান করিয়া এই শরীরেই স্বর্গ সুখ ভোগ কর।"

রুদ্র পান করিয়া কহিলেন, "মন্ত্রিবর! তুমি যথার্থ বলিয়াছ; সুরাপান করিলে জীবিত মানেই স্বর্গ সুখ ভোগ হয়, এই নির্ম্মল পদার্থ উদরস্থ হইলে কি অট্টালিকায়, কি খট্টোপরি কোমল শয্যায়, কি ভূমিতলে, কি দুর্গন্ধময় স্থানে, যেখানে শয়ন করিয়া থাক না কেন, পরম সুখে নিদ্রা যাইবে। তখন দৈহিক অথবা মানসিক যন্ত্রণায় অন্তঃকরণ আক্রান্ত হইবে না। এ পৃথিবীতে উহা হইতে আর কি সুখ আছে? অমরগণ অমৃত পান করিয়াও এত সুখ ভোগ করেন না।"

মাধব—"সুরাপান করিলে মন খুলিয়া যায়; কপটতা, তঞ্চকতা, মনের মলিনতা প্রক্ষালিত হয়। কেবল সরলতা মাত্র তথায় বাস করে।"

দস্যুপতি—"সাধুর অন্তঃকরণই সরল।"

মাধব—"অতএব সুরাপায়ী ব্যক্তিই সাধু।"

দস্যুপতি উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন; কহিলেন, "মন্ত্রিন্। তুমি ত সুরাপায়ী অতএব তুমিই সাধু।"

মাধব দস্যুপতির পদধুলি মস্তকে গ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন; "প্রভো! আমি সাধুর চেলাবটি।"

দস্যুপতি সহাস্য বদনে কহিলেন, "জহরীই জহর চিনে।"

পুরোহিত দস্যুপতির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া করজোড়ে নিবেদন করিলেন "দস্যুরাজ! আনন্দ নগরের ভূম্যধিকারিণী সপত্নীর মৃত্যু কামনায় সপত্নীপুত্র বিজয়কে বলি দিয়া কালীপূজা করিবেন এমন মানস করেন; জগদম্বার ইচ্ছায় তাঁহার সপত্নীর মৃত্যু হইয়াছে। অতএব আজ বিজয়কে বলি দিয়া তাঁহার সেই মানসিক পূজা নির্ব্বাহ হইবে। এখন অনুমতি হইলে পূজারম্ভ করিতে পারি।"

দস্যুপতি পুরোহিতকে পূজার অনুমতি দিয়া সকলকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন "আনন্দ নগরের ভূম্যধিকারী আমার পরম শত্রু, আজ তাহার পুত্র বিজয় নিহত হইবে। ইহাতে আমার অন্তঃকরণ আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইয়াছে। অতএব তোমরাও আমার সুখে সুখী হও; সকলে সুরাপান করিয়া আমোদ প্রমোদে সময় অতিবাহিত কর। আজ

সমস্তরাত্রি মদিরা ভাণ্ডারের দ্বার খোলা থাকিবে। যাহার যত ইচ্ছা সে তত পান করিতে পারিবে।”

দস্যু সকল হর্ষগদগদস্বরে কোলাহল ধ্বনি করিয়া উঠিল। এবং ভাণ্ডার হইতে প্রচুর সুরা আনিয়া পান করিতে লাগিল। দস্যুপতি, সেনাপতি এবং মন্ত্রী প্রভৃতি অতি অল্প ক্ষণের মধ্যে মত্ততা বিহ্বল হইয়া জ্ঞান শূন্য হইলেন। পুরোহিত পূজা করিতে লাগিলেন; বলির সময় উপস্থিত হইল। মন্দিরে যে দীপটী জ্বলিতেছিল তাহা প্রাঙ্গনে আনীত হইল।

দস্যুগণ আলোক ঘৃণা করে, অন্ধকার ভাল বাসে। তাহারা অন্যান্য দেব দেবী অপেক্ষা কালী পূজায় অধিকতর রত। তাহাদের নিকট কৃষ্ণবর্ণ বস্তু মাত্রই অধিক আদরণীয়। ঘোর অন্ধকার রাত্রিই দস্যুবৃত্তির সময়। মুখে কালী মাখিয়া দস্যুবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হওয়াই প্রথা। এজন্য এমন সমারোহের পূজায় ও একটিমাত্র দীপ ধীরে ধীরে জ্বলিতেছিল।

ছাগমহিষ বলি হইলে পর দস্যুপতি নরবলি দিবার নিমিত্ত অসি হস্তে ধারণ করিলেন কিন্তু মত্ততায় এত বিহ্বল হইয়াছিলেন যে দণ্ডায়মান থাকাও অসাধ্য হইল। সকল দস্যুরই এই অবস্থা। বিজয় বন্ধনাবস্থায় যূপকাষ্ঠ সমীপে নীত হইলেন, একবার নেত্রোন্মীলন করিলেন। সকল স্বপ্নবৎ দেখিতে লাগিলেন ভয় প্রযুক্তই হউক অথবা অন্য কারণেই হউক অবিলম্বে তাঁহার উভয় চক্ষু মুদিত হইল। চিরকালের জন্য কি তাঁর চক্ষু মুদিত হইল? ঈশ্বর জানেন।

অকস্মাৎ মন্দির মধ্যে হুহুংকার শব্দ হইতে লাগিল। দস্যুগণ মত্ততা বিহ্বল ছিল; ভীষণ নিনাদ শ্রবণে কম্পিত হৃদয় হইয়া ভয় চকিত নয়নে তদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল; দেখিল জীবিতময়ী কালী ডাকিনী যোগিনী ভূত পিশাচী সহকারে অসিহস্তে নৃত্য করিতে করিতে মন্দির হইতে নামিতেছেন।

জীবিতময়ী কালী দস্যুপতির সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া গভীর স্বরে কহিলেন “দুরাত্মন্! স্ত্রীহত্যা করিয়াছিস্ আবার ব্রহ্মহত্যা করিতে উদ্যত !!!”

যদি তদ্দণ্ডে দস্যুপতির মস্তকে বজ্রপাত হইত, তাহা হইলেও তিনি এমত ভীষণ চীৎকার শব্দ করিয়া উঠিতেন না। তাঁহার হস্ত হইতে অসি ঝন ঝন শব্দে ভূতলে পড়িল এবং তিনিও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। ডাকিনী যোগিনী শাণিত অসি সঞ্চালিত করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন; দীপধারীকে অসি আঘাত করিতে উপক্রম করিলে সে বেগে পলায়ন করিল, হস্ত হইতে দীপ ভূতলে পড়িয়া নির্ব্বাপিত হইল।

ভীষণ চীৎকার শব্দ শুনিয়া পুরোহিত উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন “সকলে শীঘ্র পলায়ন কর, দস্যুদল নিহত করিবার নিমিত্ত কালী খড়্গ হস্ত হইয়াছেন।”

দস্যুগণ উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

বিজয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি লোচনোন্মীলন করিলেন; জানিতে পারিলেন, কোন অন্ধকার কক্ষ্যায় পশু চর্ম্মোপরি শয়ান আছেন। শরীর অত্যন্ত অসুস্থ, দুর্ব্বল এবং অবশ; সর্ব্বাঙ্গে বেদনা হইয়াছে। চিত্ত অপ্রফুল্ল, নিস্তেজ এবং ভ্রান্তিযুক্ত। তদীয় চিত্ত, ভীষণ স্বপ্ন দর্শনে নির্নিদ্র নিঃসঙ্গ বিকল চিত্তের ন্যায় ত্রাসযুক্ত। বিজয় যেন ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়াই জাগ্রত হইলেন। কৃত্তিবাসকে ডাকিতে লাগিলেন, সে উত্তর দিল না। কৃত্তিবাস কি এখানে আছে যে উত্তর দিবে? বিজয় বিরক্ত হইয়া শয্যা হইতে উঠিলেন; কক্ষ্যাদ্বার উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করিলেন; উহা বহির্দ্দিকে বন্ধ থাকাতে চেষ্টা নিষ্ফল হইল। আবার কৃত্তিবাস কৃত্তিবাস বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, তাহার উত্তর না পাইয়া কক্ষ্যা মধ্যে ইতস্ততঃ পাদ বিচরণ করিতে লাগিলেন, তাহাতেও বিরক্তি বোধ হইল। শয্যায় উপবেশন পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল চিন্তার পর জানিতে পারিলেন, এটি তাঁহার শয়ন ঘর নয়; তদপেক্ষা ইহা অপ্রশস্ত। কাতর স্বরে কহিলেন "আমি কোথায়? স্বপ্ন দেখিতেছি নাকি? না, এত স্বপ্নাবস্থা নয়, তবে এখানে কেন? আমাকে এখানে কে আনিল? আমি কি বন্দী?" অনেকক্ষণ চিন্তার পর কালী মন্দির সম্মুখীন প্রাঙ্গণে দস্যুগণ যে তাঁহাকে বলিদিবার উপক্রম করিয়াছিল তাহা মনে পড়িল। অনুমান করিলেন কোন কারণবশতঃ তাহারা তাঁহাকে বলি দিতে পারে নাই; এজন্য কারারুদ্ধ রাখিয়াছে। কোন্ সময় দস্যু কর্ত্তৃক ধৃত হন তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া স্মরণ হইল না। কালী মন্দির সম্মুখীন প্রাঙ্গণে যাহা যাহা প্রত্যক্ষ করেন, তাহা বই আর কিছুই স্মরণ হইল না। কিন্তু কি প্রকারে ঐ প্রাঙ্গণে এবং ঐ প্রাঙ্গণ হইতে এই কক্ষ্যায় আনীত হন তাহা মনে পড়িল না। হস্তোপরি মস্তক সংস্থাপিত করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন; কতপ্রকার হৃদয় বিদারক দুশ্চিন্তা আসিয়া মনে উপস্থিত হইল। বিজয় দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন; তাহাতেও তিমিরময় চিন্তাচ্ছন্ন হৃদয় আকাশ পরিষ্কার হইল না। উভয় চক্ষু দিয়া দর দর বারি ধারা বিগলিত হইতে লাগিল; তাহাতেও ক্লেশ পরিপূর্ণ মন যেমন তার তেমনি রহিল। উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; তাহাতেও দুরবস্থাপ্রপীড়িত মন সুস্থির হইল না। কত বিপদ কত আপদ গিয়াছে, বিজয় কখনই ক্রন্দন করেন নাই; কিন্তু আজ তাঁহার অন্তঃকরণে অনিবার্য্য শোকাবেগ উচ্ছলিত হইয়া উঠিল কেন? তদীয় ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য কোথায়? ক্লেশ সহিষ্ণু স্বভাব কোথায় গেল? মনে আর কি প্রবোধ মানে? বিজয় বিমাতার কোপ চক্ষে পড়িয়া মুহূর্ত্তেক জন্যও স্থির নন্, আবার পদে পদে বিপদ। এমন কি তিনি বিপদ সাগরে ভাসমান আছেন, উহাতে গ্রহ-বৈগুণ্য দ্বারা ভয়ঙ্কর দুরদৃষ্ট তরঙ্গ মালা উত্থিত হইয়াছে। মানসাকাশ নৈরাশ তিমিরাচ্ছন্ন থাকায়, সকল শূন্যময়; চতুর্দ্দিক অন্ধকার ময় দেখিতেছেন।

বিজয় কাতর স্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন "মাতঃ! তুমি মানব লীলা সংবরণ করিয়া স্বর্গে বাস করিতেছ। তোমার পুত্র বিজয় যে কত ক্লেশ ভোগ করিতেছে তাহা কি তুমি দেখিতেছ না! তোমার মৃত্যুর পর হইতেই আমার ক্লেশ আরম্ভ হয়। মা! আমি আর ক্লেশ সহ্য করিতে পারি না; বিমাতা আমাকে নির্ব্বাসন করিয়াও ক্ষান্ত হন্ নাই; আমাকে বধ করিবার নিমিত্ত এই কারাগারে বন্দী রাখিয়াছেন্।

বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে কে যেন কাঁদিতে লাগিল। বিজয় উহা স্বীয় ক্রন্দন ধ্বনির প্রতিধ্বনি অনুমান করিলেন। কিন্তু তিনি নীরব হইলেও উহা শুনা যাইতে লাগিল। সেই ক্রন্দন ধ্বনি রমণীকণ্ঠ বিনির্গত। বিজয়ের বোধ হইল যেন তাঁহার মাতা রোদন করিতেছেন। সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল, ভয় বিস্ময় যুগপৎ তদীয় হৃদয় মন্দির অধিকার করিল। বিজয় একবার অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন; বাঁচিবার কোন ভরসা ছিল না; তাঁহার মাতা ব্যাকুলা হইয়া সমীপে উপবেশন পূর্ব্বক অনুচ্চস্বরে যেমন ক্রন্দন করিতে ছিলেন, ঠিক সেইরূপ ক্রন্দন ধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল।

বিজয়ের অন্তঃকরণে এক রূপ অনির্ব্বচনীয় ভাবোদয় হইল। গদগদচিত্তে, সকরুণস্বরে কহিতে লাগিলেন "মাতঃ! তোমার পবিত্রাত্মা অপত্য স্নেহ পরবশ হইয়া সুখধাম স্বর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যন্ত্রণাগার স্বরূপ এই ধরাতলে পুত্রের ক্লেশ কি দেখিতে আসিয়াছে? সে কি? মৃত্যুর পর ও কি আত্মা শোক দুঃখ পরতন্ত্র! আমার খেদ-

উক্তি কি গগনমণ্ডল স্পর্শ করিয়াছে? নতুবা তুমি কি প্রকারে এখানে আসিলে? আমি যে এই কারাগারে বন্দী আছি তাহাই বা কি প্রকারে জানিতে পারিলে? সকলই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। অথবা জীবিতমানে আমাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতে সেই জন্য এক্ষণে তোমার পবিত্রাত্মা অহর্নিশ আমার চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণ করিতেছে; পুত্র বৎসলা স্নেহময়ী জননীর সন্তানই প্রাণ স্বরূপ; মৃত্যুর পর ও, মা! তুমি আমার মায়া পরিত্যাগ করিতে পার নাই।"

বামাস্বরে কে যেন কহিল "বিজয়! আমি তোমার মাতা নই।"

বিজয় জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে?"

হঠাৎ সেই কক্ষ্যাদ্বার উদ্ঘাটিত হইল অন্ধকার ময় কক্ষ্যাভ্যন্তরে বালসূর্য্য কিরণ প্রবেশ করাতে আলোকময় হইল! প্রাতঃ সূর্য্যকর প্রোদ্ভিন্ন পদ্মবৎ বিজয়ের তিমিরাচ্ছন্ন হৃৎপদ্ম প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। দেখিলেন সম্মুখে ভৈরবী দণ্ডায়মানা। তদীয় উভয় চক্ষু প্রাবৃট নীরদ নিঃসৃত নীর-ধারা, পরি-পূরিত; ভৈরবীই ক্রন্দন করিতে ছিলেন।

ভৈরবী কহিলেন "বিজয়! আমি তোমার মাতা নই।"

বিজয় তাঁহার পদ যুগল হস্তদ্বারা ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন "তুমিই আমার মাতা।"

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

রাত্রিকালে বিজয় ভৈরবীর আশ্রম হইতে যাত্রা করিলেন। তাঁহার অগ্রে অগ্রে এক অবগুণ্ঠনবতী গমন করিলেন। ইনি সঙ্গে না থাকিলে অরণ্যের দুর্গম পথ দিয়া গমন করা বিজয়ের পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। ইহার বদন বিজয় দেখিতে পাইলেন না; ইনি সুন্দরী কি কুৎসিতা, যুবতী কি বৃদ্ধা, তাহা জানিবার জন্য অভিলাষীও ছিলেন না। কিন্তু কি নিমিত্ত অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন তাহা জানিবার জন্য তাঁহার অন্তঃকরণ কৌতূহলাক্রান্ত হইল।

বিজয় জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি ভৈরবীর সহচরী?"

রমণী উত্তর করিলেন "না।"

বিজয়—"অবশ্য তাঁহার পরিচিতা হইবে?"

রমণী—'যখন আমি এই অরণ্যে ছিলাম তখন ভৈরবী আমার সঙ্গে কখন আলাপও করেন নাই; আমাকে দেখিলে গৃহ মধ্যে প্রবেশিয়া দ্বার রুদ্ধ করিতেন। অতএব তাঁহার পরিচিতা কি প্রকারে বলিতে পারি?"

বিজয়—"এখানে কাহার আশ্রয়ে ছিলে?"

রমণী—"দস্যুপতির।"

তরঙ্গাহত পদ্মবৎ বিজয়ের হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল অগ্রসর হইতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

রমণী তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন "বিজয়! আমি তোমাকে ফাঁদে ফেলিব না।"

বিজয় দণ্ডায়মান রহিলেন।

রমণী—"দণ্ডায়মান রহিলে কেন? আবার দস্যু পতির হস্তে পড়িলে তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না।"

বিজয় নিরুত্তর হইয়া পূর্ব্ববৎ দণ্ডায়মান রহিলেন।

রমণী উৎকণ্ঠিতা হইয়া কহিলেন "মুহূর্ত্তেক মাত্র বিলম্ব করিলে তোমার জীবন ধ্বংস হইবে। আমার সঙ্গে সঙ্গে আইস, আমি তোমার অহিত চেষ্টা করিব না।"

বিজয়—"দস্যুপতির আশ্রিতা রমণী আমার হিতৈষিণী হইবে কেন?"

রমণী—"আমার কথায় তোমার বিশ্বাস হইতেছে না?"

বিজয়—"না।"

রমণী—"শিরোমণি বৃদ্ধা দাসীর বেশ ধারণ করিয়া তোমার কক্ষ্যায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আমি তোমাকে সতর্ক করি স্মরণ হয়?"

বিজয়—"স্মরণ হয়।"

বিজয় এত ক্ষীণ স্বরে এই কথা কহিলেন যে রমণী তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া অঙ্গুলী হইতে অঙ্গুরীয় খুলিয়া তাহার হস্তে অর্পণ করিলেন। বিজয় উহা নিজ অঙ্গুলীতে দিয়া তৎক্ষণাৎ উন্মোচন পূর্ব্বক প্রত্যার্পণ করিলেন, গদগদ চিত্তে কহিলেন; "এবারও তুমিই আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ?"

রমণী—"আমি নই, ভৈরবী।" কালীমন্দিরের পুরোহিতের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল; তিনি আমার অনুরোধে ভৈরবীর নিকটে গিয়া তোমার জীবন রক্ষার জন্য মন্ত্রণা

করেন; ভৈরবী তাঁহার পরামর্শ মতে কালীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন।"

বিজয়—" আমি ভৈরবীর মুখে সকল কথা শুনিয়াছি। প্রকৃত প্রস্তাবে তুমিই আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ। তুমি এ সংবাদ না দিলে আমি কখনই রক্ষা পাইতাম না। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে আমার জীবন রক্ষাকারিণী কে তাহা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারিলাম না।"

রমণী—"এখন আমার নাম প্রকাশ করিতে পারিব না।"

বিজয়—" কেন?"

রমণী—" যেমন গগণমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হওয়ায় চন্দ্রমা স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে না, সেই রূপ দৈব দুর্ঘটনায় আমার জীবন বৃত্তান্ত সমাচ্ছন্ন থাকায় আপাততঃ অপরিচিত থাকিব; যে দিন আপনার মৃত্যুর উপায় অবলম্বন করিব, সেই দিন আত্ম পরিচয় দিব।"

বিজয়—" এখন কোথায় যাবে?"

রমণী—" শিরোমণির আশ্রমে।"

বিজয়—" শিরোমণি কে?"

রমণী—" তোমার পিতার পরম শত্রু।"

বিজয়—" কি নিমিত্ত শিরোমণি আমার পিতার পরম শত্রু?"

রমণী—" আমার জীবন বৃত্তান্তের সহিত ঐ শত্রুতার কারণ উল্লেখ করিব। শিরোমণি তোমাকে বধ করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিতেছেন; তাঁহার এই দুরভিসন্ধি নিবৃত্ত করিতে পারিলেই কৃতার্থম্মন্যা হই।"

বিজয়—" কি প্রকারে নিবৃত্ত করিবে।"

রমণী—" কৌশলে।"

বিজয়—" কৌশল সর্ব্বদা ফলদায়ক হয় না।"

রমণী ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন " শিরোমণিকে স্বহস্তে বধ করিয়াও তোমাকে নিষ্কণ্টক করিব।"

এক ব্যক্তি পশ্চাদ্দিক হইতে কহিল, "আজ শিরোমণির হস্তে রক্ষা পাইলে ত।"

বিজয় ও রমণী পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, দুই জন অস্ত্রধারী পুরুষ আসিতেছে। বিজয়ের হস্তে কোন অস্ত্র ছিল না। অতএব বিজয় পশ্চিম দিকে, রমণী উত্তর দিকে দ্রুতবেগে পলায়ন করিলেন।

দুই জনকে ভিন্ন ভিন্ন দিকে পলায়ন করিতে দেখিয়া, অস্ত্রধারী পুরুষদ্বয়, কে কোন্ দিকে যাইবে তাহা সাব্যস্ত করিবার জন্য ক্ষণকাল দণ্ডায়মান রহিল।

একজন অপরকে কহিল, "কেশব তুমি পশ্চিমদিকে যাও, আমি উত্তর দিকে যাইতেছি; বিজয় যাহার হস্তে পড়িবে সে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বধ করিবে।"

কেশব—"শিরোমণি! তোমার বিন্দুকেও বধ করিতে হইবে। উহার মনোগত ভাব বুঝিলে ত?"

শিরোমণি—"বুঝিয়াছি।"

দুইজন দুইদিকে ধাবিত হইল, এক্ষণে গ্রন্থকর্ত্তা কাহার অনুগমন করিবে? শিরোমণির? কি কেশবের? শিরো-

মণির। শিরোমণি যে যে পথে গমন করেন তাহা দেখানই এই আখ্যায়িকার প্রধান উদ্দেশ্য।

শিরোমণি তরবারি হস্তে ধাবমান হইলেন। বিলাস ভবনের যে কক্ষ্যায় বিজয় অবস্থিতি করিতেন, সেই কক্ষ্যায় প্রবেশিয়া তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু তাঁহার অন্বেষণ নিষ্ফল হইল। জনপ্রাণী মাত্র ও তথায় ছিল না। অনেকক্ষণ পর তথা হইতে আনন্দ নগরাভিমুখে গমন করিলেন। পথিমধ্যে দেখিলেন বিন্দু ভূতলে শয়নে আছেন। পথশ্রমে কাতরা হইয়া নিদ্রাভিভূতা হইয়াছেন। শিরোমণি ইহাকে বধ করিবার নিমিত্ত তরবারি উত্তোলিত করিলেন; কিন্তু উহা সেই ভাবেই রহিল। এই দুরাচারের পাষাণাওঃকরণ কি স্নেহ নীরে আর্দ্রীভূত হইল? শিরোমণি ইহাঁর প্রণয় পাশে বদ্ধ ছিলেন; বিন্দু যেরূপ আচরণ করুন না কেন শিরোমণি কি সহসা তাঁহাকে বধ করিতে পারেন। বিশেষতঃ কণ্ঠস্থিত অমূল্য মণির আলোক দ্বারা বিন্দুর অনাবৃত বক্ষঃস্থল দেখিয়া শিরোমণির মাথা ঘুরিয়া গেল। শিরোমণি তরবারি ভূতলে নিক্ষিপ্ত করিয়া মানসিক অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা জন্য বিন্দুর পদযুগল মস্তকে ধারণ করিলেন। বিন্দু নিদ্রাবেশে পদাঘাত করিলেন। শিরোমণির নাসিকা আহত হইয়া রক্ত নিস্থত হইতে লাগিল।

সর্পের মস্তক পদ দলিত হইলে কোপভরে যেমন ঊর্দ্ধ ফণা হয়, সেইরূপ শিরোমণি ক্রোধে অধীর হইয়া তরবারি হস্তে ধারণ করিলেন; কহিলেন "আবার পদাঘাত! অবিশ্বাসিনি! আমার আশ্রিতা হইয়া শত্রুর উপকার করিস্!

এত গুরুতর অপরাধ আবার আমাকে পদাঘাত! এবার নয়ন মুদ্রিত করিয়া তোর মস্তক চ্ছেদন করিব। তাইত, নয়ন মুদ্রিত করিয়াও যে আঘাত করিতে পারিতেছি না? না, না, মনের নিষেধ মানিব না। অবিশ্বাসিনী স্ত্রী বধ্যা।"

শিরোমণি তরবারি উত্তোলিত করিলেন; তাঁহার কঠীন হস্ত, কোমল হস্ত দ্বারা ধৃত হইল। মৃদু মোহন স্বরে এইকথা উচ্চারিত হইল, "স্ত্রী অবিশ্বাসিনী হইলেত বধ্যা নহে।"

শিরোমণি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ছোটকর্ত্রী! এত রাত্রিতে এখানে কেন?"

ছোটকর্ত্রী উত্তর করিলেন "আমি গুপ্ত বিলাস ভবনেই ছিলাম; কালীপূজা নির্ব্বিঘ্নে সাঙ্গ হইয়াছে ত?"

শিরোমণি—"নরবলি হয় নাই।"

যদি সর্ব্বস্বান্ত হইত তাহা হইলেও ছোটকর্ত্রী অত দুঃখিতা হইতেন না। নর বলি হয় নাই, তবে তাঁহার সপত্নীরপুত্র বিজয় জীবিত আছেন? এত ষড়যন্ত্র! এত মন্ত্রণা! এত দুরভিসন্ধি! সকলই নিষ্ফল হইল? একি সাধারণ দুঃখ! নরবলি হয় নাই, এই কথা শুনিয়া ছোটকর্ত্রী বসিয়া পড়িলেন।

শিরোমণি ধীরে ধীরে কহিলেন "তোমার ভ্রাতা কেশব বিজয়ের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছেন; দুঃখিত হইও না; বিজয় নিশ্চয়ই নিহত হইবে।"

ছোটকর্ত্রী—"বিন্দুকে বধ করিতে উপক্রম করিয়াছিলে কেন?"

শিরোমণি—"এই অবিশ্বাসিনীই বিজয়কে রক্ষা করিয়াছে।"

ছোটকর্ত্রী—"তবে উহাকে বধ কর।"

শিরোমণি বিন্দুকে বধ করিতে উপক্রম করিলেন; তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ পূর্ব্বেই হইয়াছিল। এই ভয়ানক কর্ম্মের অনুষ্ঠান দেখিয়া বিন্দু চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

অকস্মাৎ এক ব্যক্তি শিরোমণির হস্ত ধরিল।

শিরোমণি জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে?"

ধৃতকারী উত্তর করিল "তোমার বাবা মাহামুদ আলি।"

শিরোমণি তাহার পরিচ্ছদ আদি দেখিয়া কহিলেন, "জমাদার সাহেব?"

মাহামুদআলি—"জমাদার নই; বরকন্দাজ।"

শিরোমণি—"মাহামুদ আলি এই নাম শুনিয়া জমাদার জ্ঞান করিয়া ছিলাম। মছলমানের পদ বৃদ্ধি না হইলেত তলের মামুদ উপরে উঠে না? "উল্বা তুল্বা আগে থাকে পাছে হয় উদ্দিন, তলেরমামুদ আগে যায় কপাল বাড়ে যদ্দিন।"

বরকন্দাজ রাগান্বিত হইয়া কহিল "হারাম জাদা কাফর! তুই জানিস না, আমার শ্যালা ডিপুটি মাজিষ্ট্রর; ভগ্নীপতি মুনসেফ। বেটা তোর কাছে আমার খানদানের পরিচয় দিয়া কাজ কি? এখন আমি যে যে ছওয়াল করি তাহার জওয়াব দে। তুই এখানকার জমিদারের পুত্রকে খুন করিয়াছিস্?

শিরোমণি হর্ষোৎফুল্ললোচনে ছোটকর্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি

পাত করিলেন; তদ্বারা এই মনোগত ভাব প্রকাশ পাইল যে মনস্কামনা সিদ্ধি হইয়াছে।"

ছোটকর্ত্রীও শিরোমণির প্রতি তদনুরূপ দৃষ্টিপাত করিলেন। এবং তদ্বারা শিরোমণির মনোগত ভাব যে বুঝিয়াছেন যেন তিনি তাহার উত্তর দিলেন।

মাহামুদআলি—"তুই আবার ঐ মেয়ে মানুষটীকে খুন করিতে আরম্ভ করিয়া ছিলি?"

শিরোমণি—"তাহা উহাকে জিজ্ঞাসা কর।"

ছোটকর্ত্রী ধীরে ধীরে কহিলেন, "আমার প্রতি দৌরাত্ম্যোদ্যমও হয় নাই।"

আলি—"তবে চীৎকার করিল কে?"

বিন্দু একটি বৃক্ষের অন্তঃরালে উপবিষ্ট ছিলেন। মাহামুদ আলির সঙ্গীগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তথায় লইয়া আসিল।

পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন কারী বিন্দুকে জিজ্ঞাসা করিল? "তুমি চীৎকার করিয়াছিলে?"

বিন্দু—"আমি চীৎকার করিয়া ছিলাম।"

আলি—"কেন?"

বিন্দু—"শিরোমণি আমাকে বধ করার উপক্রম করিয়াছিলেন।

আলি—"উহার সহিত শত্রুতা কি?"

বিন্দু—"উহাঁর সহিত কোন শত্রুতা নাই; উনি আনন্দ নগরের ভূম্যাধিকারীর পুত্র বিজয় বাবুর শত্রু। বিজয়ের উপকার করিতে গিয়া আমি উহাঁর শত্রু হইয়াছি।"

আলি।—আনন্দ নগরের জমিদারের পুত্রের লাস এই অরণ্য মধ্যে আছে; তাঁহাকে কে খুন করিল জান?"

বিন্দু এই প্রশ্নের আর উত্তর করিতে পারিলেন না; চীৎকার করিয়া উঠিয়া অচৈতন্যা হইলেন।

পোলিশের বরকন্দাজেরা সকলকে লইয়া থানায় গমন করিবার উদ্যোগ করিল; ছোটকর্ত্রী গলার স্বর্ণ হার তাহাদিগকে দিয়া মুক্তিলাভ করিলেন। যাইবার সময় শিরোমণির কানে কানে কহিলেন "যদি বিজয় হত হইয়া থাকে তবে শীঘ্র আমাকে পত্র লিখিও; পত্র বাহক উহা অপেক্ষা অধিক পুরস্কার পাইবে।"

মাহামুদ আলি বরকন্দাজ শিরোমণি এবং বিন্দুকে লইয়া থানায় উপস্থিত হইল। দারগা এবং জমাদার উচ্ছিন্ন নগরে যে নরহত্যা হয় তাহার সংবাদ পাইয়াছিলেন অথচ ঘটনা স্থলে গমন করেন নাই; কেবল শয্যা হইতে থানার কাছারিতে উপস্থিত হইয়াছেন। দারগা মহাশয় বড় কাজের লোক! এত রাত্রিতে আবার কাছারিতে আসিয়াছেন; অন্য দারগা হইলে বিছানাতে শুয়ে শুয়েই নেজ লাড়িতেন।

আলি করজোড়ে নিবেদন করিল, "দারগা সাহেব! শিরোমণিই আনন্দ নগরের জমিদারের পুত্রকে বধ করিয়াছে; এই মেয়ে মানুষটিকে জিজ্ঞাসা করিলেই সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইবেন।"

দারগা রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি?"

উত্তর করিলেন—"বিন্দু।"

দারগা।—"শিরোমণি যখন খুন করে তখন তুমি সেখানে ছিলে?"

বিন্দু—"না।"

দারগা—"এই মোকদ্দমার বিষয় কিছু জান?"

বিন্দু—"অরণ্য মধ্যে শিরোমণি আমাকে এবং বিজয় বাবুকে বধ করিবার নিমিত্ত আক্রমণ করিলে আমরা ভিন্ন ভিন্ন দিকে পলায়ন করি।"

দারগা সবিস্ময়ে কহিলেন "কি সর্ব্বনাশ! বিজয় বাবু কি হত হইয়াছেন?"

বিন্দু ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

আলি—"আমরা রওন্দগস্তি করিবার সময় প্রাচীন নগরের চৌকিদার আমাদের নিকট এজেহার করে যে আনন্দ নগরের জমিদারের পুত্র খুন হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নাম বলে নাই। লাসের ছেপাজতে চৌকিদারকে মোতাইন রাখিয়া আমরা আসামীর সন্ধানে নিযুক্ত হই। তদনন্তর শিরোমণি ও বিন্দুকে ধৃত করিয়া আনিয়াছি। ফলতঃ এই মামলার আসনাই বুনিয়াদ অর্থাৎ এই মেয়েমানুষটির সঙ্গে আনন্দ নগরের জমিদারের পুত্রের আসনাই ছিল তজ্জন্য শিরোমণি তাঁহাকে খুন করিয়াছে; আনন্দ নগরের জমিদারের পুত্র রাত্রিকালে শিরোমণির আলয়ে যাতায়াত করিতেন তাহা আমরাও জানি। এ মামলার আসনাই বুনিয়াদ। তার আর সন্দেহ নাই।

দারগা—"তাহা আমি টের পাইয়াছি।"

বিন্দু অধোবদন হইলেন।

দারগা—" শিরোমণি ! তুমি খুন করিয়াছ ?"

শিরোমণি—" কোন্ ব্যক্তিকে ?"

দারগা—" আনন্দনগরের ভূম্যধিকারীর পুত্রকে।"

শিরোমণি—" কোন্ পুত্র ?"

দারগা—" নাম প্রকাশ নাই ; বোধ হয় বিজয় বাবু।"

শিরোমণি—" অনিশ্চিত বিষয়ে অভিযোগ হইতে পারে না।"

দারগা—" অনুসন্ধান হইতে পারে।"

জমাদার—" সহজে খুনি মামলার ছোরাগ হয় না।"

দারগা—" যথার্থ।"

জমাদার দারগার ইঙ্গিত মতে শিরোমণির উভয় হস্ত বন্ধন করিতে করিতে সবিস্ময়ে কহিল " আসামীর নাক দিয়া রক্ত পড়িতেছে ; ইহার কারণ কি ?"

আলি—" সেই চৌকিদারের মুখে শুনিয়াছি আসামী একটা পড়া বাড়ীর ছাদের উপর হইতে লাফ দিয়া নিচে পড়িয়াছিল ; বোধ হয় তজ্জন্য শিরোমণির নাক ভাঙ্গিয়াছে।"

দারগা—" এ বৃত্তান্ত ঘটিত প্রমাণ।"

জমাদার—" শিরোমণি ! তোমার নাক দিয়া রক্ত পড়িতেছে কেন ?"

শিরোমণি—" বিন্দু অরণ্য মধ্যে শয়ন করিয়াছিল।"

জমাদার—" বিন্দুর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি ?"

শিরোমণি কোন কথা কহিলেন না।

বিন্দু কহিলেন " শিরোমণি আমার স্বামী হন।"

জমাদার—" শিরোমণি ! বিন্দু তোমার স্ত্রী।"

শিরোমণি—" না, আমার উপপত্নী।"

বিন্দু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

জমাদার—" এ তোমার স্ত্রী হউক কি উপপত্নী হউক তাহা আমরা জানিতে চাই না। তোমার নাক কি প্রকারে ভাঙ্গিল তাহাই বল।"

শিরোমণি নিরুত্তর।

দারগা—" শিরোমণি বলিতে সঙ্কোচ করিতেছেন। ইহাতে নিশ্চয়ই প্রতীতি হয় ইনিই আসামী।"

আলি শিরোমণিকে পদাঘাত করিয়া কহিল " হারামজাদা ! চুপ করে রলি যে ? আসল হাল বল ? নতুবা তোকে জবাই করিব।"

উত্তম মধ্যম বিলক্ষণ চলিতে লাগিল ; আসামী আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিলেন না ; কাতর স্বরে কহিলেন ; " আর মারিও না ; আমি যথার্থ বলিতেছি।"

দারগা—" অপরাধ স্বীকার কর ?"

শিরোমণি—"দোহাই ধর্ম্মাবতার ! কোন অপরাধ করি নাই।"

আলি শিরোমণিকে প্রহার করিতে করিতে কহিল " কবুল করিতে গিয়া আবার মন্‌কির ?"

শিরোমণি—" যে প্রকারে নাক ভেঙ্গেছে তাহা বলিতে অঙ্গীকৃত হইয়াছি।"

আলি—" আচ্ছা, তাই বল।"

শিরোমণি—"বিন্দু অরণ্য মধ্যে শয়ন করিয়াছিল, উহার

পায়ের নিকট গিয়া আমি বসিলাম। বিন্দু পদাঘাত করিল, সেই পদাঘাতে নাসিকা ভাঙ্গিল; রক্তস্রোত নিস্থত হইতে লাগিল।"

আলি—" তোবা তোবা! দূর হ বেটা নামর্দ্দ! ঢেমনির লাথি খাইয়া আবার তাই বলিতেছিস্? তোর লজ্জা নাই?"

জমাদার রাগে অধীর হইয়া কহিল " সহজে কি কেহ অপরাধ স্বীকার করে?"

এই বলিয়া প্রহার করিতে করিতে শিরোমণিকে গারদে লইয়া চলিল। গ্রন্থকর্ত্তা থানার গারদে যাইতে ইচ্ছা করেন না; জীবিতাবস্থায় কে যমালয় যাইতে চায়? পাঠক মহাশয় ঐ শুনুন; শিরোমণির ভীষণ চীৎকার শব্দ গগনমণ্ডল ভেদ করিয়া উঠিল, কি ভয়ানক দৌরাত্ম্য!

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

পাঠক মহাশয়! নাট্যাভিনয় দেখিয়া থাকিবেন; পটোত্তলিত হইবা মাত্র রঙ্গ ভূমিতে ঘটনা স্থল এবং নায়ক যুগপৎ দর্শকগণের নয়ন গোচর হয়। এই অধ্যায় আরম্ভ মাত্রই একদা ঘটনা স্থল ও বিমলাকে পাঠক মহাশয়ের মনশ্চক্ষু গোচর করিতে পারিলে গ্রন্থকর্ত্তা আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিতেন। যুগপৎ ঘটনাস্থল ও নায়িকাকেই বা কি প্রকারে অনুভূত করাইব? চক্ষুরুন্মীলিত করিবামাত্রই রঙ্গভূমি দর্শকের নয়নমুকুরে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু বিমলার মোহিনীমূর্ত্তি পাঠকের চিত্তপটে চিত্র করা ত সহজ

নহে? যে রঙ্গভূমিতে তিনি অভিনয় করিতেছেন তাহাও ত সংকীর্ণ রঙ্গভূমি নহে?

এই প্রকাণ্ড ভূমণ্ডলই নাট্যশালা স্বরূপ। স্বয়ং বিধাতা উহা নির্ম্মাণ করিয়া স্বহস্তে সুসজ্জীভূত করিয়াছেন। কুত্রাপি বিশৃঙ্খলা নাই, অনিয়ম নাই। এখানে নানা প্রকার পর্ব্বত পাহাড়, নানা জাতীয় বৃক্ষ, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ দৃষ্ট হয়। এখানে সাগর মহাসাগর নদ নদী হ্রদ সরোবর আছে; এখানে নগর গ্রাম উদ্যান ঘাট মাঠ অরণ্যই বা কত আছে। এই প্রকাণ্ড নাট্যশালার উপরি ভাগ জ্যোতির্ম্ময় গ্রহনক্ষত্র বিভূষিত গগনমণ্ডলরূপ চন্দ্রাতপে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। সহস্র সহস্র নায়ক নায়িকাগণ অভিনয় করিতেছেন। লক্ষ লক্ষ দর্শক দেখিতেছেন। তন্মধ্যে বিমলাও একটি নায়িকা। পাঠক মহাশয় ঐ দেখুন! রাত্রি কালে অরণ্য মধ্যে বিমলা করতলে বামকপোল সংস্থাপিত করিয়া নিমীলিত নয়নে বাহ্যজ্ঞান শূন্য ভাবে উপবিষ্টা আছেন। গগনে চন্দ্রোদয় হওয়াতে এই অরণ্যানীও তত অন্ধকার হয় নাই। পশ্চিম গগনে যে ঈষৎ মাত্র নীরদ জাল দৃষ্ট হইতেছে তাহা অন্ধকার উৎপত্তির বিশেষ কারণ হয় নাই; বরং পরিষ্কার নভোমণ্ডলে তেজঃপুঞ্জ কোন মহাপুরুষের ললাট মণ্ডলে বিভূতি রেখার ন্যায় তাহা পরম শোভাকর হইয়াছে।

বিমলা একাকিনী অরণ্য মধ্যে কেন? কেনই বা তিনি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া উপবিষ্টা আছেন! তিনি কি বিজয়ের কোন অশুভ সংবাদ শুনিয়াছেন?

যেখানে অষ্টাধিকশত শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই-খানে আজি অপরাহ্নে বিমলা শিব পূজা করিবার নিমিত্ত আগমন করেন। সায়ংকালে পূজাদি সমাপন করিয়া আলয়াভিমুখে প্রতিগমন করিবার সময় ভ্রম বশতঃ পথ ভুলিয়া নিবিড় অরণ্য প্রবেশ করিলেন। অরণ্যে কৃত্তিবাসকে বন্ধনাবস্থায় দেখিয়া বিমলা তাহার বন্ধনমোচন করিলেন। কৃত্তিবাস বলবতী ক্ষুৎ পিপাসায় এত কাতর যে কথা কহিতেও অপরাক। শিব পূজার নৈবেদ্যোপচার আহার করিয়া একটু সবল হইল। পরে ক্রন্দন করিতে করিতে কহিল "ঠাকুরাণি! আমার প্রভুকে দস্যুগণ ধৃত করিয়া নিয়াছে।"

এই কথা শুনিয়া বিমলার মাথা ঘুরিতে লাগিল; বসিয়া পড়িলেন, বোধ হইল যেন তরুলতাদি পরিবৃতা পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহার নয়ন পথ হইতে তিরোহিত হই-তেছে; ক্রমে ক্রমে দশদিক অন্ধকার হইয়া আসিল। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া কৃত্তিবাস জল আনয়ন জন্য ধাবিত হইল কিন্তু পথ ভুলিয়া যাওয়ায় আর সেখানে আসিতে পারিল না। কৃত্তিবাস কি নির্ব্বোধ! তাহার উদ্ধারকর্ত্রীকে একাকিনী ফেলিয়া যাওয়া কি উচিত? বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইয়া আছে ও ব্যক্তি কে? উহার অভিসন্ধি ত ভাল নয়? ও যে শিব মন্দিরের নিকট হইতে বিমলার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছে।

পশ্চিম গগনে যে মেঘ ঈষৎমাত্র দেখা গিয়াছিল তাহা ক্রমে ক্রমে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। রাত্রি ঘোর অন্ধ-

কার হইয়া আসিল বিমলার ও ললাট মণ্ডল বিপদ মেঘাচ্ছন্ন হইল। যে দিকে সুখশশী অস্ত যায়, সেই দিকেই দুঃখ মেঘ সঞ্চারিত হয়; আবার সেই দিক হইতেই মহাবিপদ প্রবল বাত্যা প্রবাহিত হয়।

সেই ব্যক্তি বিমলার নিকট আসিল; এক এক বার তাহাকে আলিঙ্গন করিবার উপক্রম করে আবার যেন কি ভাবিয়া ক্ষান্ত হয়; বৃক্ষপত্র পতন শব্দ শুনিয়াও চমকিত হইয়া উঠিতে লাগিল। জ্ঞান দীপ নির্ব্বাপিত হওয়াতে অজ্ঞান তিমির উহার অন্তঃকরণ আচ্ছন্ন করিল। কামাদি-রিপুর উত্তেজনায় দুঃসাহস বৃদ্ধি হওয়াতে সে বিমলাকে ধরিবার নিমিত্ত বাহু প্রসারিত করিল।

দুরাত্মন্! করিস্ কি? তোর ধর্ম্ম ভয় নাই? যে ব্যাধ দময়ন্তীকে আক্রমণ করিয়াছিল তাহার পরিণাম কি স্মরণ নাই? সাধ্বীর কোপানলে যে দগ্ধ হইবি?

এই পাপিষ্ঠ বিমলার শরীর স্পর্শ করিবামাত্র তাঁহার চেতনা হইল; নিরুপায় দেখিয়া বিমলা চীৎকার করিয়া উঠিলেন। অকস্মাৎ ঐ দুরুত্তের পৃষ্ঠদেশে ঘোরতর মুষ্ঠ্যা-ঘাত হইল; দুরাচার তৎক্ষণাৎ বিমলাকে পরিত্যাগ করিয়া আঘাতকারীকে আক্রমণ করিল। পরস্পর ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর, একজন অপরকে ভূতলশায়ী করিয়া তাহার বক্ষোপরি উপবেশন পূর্ব্বক মুষ্ঠি আঘাতে তাহাকে বধ করিল এবং বিমলার দিকে আসিতে লাগিল। জয়লাভ হইল কার? সপক্ষ কি বিপক্ষের? বিমলা তাহা কি প্রকারে সাবস্ত করিবেন? জেতা হত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ

পূর্ব্বক বিমলার দিকে আসিতে লাগিল! উহার অভিসন্ধি ভাল কি মন্দ? ধর্ম্ম কি নষ্ট হইল? বিমলার হৃৎকম্প হইতে লাগিল; ভয়ে অভিভূতা হইয়া অচৈতন্যাবস্থায় ভূতলশায়িনী হইলেন।

হত্যাকারী বিমলাকে ক্রোড়ে লইয়া গমন করিলেন; অবিলম্বেই জানিতে পারিলেন, কে যেন তাহার অনুসরণ করিতেছে। এজন্য লুকাইবার মানসে সম্মুখস্থ প্রাচীন ইষ্টকালয়ে প্রবেশিয়া ছাদের উপর উঠিলেন। অনুসরণকারীও সঙ্গ ত্যাগ করে নাই দেখিয়া হত্যাকারী উত্তরীয় দ্বারা বিমলাকে পৃষ্ঠে বন্ধন করিলেন; একটি বটবৃক্ষ ছাদের পার্শ্ব ভেদ করিয়া উঠিয়াছিল তাহা অবলম্বন পূর্ব্বক ধীরে ধীরে নামিতে লাগিলেন। এমন সময়ে বিমলা চেতনা পাইয়া জানিতে পারিলেন হত্যাকারী তাহাকে লইয়া যেন পাতাল মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। তিনি বিমুক্ত হইবার নিমিত্ত সর্ব্বাঙ্গ সঞ্চালিত করাতে হত্যাকারী স্খলিতহস্ত হইলেন; উভয়ে মহাবেগে ভূতলে পতিত হইলেন। মৃত্তিকাঘাতে অভিভূতা হইয়া বিমলা আবার অচৈতন্যা হইলেন। অনুগমনকারী ইত্যবসরে নিম্নে নামিয়া হত্যাকারীকে ধরিয়া কহিল; "বেটা খুনি! পালাবি কোথা? জানিস্ না মুঁই চৌকিদার? চল, এখন থানায় চল।" হত্যাকারী চৌকিদারের মাথায় এমন মুষ্টি আঘাত করিলেন যে সে ঘুরিতে ঘুরিতে ভূতলে পতিত হইল। সুতরাং সে তাহার আর প্রতিরোধ করিতে পারিল না। হত্যাকারী বিমলাকে আবার ক্রোড়ে লইয়া গমন করিলেন। পথিমধ্যে প্রাচীর বেষ্টিত উদ্যান দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই উদ্যান মধ্যে একটী প্রশস্ত পুষ্করিণী ছিল তাহার তীরে বিমলাকে ক্রোড়ে লইয়া উপবেশন করিলেন।

পুষ্করিণীর স্নিগ্ধ সলিল সংস্পৃষ্ট মন্দ মারুত হিল্লোলে বিমলার চেতনা লাভ হইল। বক্ষঃস্থল অনাবৃত কিন্তু পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন হইয়া এত সংকীর্ণ হইয়াছে যে তদ্দ্বারা আবৃত করা যাইতে পারে না। বিমলা লজ্জায় সঙ্কুচিতা হইলেন। মনে ভয়ের উদ্রেক ও হইল। মনে মনে কহিতে লাগিলেন "এই দুরাচারের হস্তগত হইয়াছি; মুখের শিকার ব্যাঘ্রে কি কখন ত্যাগ করে? এখন আমার মৃত্যু হইলে ধর্ম্ম রক্ষা হইত। যদি হস্তে কোন শাণিত অস্ত্র থাকিত, তাহা হইলে মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করিতাম। বক্ষঃস্থলের রক্ত দ্বারা ললাটে অপমৃত্যু লেখা না থাকিলেও তাহা লিখিতাম। এতক্ষণ কি এই পাপিষ্ঠ আমাকে এই অবস্থায় ক্রোড়ে রাখিতে পারিত? কখন না।"

বিমলা চক্ষু মুদিত করিয়াই রহিলেন; যে স্থানে নীত হইয়াছেন তাহা নিরীক্ষণ করিবারও সাহস হইল না। পরিশেষে উহার নিরীক্ষণেচ্ছা বলবতী হইল, ভয় দমন করিয়া চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। এমন সময়ে বায়ু দ্বারা মেঘ চালিত হইয়া চন্দ্রমণ্ডল সুপ্রকাশ হইল। বিমলা সেই ব্যক্তির মুখচন্দ্র প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; তাঁহার নয়নচকোর বিমুগ্ধ হইল।

বিমলা বাহু বল্লী প্রসারিত করিয়া তাঁহার গলদেশ

ধারণ পূর্ব্বক গদ গদ বচনে কহিলেন, " প্রাণাধিক বিজয়! তুমি! তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়াছ!"

তিনি এত আহ্লাদিতা হইয়াছিলেন যে আর কথা কহিতে পারিলেন না ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

পবিত্র প্রণয় কি দুর্ল্লভ পদার্থ! ইহাতে ভিন্ন ভাব অথবা ছল কপটতা নাই।

ষড় বিংশ অধ্যায়।

ছোট কর্ত্রী আপন আলয়ে আগমন করিলেন। আসিবার সময় শিরোমণির কাণে কাণে বলিয়া ছিলেন " যদি বিজয় হত হইয়া থাকে তবে আমাকে শীঘ্র পত্র লিখিও " এই পত্রের প্রতীক্ষায় তিনি শয়ন করিলেন না; সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইল তবু কোন সংবাদ আসিল না। অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া দাসদাসীগণকে ডাকিতে লাগিলেন; কেহই উত্তর দিল না। রাগে অধীরা হইয়া মধ্য প্রকোষ্ঠের প্রাঙ্গণে আসিলেন; দেখিলেন, দাসদাসীগণ তথায় বসিয়া আছে; সকলেরই বদন মলিন।

ছোটকর্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন " আমার কথা কি তোরা এখন কাণে তুলিস না? কাহাকেও দেখিতে পাইনা কেন? কি পরামর্শ হইতেছে?"

এক জন দাসী ছোট কর্ত্রীর নিকটে আসিল। তাহার বদন অবলোকন করিয়া ছোটকর্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, " তোর মুখ শুষ্ক কেন?"

দাসী—" কৈ? না না মুখ আবার শুষ্ক হইবে কেন?"

ছোটকর্ত্রী—" শিরোমণি কোন পত্র পাঠাইয়াছেন?"

দাসী—" না।"

ছোটকর্ত্রী—" গত রাত্রির কোন ঘটনা শুনিয়াছিস্?"

দাসী ক্রন্দন করিয়া উঠিল।

ছোটকর্ত্রী কৃত্রিম আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, " বিজয়ের কোন কথা শুনিয়াছিস্?"

দাসী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "না।"

ছোটকর্ত্রী—"দূর হ, হারামজাদি! তোর মুখ দেখিতে চাই না।"

দাসী প্রস্থান করিল।

ছোটকর্ত্রী—কহিলেন " যে বিজয়ের জন্য শোকান্বিত হইবে তাহাকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দিব।"

শিরোমণি ও মাধব দাসদাসীদের নিকট উপবিষ্ট ছিলেন; তাঁহারা বিমর্ষ বদনে ছোটকর্ত্রীর সমীপে উপস্থিত হইলেন।

ছোটকর্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন " শিরোমণি! সমাচার কি?"

শিরোমণি কোন উত্তর দিলেন না, অধোবদনে রহিলেন।

ছোটকর্ত্রী—" তুমি অত দুঃখিত কেন? পুলিসে পীড়ন করিয়াছে?"

শিরোমণি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ছোটকর্ত্রী—" কথা কও না যে! ব্যাপারটা কি? মাধব! শিরোমণি অমন করিতেছেন কেন?"

মাধব ও নিরুত্তর।

ছোটকর্ত্রী—দুই জনেই যে চুপ করিয়া রহিলে? শিরোমণি! কাঁদিতেছ কেন? বিন্দুর প্রতি দৌরাত্ম্য হইয়াছে? যদি কথা না কও, তাহা হইলে আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইব।"

শিরোমণি চক্ষুর জল উত্তরীয় দ্বারা মুছিয়া কহিতে লাগিলেন "বিন্দুর সাক্ষ্যে দারগার নিশ্চয়ই প্রতীতি হইল আমিই অপরাধী। অপরাধ স্বীকার করাইবার জন্য জমাদার আমাকে গারদে নিয়া পীড়ন করিতে লাগিল। যখন দেখিলাম প্রাণ ওষ্ঠাগত; প্রহার আর সহ্য হয় না, তখন স্বীকার করিলাম। সহসা বিজয় তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন জমাদার! নির্দ্দোষীকে পীড়ন করিও না।"

ছোটকর্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "বিজয় হত হয় নাই?"

শিরোমণি—"না।"

ছোটকর্ত্রী বামগণ্ড বামহস্তোপরি সংস্থাপিত করিয়া কাতরস্বরে কহিলেন "বিজয় হত হয় নাই?"

শিরোমণি—"বিজয় হত হয় নাই কিন্তু হত করিয়াছে।"

ছোটকর্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে হত হইল কে?"

শিরোমণি নিস্তব্ধ হইলেন।

ছোটকর্ত্রী, শিরোমণি ও মাধবের মুখাবলোকন করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় হইয়া ভীষণ চীৎকার করিলেন, বিকৃত স্বরে কহিলেন "হত হইল কে?"

প্রতিধ্বনি হইল "হত হইল কে?"

মাধব, ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, "মোহিনী

মোহন!" ছোটকর্ত্রী বাতাভিহত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলশায়িনী হইয়া অচৈতন্যা হইলেন। জীবিতাবস্থার কোন লক্ষণ রহিল না। ছোটকর্ত্রী সপত্নীর পুত্রকে বধ করিয়া আপন পুত্রকে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী করিবেন এমত ষড়যন্ত্র করেন কিন্তু বিধির বিপাকে তাহার বিপরীত ঘটিল। সপত্নী পুত্র দ্বারাই আপন পুত্র হত হইল, একে পুত্র বধ তাহাতে আবার সপত্নীর পুত্র হত্যাকারী একি সাধারণ আক্ষেপের বিষয়!

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

সেই দিন প্রাতে বিধু শিরোমণির আলয়াভিমুখে গমন করিলেন। পথিমধ্যে সৌদামিনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বিধু সখীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক উপবেশন করিয়া কহিলেন, "সই! আমি তোমারই নিকট যাইতে ছিলাম।"

সৌদামিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "না, সই! তুমি মিথ্যা কথা কহিতেছ?"

বিধু—"কেন?"

সৌ—"স্বামি ত্যাগিনী উপপতি-সহবাস-সুখ-বিলাসিনী ভ্রষ্টা নারীর প্রণয় লতায় তুমি জড়িত থাকিবে কেন? সে দিন উহা ছিন্ন করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করাতে আমি প্রণয়-মূলাধার-হৃদয় ক্ষেত্রে মর্ম্ম বেদনা পাইয়াছি।"

বিধু—"সই! সে অপরাধ ক্ষমা কর।"

সৌ—"ক্ষমা যদি না করি?"

বিধু—" তবে ইচ্ছানুরূপ দণ্ড বিধান কর।"

সৌ—" গুরুতর অপরাধের জন্য গুরুতর দণ্ড বিধান করিতে হইবে।"

বিধু কৃতাঞ্জলি পুটে কহিলেন " সই! কি দণ্ড বিধান।"

সৌদামিনী—গভীর স্বরে দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিলেন, " প্রত্যহ এই নির্জ্জন স্থানে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবে, অথচ সাক্ষাৎ হইবে না।"

বিধু—" আমি যদি পুরুষ হইতাম, আর তুমি আমার প্রণয়িনী হইতে তাহা হইলে এটি কঠিন দণ্ডবিধান হইত। কেন না নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রণয়ী প্রণয়িনীর সাক্ষাৎ লাভ করিতে না পারিলে অত্যন্ত আন্তরিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে।"

অকস্মাৎ বাচস্পতি নিবিড় অরণ্য হইতে নির্গত হইয়া কহিলেন, " আমি পুরুষ বটি, এমন সুন্দরীর প্রণয়ী হইয়া ঐরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে প্রস্তুত আছি। পীরিতের এ টুকুইত মজা।"

সৌদামিনী আস্তে ব্যস্তে বদন অবগুণ্ঠনাবৃত করিলেন।

বিধু সহাস্য বদনে কহিলেন, " সই! আমার পরিবর্ত্তে ঠাকুর দাদা এখানে আসিবেন।"

সৌ—" আমার পরিবর্ত্তে তুমি ইহার প্রণয়িনী হও।"

বিধু—" প্রণয় সম্বন্ধ কি পরিবর্ত্তন হয়?"

সৌ—" বৃদ্ধ যুবতীর প্রণয়াভিলাষী হইলে হয়।"

বাচস্পতি দেখিলেন এই অপরিচিতা রমণী যেমন সুন্দরী

তেমনি রসবতী। বিধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, " নাতিন্! ইনি কে?"

বিধু—" ইনি এক জন রসিক মেয়েমানুষ।"

বাচস্পতি—" তার নমুনা প্রথমেই দেখিতে পাইয়াছি।"

বিধু—" গোলাজাত জিনিষ নমুনা অপেক্ষা আরও ভাল।"

সৌ—" মহাশয়! দালালের কথা বিশ্বাস করিবেন না।"

বাচস্পতি—" বিধু এ নূতন ব্যবসায় কোন সময় হইতে আরম্ভ করিয়াছে?"

সৌ—" যে দিন হইতে দেউলে পড়িয়াছে।"

বাচস্পতি—" বিধুর যৌবন সম্পত্তির ত হ্রাস হয় নাই?"

সৌ—" ওটি আপনকার বিবেচনার ত্রুটি; বাহ্যিক আড়ম্বর দেখিয়া ভুলিবেন না।"

বাচস্পতি—" বিধু পাকা দালাল?"

বিধু উচ্চ হাস্য করিয়া কহিলেন " ঠাকুর দাদা! পাকা দালাল না হইলে এমন অমূল্য রত্নের কি কেহ দালালী করিতে পারে? এখন এক জন রসিক মহাজন পাইলেই আমার সইকে বিক্রয় করিতে পারি।"

বাচস্পতি—" আমি ত এক জন রসিক মহাজন।"

বিধু—" সই! এখন ঘোমটা খোল।"

সৌ—" না সই?"

বিধু—" কেন সই?"

সৌ—" অন্ধকে ঠকান ভাল নয়।"

বাচস্পতি—" আমি প্রাচীন ব্যবসায়ী; চক্ষে কম দেখিলেও ঠকিব না; স্পর্শ করিলেই পরক করিয়া লইতে পারিব।"

সৌ—" আপনি কিসের ব্যবসায়ী।"

বাচস্পতি—" প্রেমের।"

সৌ—" বিক্রয়ার্থে ক্রয় করেন না কি?"

বিধু—" ঠাকুর দাদা ঠাকুরাণ দিদিকে ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকেন।"

বাচস্পতি—" লাভই ব্যবসায়ীর উদ্দেশ্য; মনোনীত বস্তু নিজেও ব্যবহার করিয়া থাকি।" দেখি, জিনিষটা ত আগে ভাল করিয়া পরক করি।"

বাচস্পতি সৌদামিনীর অবগুণ্ঠন খুলিবার জন্য অগ্রসর হইলে তিনি বেগে পলায়ন করিলেন।

" দাঁড়াও ঠকুর দাদা! উহাকে ধরিয়া আনিতেছি" এই বলিয়া বিধু ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিতা হইলেন।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

পরদিন শিরোমণি এবং মাধব ছোটকর্ত্রীর সমীপে আগমন করিলেন। দেখিলেন ছোটকর্ত্রী ধূলায় বিলুণ্ঠিতা হইয়া রোদন করিতেছেন।

মাধব করযোড়ে নিবেদন করিলেন "ঠাকুরাণি! আপনি শোকাকুলা হইলে মোকদ্দমার ভাল তদ্বির চলিবে না।

পুলিস এবং ফৌজদারীর আমলারা অর্থের দাস; যে পক্ষ অধিক ব্যয় করে, সেই পক্ষই মকদ্দমায় জয়ী হয়; যদি বিজয় মুক্তি লাভ করেন তবে আপনাকে তাঁহার অধীন থাকিতে হইবে। তখন এই প্রচুর সম্পত্তির অধিকারিত্ব ও কর্ত্তৃত্ব হইতে বঞ্চিতা হইবেন। যিনি স্বামীর অধীনতা পাশে বদ্ধ হন্ নাই তিনি কি প্রকারে সপত্নী পুত্রের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবেন্? ইহা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল নয়?"

ছোটকর্ত্রী ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, " বিজয়ের ফাঁসি হইলে পুত্রশোক কতক হ্রাস হইবে।"

মাধব—" মকদ্দমার উচিত তদ্বির হইলে নিশ্চয়ই বিজয়ের ফাঁসি হইবে।"

ছোটকর্ত্রী—" শিরোমণি! মাধব যখন যত টাকা চায় তাহা দিও।"

মাধব—" কেবল অর্থ ব্যয় করিলেও হইবে না, ঘটনাটি অরণ্য মধ্যে হইয়াছে, কেহ দেখে নাই। কএকজন দৃষ্টিকারক সাক্ষীর জোগাড় করিতে হইবে।"

শিরোমণি—" তার জন্য ব্যস্ত কেন? এদেশে মিথ্যা সাক্ষীর ত অভাব নাই?"

মাধব—" ভদ্রলোকে জবানবন্দি না দিলে বিচারপতি বিশ্বাস করেন না।"

ছোটকর্ত্রী—" তবে শিরোমণি সাক্ষী হও।"

শিরোমণি—"তামা তুলসী গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া মিথ্যা কথা কহিতে পারিব না।"

ছোটকর্ত্রী শিরোমণির হস্তধারণ পূর্ব্বক কহিলেন,

"শিরোমণি আমার মাথা খাও, শত সহস্র অনুরোধ। তোমাকে সাক্ষী হইতেই হইবে।"

শিরোমণি—"এবিষয়ে অনুরোধ করিবেন না, আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে পিতৃলোক নরকগামী হন।"

ছোটকর্ত্রী ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, "হায় কি দুরদৃষ্ট! আমার কেহই নাই যে মুখের কথা বলিয়াও উপকার করে।"

মাধব—"আমরা ত মিথ্যা কথা কহিতে সঙ্কোচ করি না, নিজেও বলি অন্যকেও বলিতে বলি।"

শিরোমণি—"ওটি মোক্তারের ব্যবসায়; মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে পরকাল নষ্ট হয়।"

মাধব উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন, কহিলেন; "পরকাল আবার কি? শিরোমণি মহাশয় যে নিজের এক মোকদ্দমায় মিথ্যা হলফ করিয়াছিলেন?"

শিরোমণি—"তাহাতে দোষ নাই; পরের জন্য মিথ্যা কথা কহিবে না।"

ছোটকর্ত্রী শিরে করাঘাত পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "শিরোমণি ও আমাকে পর জ্ঞান করে।"

ছোটকর্ত্রী যাহাকে ধন প্রাণ যথাসর্ব্বস্ব দিয়াছেন; যাহার নিমিত্ত স্বামিত্যাগ করিয়াছেন; সেও বিপৎকালে পর হইল। শিরোমণির সদৃশ পাষণ্ড, সম্পদে আত্মীয়ও বিপদে পর হইবে বিচিত্র কি?

শিরোমণি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন। এবং ক্ষণকাল ইতস্তত করিয়া পরিশেষে মিথ্যা সাক্ষ্য দানে সম্মত হইলেন।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

ইহার এক মাস পর এক দিন রাত্রিতে প্রাচীন নগরের দক্ষিণাংশে গঙ্গাতীরে দুই জন অশ্বারোহী পুরুষ দণ্ডায়মান ছিলেন, কিয়ৎ দূরে কএক জন অস্ত্রধারী মনুষ্য উপবিষ্ট ছিল অশ্বারোহিদ্বয় যে দস্যুপতি ও দস্যু সেনাধ্যক্ষ তাহা পাঠক মহাশয়কে আর বলিতে হইবে না।

দস্যুপতি—"রাত্রি প্রায় দুই প্রহর; এখন ত কাহাকে দেখিতে পাইতেছি না।"

সেনাধ্যক্ষ—"আমি নিশ্চয় সংবাদ পাইয়াছি সেই পথিক এই পথ দিয়া গমন করিবে; তাহার সঙ্গে প্রচুর অর্থ আছে।"

দস্যুপতি—"তবে আজ কার যাত্রাটা ভাল; প্রচুর অর্থ লাভ হওয়ার সম্ভাবনা।"

সেনাধ্যক্ষ—"আর দস্যুবৃত্তি করিব না।"

দস্যুপতি—"কেন?"

সেনাধ্যক্ষ—"অতি অল্প দিনের মধ্যেই আনন্দ নগরের জমিদারী আমার অধিকারে আসিবে।"

দস্যুপতি—"শ্যালক ত ভগ্নীপতির পুত্র নয় যে তাহার উত্তরাধিকারী হইবে।"

সেনাধ্যক্ষ—"যখন জমিদারের ভগ্নীপতি তাঁহার পুত্র স্থানীয় হইয়া সম্পত্তি অধিকার করিতে চেষ্টা করিতেছেন তখন শ্যালক ভগ্নীপতির পুত্র হইবে বিচিত্র কি? বিষয় লালসায় উপপতিও উপপত্নীর ধর্ম্মপুত্র হয়।"

দস্যুপতি ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইলেন, তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া বীরদর্পে কহিলেন "ভগ্নীপতি বাহুবলে এবং কৌশলে শ্যালকের সম্পত্তি অধিকার করিতে চেষ্টা করিতেছে।"

সেনাধ্যক্ষ ও তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া কহিলেন "শ্যালক দৈববলে ভগিনীপতির সম্পত্তির অধিকারী হইবে; মনুষ্যের বুদ্ধি, চেষ্টা, কৌশল দৈববল সমীপে পরাভূত হয়।"

দস্যুপতি ক্রোধ সম্বরণ পূর্ব্বক কহিলেন, "দৈববল?"

সেনাধ্যক্ষ—"হাঁ, দৈববল। ভৈরবী যোগবলে জানিয়াছেন আনন্দ নগরের ভূম্যধিকারী নির্ব্বংশ হইবেন। আমি তাঁহার বিষয় ভোগ করিব।"

দস্যুপতি—"বিজয় ত এখন ও জীবিত আছেন?"

সেনাধ্যক্ষ—"মোহিনী মোহন বধের মকদ্দমায় তাঁহার নিশ্চয়ই প্রাণদণ্ড হইবে।"

দস্যুপতি—"ভৈরবী অরণ্য মধ্যেই অবস্থিতি করেন কিন্তু আমার সহিত তাঁহার কখন সাক্ষাৎ হয় নাই।"

সেনাধ্যক্ষ—"তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা; তিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানবৎ প্রত্যক্ষ করেন।"

দস্যুপতি—"সেনাধ্যক্ষ! আমার একটী প্রার্থনা তাঁহাকে জানাইতে হইবে।"

সেনাধ্যক্ষ—"কি প্রার্থনা?"

দস্যুপতি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন "পরে বলিব।"

এক জন দস্যুপতির সম্মুখে আসিয়া নিবেদন করিল "দস্যুরাজ! সেই পথিক আসিতেছেন।"

দস্যুপতি—"সেনাধ্যক্ষ! আমি অসুস্থ আছি; তুমিই আজকার কাজ নির্ব্বাহ কর।"

সেনাধ্যক্ষ "যে আজ্ঞা,, বলিয়া অশ্ব চালাইলেন; অস্ত্রধারিগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

কিয়ৎকাল পরে সেই অস্ত্রধারিগণ প্রত্যাগত হইল; সেনাধ্যক্ষ দুই ব্যক্তির স্কন্ধে হস্ত সংস্থাপিত করিয়া ধীরে ধীরে আসিলেন।

দস্যুপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেনাধ্যক্ষ তুমি কি আহত হইয়াছ?"

সেনাধ্যক্ষ কাতর স্বরে কহিলেন "শরীরে কোন আঘাত লাগে নাই; কিন্তু অন্তঃকরণে শোক শেল বিদ্ধ হইয়াছে।"

দস্যুপতি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

জনেক দস্যু দস্যুপতির হস্তে এক খানি ছবি দিয়া কহিল; "সেনাধ্যক্ষ সেই পথিককে শেলাঘাতে বধ করিয়া তাঁহার মুখমণ্ডলও গলদেশে লম্বমান এই ছবিখানি অবলোকন করিয়া অজ্ঞান অবস্থায় অশ্ব হইতে পতিত হইলেন।"

দস্যুপতি আলোক প্রজ্জ্বালিত করিয়া দেখিলেন, উহা একটি রমণীর প্রতিমূর্ত্তি।

ত্রিংশ অধ্যায়।

আনন্দ নগরের জমিদার রাজেন্দ্র বাবু যেরূপ সমারোহে দেব অর্চ্চনাদি নির্ব্বাহ করিতেন ছোটকর্ত্রীও সেইরূপ সমারোহে উহা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতে ছিলেন। কিন্তু দুর্গোৎসবের পূর্ব্বে তাঁহার বড় বিপদ ঘটিয়াছিল, পাঠক মহাশয় অবগত আছেন দুর্গোৎসবের পূর্ব্বেই মোহিনী-মোহনের মৃত্যু হয়। পাছে লোক নিন্দা হয় এজন্য ছোট-কর্ত্রী দুর্গোৎসবে পূর্ব্ববৎ আয়োজন করিতে অনুমতি করিলেন। পূজার কএকদিন যদিও ব্রাহ্মণ ভোজনাদিতে অনেক ত্রুটি হইয়াছিল কিন্তু বাইনাচ খেম্‌টানাচ ইত্যাদিতে কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। সপ্তমী পূজার রাত্রিতে কৃষ্ণ যাত্রা, অষ্টমী পূজার রাত্রিতে কবিকঙ্কনের চণ্ডী যাত্রা হয়। পাঠক মহাশয় তাহা ভাল বাসেন না বলিয়াই আপনাকে পূর্ব্বে নিমন্ত্রণ করি নাই। আজ নবমী পূজার রাত্রিতে আপনাকে নিমন্ত্রণ করিতেছি। "আমার নিবেদন, ছোটকর্ত্রীর নিমন্ত্রণ তাঁহার আলয়ে ঈশ্বরী শারদীয়া পূজা, তথায় অধিষ্ঠান পূর্ব্বক প্রতিমা দর্শনাদি করিবেন। যেখানে নিমন্ত্রণ হইল সেখানে যাইতে দোষ কি? পাঠক মহাশয়! আসতে আজ্ঞা হউক, বসতে আজ্ঞা হউক। পাঠক মহাশয়! দেখুন, চণ্ডীমণ্ডপ ও প্রাঙ্গণ ও অন্যান্য গৃহ সকল ঝাড় লণ্ঠণ দ্বারা কেমন সুসজ্জীভূত করা হইয়াছে। লাল সবুজ ও শুভ্রবর্ণের ঝাড় লণ্ঠণে মোমবাতীর আলোক সেই সেই বর্ণ ধারণ করিয়াছে। প্রাঙ্গণের চতুষ্পার্শ্বে দীপ মালা

পরিবেষ্টন করিয়া আছে। মধ্য স্থলে নর্ত্তকীরা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত করিয়া কেমন সুন্দর নৃত্য করিতেছে। পাঠক! দেখ দেখ! ঐ দেখ! ঐ যে সুলোচনা নর্ত্তকী নৃত্য করিতে করিতে কেমন অপাঙ্গ ভঙ্গি করিতেছে; তালে তালে পাদ-বিক্ষেপ, তালে তালে নূপুর ধ্বনি, তালে তালে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন কেমন সুন্দর! ঐ যে পীনস্তনী নর্ত্তকী নৃত্য করিতে করিতে বক্ষঃস্থল গগনাভিমুখে রাখিয়া শরীর ধনুকের ন্যায় নত করিয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল কেন? অনঙ্গ-শরে উহার হৃদয় যে কতবার বিদ্ধ হইয়াছে তাহাই কি দেবগণকে দেখাইবার জন্য ওরূপ করিয়া রহিল? আবার কেমন কটিদেশ ও নিতম্ব সঞ্চালন করিতে করিতে সোজা হইয়া দাঁড়াইল! ঐ যে নবীনা নৃত্য করিতে করিতে বারং-বার স্বীয় বক্ষঃস্থল প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুমন্দ হাসি তেছে কেন? উহার বক্ষঃস্থলে উরজপদ্ম কলিকা কেমন শোভমান হইয়াছে বলিয়া ও তদ্দ্বারা তদীয় যৌবন কেমন সূচিত হইয়াছে দেখিয়াই কি ও হাস্য করিতেছে? ঐ যে নবযৌবনা ললনা নৃত্য করিতেছে উহার অত অহঙ্কার কেন? পাঠক, উহার পাদ বিক্ষেপের ভাব ভঙ্গি দেখিয়াছ? বক্ষঃ-স্থল যেন অহঙ্কারে স্ফীত হইয়াছে। এত অহঙ্কার কেন? উহাকে দর্শন করিবামাত্র পাঠক! তোমার মনতরী উহার যৌবন সাগরে মগ্ন হইল এজন্যই ত উহার এত অহঙ্কার। পাঠক সাবধান! ঐ যে দুইটি উচ্চ স্তন-গিরি উহার যৌবন সাগরে ভাসমান আছে উহাতে তোমার মনতরী আহত হইলে চূর্ণ হইবে। ঐ যে রূপবতী নর্ত্তকী নৃত্য করিতে

করিতে কর সঞ্চালন পূর্ব্বক উহার স্তন-গিরি দেখাইতেছে পাঠক উহার অর্থ বুঝিতে পারিতেছ না? ও ইঙ্গিতের দ্বারা সঙ্কেত করিতেছে উহা স্পর্শ করিলেই সশরীরে স্বর্গ আরোহণ করিতে পারিবে। ঐ যে রমণী নৃত্য করিতে করিতে বীণা বিনিন্দী মধুর স্বরে গান করিতেছে ও আবার লয়ের সময় কটাক্ষশর হানিতেছে। ঐ শরে যাহার হৃদয় বিদ্ধ হইতেছে তাহার কি আর কল্যাণ আছে? আহা কি সুমধুর স্বর। যাহার স্তন-গিরি সূক্ষ্ম অংশুক ভেদ করিয়া অগ্নি উদ্গারণ করিয়া সকলকে দগ্ধ করিতেছিল আবার তাহার মুখ হইতে অমৃত বৃষ্টি বর্ষণ হইয়া সকলকে শীতল করিল।

পাঠক মহাশয়! একবারও যে প্রতিমা নিরীক্ষণ করিতেছেন না; কেবল নর্ত্তকীদের শ্রীচরণাম্বুজ হৃৎপদ্মে ধ্যান করিতেছেন।

ছোটকর্ত্রী, বিধু ও আর আর কুলবালাগণ যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া গান শুনিতে ছিলেন। ছোটকর্ত্রী কি পুত্রশোক বিস্মৃত হইয়াছেন? ধন্য পৃথিবীর লোক! অকস্মাৎ বিধুর অন্তঃকরণ বিচলিত হইয়া উঠিল। নৃত্য গীত কিছুই ভাল বোধ হইল না। বিধু তথা হইতে অন্তঃপুর মধ্যে গমন করিলেন। দুইটি যুবতী এক কুঠুরীতে বসিয়া আলাপ করিতে ছিলেন, বিধু কিছু অন্তরে থাকিয়া তাহা শুনিতে লাগিলেন।

১। যুবতী—"যথার্থ?"

২। যুবতী—"যথার্থ বই কি মিথ্যা বলিতেছি?"

১। যুবতী—"অনঙ্গ কি তোমার হৃদয়েই পঞ্চশর

নিক্ষেপ করেন; তোমার স্বামীকে কি চক্ষে দেখেন না?"

২। যুবতী—"আমার স্বামী সিদ্ধি সুরা অহিফেনাদি সেবন করিয়া দিবা রাত্রি অচৈতন্য থাকেন কামদেব তাঁহাকে মহাদেব জ্ঞান করিয়া তাঁহার নিকটে ভয়ে আইসেন না।"

১। যুবতী—"ভাই! তোমার কথা শুনিয়া মনে বড় দুঃখ হইল। "একবারও কি তোমার স্বামীর চেতনা হয় না!"

২। যুবতী—মউতাতের সময় কেবল একবার লোচনোন্মীলন করেন এবং ইঙ্গিত দ্বারা সুরা দিতে বলেন। এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলেই প্রমাদ।"

১। যুবতী—"তুমি মদিরা তাঁহাকে দেও কেন?"

২। যুবতী—"না দিলে যে আমাকে মারিয়া খুন করে। এমন স্বামী না থাকিলেই ভাল।"

বিধু তাহাদের নিকটে আসিয়া করিলেন "বউ! অমন কথা বলিতে নাই।"

ঐ যুবতী বিধুর ভ্রাতৃবধূ। উনি বিধুর কথা শুনিয়া অত্যন্ত লজ্জিতা হইলেন।

বিধু—"বউ! আমি এখন বাড়ী চলিলাম।"

২। "ঠাকুর ঝি! এত রাত্রিতে বাড়ী যাবে কেন! ঠাকুর জামাই আসিয়াছেন নাকি?"

বিধু—"হঠাৎ আমার মন বিচলিত হইয়া উঠিল।"

২। যুবতী—তবে তিনি নিশ্চয়ই আসিয়াছেন তাঁহার প্রণয় রজ্জুতে তোমাকে আকর্ষণ করিতেছে।

১। যুবতী—" বরং বিধুর প্রণয় রজ্জুতে তিনি আকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছেন।"

বিধু—" ভাই! তিনি লৌহ অপেক্ষা অধিক ভারী, প্রণয় রজ্জু তাঁহাকে লড়াইতে ও পারেন না। অধিক টানা টানি করিলে উহা ছিন্ন হয়।"

২। যুবতী—"অয়স্কান্ত মণিই লৌহকে আকর্ষণ করে।"

বিধু—" লৌহ নিকটবর্ত্তী হইলে আকৃষ্ট হয়।"

১। যুবতী—" এজন্যই তুমি আকৃষ্ট হইয়াছ।"

২। যুবতী—" এ যে লৌহ আকৃষ্ট না হইয়া অয়স্কান্ত মণিই আকৃষ্ট হইল।"

১। যুবতী—" আকর্ষণ গুণ উভয়েই আছে। মিলনের নিমিত্ত পরস্পর টানা টানি করিতেছে।"

২। যুবতী—' সই! চল, আমরা গিয়া আজ যুগল-মূর্ত্তি দর্শন করি।"

১। যুবতী—" বৃন্দাবনে রাস লীলা করে দুই জন নাহি জানে রাধাকৃষ্ণ নাহি জানে গোপীগণ।"

২। যুবতী—" ঠাকুর জামাই কি হলধর?

১। যুবতী—" হলধরের ন্যায় মধুপান করিয়া সর্ব্বদা মত্ত থাকেন; কোন যুবতী তাঁহার নিকট একাকিনী যাইতে সাহস করে না।"

অনন্তর বিধু সিবিকারোহণ করিয়া পিত্রালয়ে গমন করিলেন তাঁহার পিত্রালয়েও দুর্গোৎসব। বিধু সিবিকা হইতে নামিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সকলে নিদ্রা যাইতেছেন। বিধু স্বীয় শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করি-

লেন; দেখিলেন উহাতে কেহই নাই। বিধুর মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় পুষ্প হার গ্রন্থণ করেন, তাম্বূল প্রস্তুত করেন, তাহা বাসি হয়। আজও কি ফুলের মালা বাসি হইবে?

বিধু! যে মালা গ্রন্থণ করিয়াছ তাহা কাল ভুজঙ্গিনী হইয়া কাল তোমাকে দংশন করিবে।

বিধু শয়ন করিলেন শয্যায় বিক্ষিপ্ত কুসুম সমূহ সুচের ন্যায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বিন্দিতে লাগিল। তাঁহার নিদ্রা হইল না। রাত্রি প্রায় অবসন্ন হইয়া আইসে, এমন সময়ে অন্তঃপুরের দ্বারে কে যেন করাঘাত করিতে লাগিল। বিধু অবিলম্বে তথায় গিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। এক ব্যক্তি মাথায় বোঝা লইয়া প্রবেশ করিল কিন্তু সে বিধুকে দেখিয়া বোঝা মৃত্তিকায় ফেলিয়া পলায়ন করিল। বিধু বারংবার তাহার নাম জিজ্ঞাসা করাতে সে কোন উত্তর দেয় নাই। একটা রূপা বান্ধা হুকা বোঝা হইতে খুলিয়া পড়িয়াছিল বিধু তাহা হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। দীপ আলোকে দেখিয়া জানিতে পারিলেন উহা তাঁহার স্বামীর হুকা। বিধু পরমাহ্লাদিতা হইয়া সেই খানে গমন করিলেন; দেখিলেন তথায় বোঝা নাই। অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্টা হইলেন। রাত্রি প্রভাত হইল। ক্রমে ক্রমে দিবা প্রহরেক হইল বিধুর স্বামী আগমন করিলেন না। তখন বিধু বিবেচনা করিলেন সেই হুকা তাঁহার স্বামীর নয়। বিধু মনের দুঃখে দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিলেন, স্নান আহার করিলেন না। তাহার মাতা তাহাকে স্নান আহার

করিতে অনুরোধ করিলেন কিন্তু বিধু তাহা শুনিলেন না। পুর স্ত্রীগণ প্রতিমা বরণ করিতে গমন করিলেন কিন্তু বিধু উহা দর্শন ও করিলেন না।

বিধুর স্বামী একশত বিবাহ করেন; সংবৎসর তিনি শশুরালয়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সকল স্ত্রী অপেক্ষা তিনি বিধুকে অধিকতর ভাল বাসিতেন। তিনি প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের সময় বিধুর পিত্রালয়ে আগমন করিয়া ছয় মাস পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করিতেন। এবার ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী পূজা গত হইল তবু তাঁহার দেখা নাই। আজ বিজয়া দশমীর দিন, বিধু নিরাশ হইয়া অধীরা হইবেন বিচিত্র কি? বিধু বহির্বাটীতে যাইয়া চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখীন প্রাঙ্গণে উপবেশন করিলেন। সকলে প্রতিমা বিসর্জ্জন করিবার নিমিত্ত গঙ্গাতীরে গমন করিয়াছিল; কেহই বহির্বাটীতে ছিল না। বিধু চণ্ডীমণ্ডপে দৃষ্টিপাত করিলেন উহা প্রতিমা শূন্য দেখিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। নয়ন মুদিত করিয়া মনশ্চক্ষে হৃদয় মণ্ডপ দেখিতে লাগিলেন, দশভুজার প্রতিমা-শূন্য চণ্ডীমণ্ডপের ন্যায় তাঁহার হৃদয় মণ্ডপ ও শূন্য ময় বোধ হইল। সজল নয়নে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন "এত দিন পর্য্যন্ত আশা প্রতিমা কল্পনা হস্তে নির্ম্মাণ করিয়া, মনোরম নানা বর্ণে রঞ্জিত স্বর্ণ অলঙ্কারে ও সুচারু পবিত্র পট্টবস্ত্রে বিভূষিত করিলাম। ষষ্ঠীর রাত্রিতে উদ্বোধনে আশাদেবী জাগ্রত হইলেন; হৃদয়-মণ্ডপে প্রতিষ্ঠিতা আশা প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলে জাগ্রতা আশা দেবীর আবির্ভাব হইল, সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী

পর্য্যন্ত অভিলাষপুষ্পে অর্চ্চনা করিয়া মনোনীত বরের প্রার্থনা করিলাম। দেবী সুপ্রসন্না হইয়া বরপ্রদা হইলেন না কেন? আমার কি ভক্তির ত্রুটি ছিল? হায়! ঐ দেখ ছিন্নমুণ্ড ভয়-মহিষাসুরের কম্পিত কলেবর হইতে ভীষণ নৈরাশ অসুর উৎপন্ন হইল! সাহস সিংহবাহিনী আশাদেবী শক্তি-শেলাঘাতেও কি নৈরাশ অসুরকে ধ্বংস করিতে পারিলেন না? সাহস সিংহ কি নৈরাশ অসুরকে গ্রাস করিতে পারিল না? হায়! আমার মনস্কামনা সিদ্ধি হইল না? আজ বিজয়া দশমীতে নেত্র নীরে আশা প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া আসিলাম। হায়! হৃদয়মণ্ডপে দৃষ্টিপাত করিতে পারিতেছি না! উহা শূন্য দেখিতেছি। কি বলিয়া মনকে প্রবোধ দিব? এক বৎসর গত হইল; প্রাণনাথের শ্রীচরণ দর্শন লাভ হইল না; হায়! আমার মনোরথ পূর্ণ হইল না; তিনি আগমন করিলেন না কেন? তাঁহার কি কোন বিপদ ঘটিয়াছে?"

বিধু উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন "'প্রাণনাথের কি কোন বিপদ ঘটিয়াছে?"

অকস্মাৎ কে যেন বলিয়া উঠিল "সর্ব্বনাশ হইয়াছে।"

বিধু এই কথা শুনিয়া মহাভীতা হইয়া নেত্র উন্মীলন করিলেন, দেখিলেন, সম্মুখে শিরোমণি দণ্ডায়মান আছেন। শিরোমণি কহিলেন "বিধু! তোমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে।"

এই বলিয়া শিরোমণি বিধুর দৃষ্টিপথ হইতে তৎক্ষণাৎ অপসৃত হইলেন।

ভীষণমূর্ত্তি শিরোমণি বিধুর দৃষ্টিপথ হইতে যাহা আব-

রণ করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে বিধুর দৃষ্টিগোচর হইল। এ কি! এ কি! কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! বিধু ভীষণ চীৎকার করিয়া সংজ্ঞাশূন্যাবস্থায় ভূতলশায়িনী হইলেন কেন?

শিরোমণি বিধুর স্বামীর মৃত দেহ আনিয়া প্রাঙ্গণে রাখিয়াছিলেন; বিধু তাহা নিরীক্ষণ করিবামাত্র ভীষণ চীৎকার করিয়া অচৈতন্যা হইলেন। ইহাকেই না বলে দিনের দুই প্রহরের ডাকাতি?

সাধ্বীর স্বামীর মৃত্যু হইলে এই ভূমণ্ডল অরণ্যবৎ প্রতীয়মান হয়! বিপদভার প্রপীড়িতা দুর্ব্বলা বনিতা জীবন অরণ্যে একাকিনী কি প্রকারে ভ্রমণ করিবেন? স্বামী নাই? কে মনের বোঝা নামাইবে? কে দুঃখে দুঃখী হইবে? কে উত্তরীয় দ্বারা চক্ষের জল মুছিয়া দিয়া সান্ত্বনা করিবে? কে প্রিয় সম্ভাষণ করিবে? কে মিষ্টালাপে ও কৌতুকজনক বাক্যে অন্তঃকরণ প্রফুল্ল করিবে? ভরণ পোষণ জন্য কে এত ব্যস্ত হইবে? কে উত্তম উত্তম বস্ত্রাদি আনিয়া দিবে? স্বামী নাই? আ! হতভাগিনি! তোমার পার্থিব সুখের যে শেষ হইল।

কিয়ৎকাল পরে বিধুর চেতনা হইল। আবার সেই শব দেখিলেন। প্রথমতঃ স্বপ্নে উহা দেখিতেছেন বোধ হইল। কিন্তু তাঁহার মাতার রোদনধ্বনি শুনিয়া সে ভ্রম আর রহিল না। বিধু আবার চীৎকার করিয়া চক্ষু মুদিত করিলেন।

একত্রিংশ অধ্যায়।

অদৃষ্টে কখন কি ঘটে তাহা বলা যায় না। সেই দিন বিধু বাচস্পতি ও সৌদামিনীর সঙ্গে হাস্য কৌতুক করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেছিলেন, আজ ধরাতলে ধূলায় ধূসরিত হইয়া রোদন করিতেছেন। নিকটে শিরোমণি বিষণ্ণবদনে উপবিষ্ট আছেন। অবস্থা পরিবর্ত্তনশীল; ভাল অবস্থা হইতে মন্দ অবস্থা, মন্দ অবস্থা হইতে ভাল অবস্থা হয়। সুখও চিরদিন থাকে না, দুঃখও চিরদিন থাকে না। কি সুখের সময় কি দুঃখের সময় সকল সময়েই বলা যাইতে পারে "এমন দিন আর রহিবে না" শিরোমণি কি এই উপদেশ-গর্ভবাক্য দ্বারা বিধুকে সান্ত্বনা করিতেছেন? কি শিরোমণি, কি ন্যায়রত্ন, কি বিদ্যাবাগীশ কেহই বিধুকে বলিতে পারিবেন না "বিধু! এমন দিন আর রহিবে না। হিন্দু মহিলার বৈধব্য অবস্থা অপরিবর্ত্তনশীল, উহা স্বভাবের নিয়ম বিরুদ্ধ। তাঁহার সুখরবি একবার অস্ত গেলে আর উদয় হয় না; বৈধব্য স্বরূপ কালযামিনী আর প্রভাত হয় না।

শিরোমণি কহিলেন "বিধু! আর কাঁদিও না; যে যে পরামর্শ দিলাম তাহা মনে থাকিবে ত?"

বিধু—"থাকিবে না? অন্তঃকরণ গ্রন্থে উহা অঙ্কিত হইল। অহর্নিশি কেবল উহাই পাঠ করিব। আমার মনোবাঞ্ছা এই হত্যাকারী উচিত শাস্তি পায়। কিন্তু স্বামীর তৈজস পত্র পিতৃ গৃহে কি প্রকারে আসিল?"

শিরোমণি—" তোমার পিতাই দারগার নিকট এ-বিষয়ের উত্তর দিবেন।"

বিধু—" মনে বড় সন্দেহ হইতেছে।"

শিরোমণি এই কথার কোন উত্তর দিলেন না; মনো-নিবেশ পূর্ব্বক একখানি ছবি দেখিতে লাগিলেন।"

বিধু জিজ্ঞাসা করিলেন " ছবি খানি কার?"

শিরোমণি উত্তর করিলেন " তোমার।"

বিধু—"আমার?"

শিরোমণি—" ইহাতে তোমার মূর্ত্তি চিত্রিত আছে।"

বিধু উহা হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক দেখিতে লাগিলেন, উভয় চক্ষু দিয়া অনিবার্য্য বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। রোদন করিতে করিতে কহিলেন, " প্রাণেশ্বর স্বহস্তে এই প্রতিকৃতি চিত্রিত করেন; ইহা তাঁহার সঙ্গে ছিল।"

শিরোমণি—" তোমার স্বামীর গলদেশে উহা স্বর্ণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল।"

বিধু—" আপনার হস্তে এই ছবি, পিতার গৃহে অন্যান্য তৈজস পত্র দেখিয়া মনে বড় সন্দেহ হইতেছে। পতিশোক প্রজ্জ্বলিত করিবার নিমিত্ত উহা আপনারা সংগ্রহ করিয়া-ছেন কি? যদি পতি বিয়োগ কাতরা বিধবাকে ক্লেশ দেও-য়াই উদ্দেশ্য হয় তবে তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলুন আমি আত্ম-হত্যা করিয়া সকল যন্ত্রণার শেষ করি।"

শিরোমণি অধোবদনে রহিলেন।

বিধু তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন " সত্য করিয়া বলুন কে স্বামীকে বধ করিল?"

শিরোমণি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিস্তব্ধ রহিলেন।

বিধু—" যদি যথার্থ কথা প্রকাশ না করেন তবে আমি নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিব।"

শিরোমণি ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া বলিতে লাগিলেন " আনন্দ নগরের পূর্ব্বাংশে যে অরণ্যানী আছে তন্মধ্যে মহারুদ্র নামা দস্যুপতি বাস করেন। তাঁহার সেনাধ্যক্ষ রুদ্র তোমার পতিকে বধ করিয়াছেন।"

বিধু—" তৈজসপত্র এখানে কে আনিল?"

শিরোমণি—" তোমার পিতা।"

বিধু—" আমার পিতা?"

শিরোমণি—" তোমার পিতাই দস্যুপতির সেনাধ্যক্ষ। এখন তাঁহার বিরুদ্ধে নালিস করিতে পারিবে ত?"

বিধু—" আমার পিতা!"

শিরোমণি মনে মনে কহিতে লাগিলেন " যে অগ্নিকণা লাগাইয়া দিলাম তাহা সকল দগ্ধ করিবে; দৈববলেও নির্ব্বাপিত হইবে না।"

বিধু—" আমার মনে পূর্ব্বেই সন্দেহ হয়। আর কাঁদিব না।"

শিরোমণি—" কেশব তাহা জানিতে পারিয়াছেন। শীঘ্র পিত্রালয় পরিত্যাগ না করিলে তুমিও নিহত হইবে।"

শিরোমণি গৃহের পশ্চাদ্ভাগে কে যেন দণ্ডায়মান আছে দেখিয়া বেগে পলায়ন করিলেন।

বিধু কহিতে লাগিলেন "পলায়ন করিব কি? না, পলা-য়ন করিব না। এ জীবন ধ্বংস হইলে দুঃসহ যন্ত্রণারও শেষ

হইবে। পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিলিত হইলে আন্তরিক যন্ত্রণা বিলীন হবে কি? যদি না হয় তবে মরা বাঁচা উভয়ই সমতুল্য। আ! হতভাগিনি বিধু! তুই কেন রমণী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলি? জন্মমাত্র, অনূঢ়াবস্থায়, বিবাহের রাত্রিতে অথবা কাল রাত্রিতে তোকে কালাহি কেন দংশন করে নাই? রমণী জন্মের পরিণাম এই! জীবিতেশ্বরের সহবাসে অনির্ব্বচনীয় সুখ ভোগ করিয়া অবশেষে এত ক্লেশ ভোগ করিতে হইল? পার্থিব সুখ অনিত্য; ক্লেশ চিরস্থায়ী ও অন্তঃকরণ বিদারক। কিন্তু যদি মৃত্যুর পর প্রাণেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ লাভ হয় তাহা হইলে আর ক্লেশ থাকিবে না। আত্মা অবিনশ্বর! অতএব তাঁহার আত্মা স্বর্গে বাস করিতেছে। তথায় হারাধন প্রাপ্ত হইয়া অনির্ব্বচনীয় সুখভোগ করিব। তথায় উভয়ে প্রগাঢ় আত্মীয়তায় আবদ্ধ থাকিয়া চিরকাল একত্রে সহবাস করিব। তথায় নৃশংস বিচ্ছেদ এক নিমিষের নিমিত্তও পরস্পরকে বিভিন্ন করিতে পারিবে না। সেই সুখধামে কেবল প্রেমামৃত পান করিব। অতএব বিধবার পক্ষে মৃত্যু ভাল। পিতঃ তুমি আমাকে বধ কর তাহাতে আমি কাতর নই। পলায়ন করিব না।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

একদিন দিবা প্রহরেক সময় তিন জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গুপ্ত বিলাস ভবন হইতে বহির্গত হইয়া আনন্দ নগরাভিমুখে

গমন করিতেছিলেন। প্রাচীন নগরের উত্তরাংশে নিবিড় অরণ্য, তন্মধ্যে দিয়া গমনাগমনের নিমিত্ত সংকীর্ণ পথ ছিল, বর্ষীয়ান ব্রাহ্মণেরা ক্ষণকাল তথায় পরামর্শ করিয়া আবার গমন করিতে লাগিলেন। অরণ্য উত্তীর্ণ হইলে তাঁহারা আনন্দ নগরে প্রবেশ করিলেন না; উহার পূর্ব্বপ্রান্তভাগ দিয়া উত্তর দিকে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ নগরের উত্তরাংশে কোন ইষ্টকালয়ের দ্বারের উপরিভাগে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত ছিল "বরং দোষী ব্যক্তি মুক্তি লাভ করে সেও ভাল তথাপি নির্দ্দোষী যেন শাস্তি না পায়" পূর্ব্বোল্লিখিত ব্রাহ্মণেরা এই আলয়ে প্রবেশ করিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা বর্ষীয়ান ব্রাহ্মণ সঙ্গীদিগকে কহিলেন "তোমরা কিছুকাল এখানে অপেক্ষা কর আমি মাধবের অন্বেষণে চলিলাম।" এই বলিয়া তিনি গমন করিলেন।

অনতিদূরে একটী বটবৃক্ষের তলায় কতকগুলি লোক উপবিষ্ট ছিল ঐ বৃক্ষের শাখা সমূহ অনেক স্থান ব্যাপিয়া সমভাবে বিস্তৃত; পত্রসমূহ এত ঘন সংনিবিষ্ট যে সূর্য্যকিরণ প্রবিষ্ট হয় না। বড় বড় শাখা হইতে জট নির্গত হইয়া মৃত্তিকায় পতিত হইয়াছে। ঐ সকল জট স্থূল; উহারা মৃত্তিকায় দৃঢ়ীভূত থাকাতে বোধ হয় যেন স্তম্ভ শ্রেণী কোন অট্টালিকার ছাদ ধারণ করিয়া আছে।

সেই বর্ষীয়ান ব্রাহ্মণ এই বৃক্ষের তলায় উপস্থিত হইলেন। ঐ আলয়ের অভ্যন্তর ভাগ যেরূপ লোকাকীর্ণ ছিল এই বৃক্ষের তল প্রদেশও সেইরূপ বহু লোক পূর্ণ ছিল। দস্যুমন্ত্রী মাধব তথায় ছিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহার সম্মুখে

দণ্ডায়মান হইলে মাধব তদীয় আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ঐ আলয়ের বহিঃপ্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দ্বারের উপরিভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন।

কোন স্থূলকায় ব্যক্তি অনতিদূরে কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট ছিলেন মাধব তৎপ্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন; "ন্যায়রত্ন মহাশয়! ভীত হইবেন না; যতদিন সেরেস্তাদার মহাশয় আছেন, তত দিন বিচার আলয় দ্বারের উপরিভাগে যে বিবরণ লিখিত আছে, তাহার বিপরীত ঘটিবে। ঐ পরোপকারী মহাত্মা স্পষ্টই বলেন অর্থ ব্যয় করিতে পারিলে নির্দ্দোষী ব্যক্তি শাস্তি পাইবে দোষী ব্যক্তি মুক্তিলাভ করিবে। আহা! কি উদার অভিপ্রায়! কি মহৎ গুণ! ঐ যে অল্প বেতন ভোগী আমলাগণকে দেখিতেছেন, এই মত অবলম্বন না করিলে উহাদের দুরবস্থার সীমা থাকিত না। উহাদের রমণীগণ, যাঁহারা এক্ষণে বেশ ভূষালঙ্কৃতা হইয়া, অট্টালিকায় বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারা জীর্ণোটজ মধ্যে জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া কষ্টভোগ করিতেন, আমরাও সেরেস্তাদার মহাশয়ের অনুগ্রহে যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিতেছি, এবং তদ্দ্বারা পরিবারের সচ্ছন্দে ভরণ পোষণ হইতেছে।"

দ্বাদশ বর্ষীয় একটী বালক সেরেস্তাদার মহাশয়ের চরণ ধারণ করিয়া রোদন করিতেছিল, এই বালকটী পাঠক মহাশয়ের পরিচিত, বাচস্পতির পুত্র যাদব।

সেরেস্তাদার কহিলেন, "যাদব! শুধু রোদন করিলে কাজ হয় না; রুধির চাই।"

যাদব। "আমার ভগ্নীর কয়েকখান স্বর্ণালঙ্কার সঙ্গে আনিয়াছি।"

সেরেস্তাদার, "এক্ষণে উহা গ্রহণ করিব না, কাহার নিকট আমানত কর, মোকদ্দমা প্রতুল হইলে লইব।"

ইতিমধ্যে মাধব তথায় উপস্থিত হইয়া করযোড়ে নিবেদন করিলেন, "মহাশয়! নদীর দুই কূলতো ভাঙ্গে না।"

সেরেস্তাদার ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "যে পাড়ে দৃঢ় পদার্থ অধিক সে পাড় ভাঙ্গিবে কেন? তবে কি না দুই কূলই পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।"

মাধব সেরেস্তাদারের কাণে কাণে কহিলেন, "ছোটকর্ত্রী ৫০০০) টাকার তাগা বান্ধিয়াছেন, যদি আসামীর ফাঁসী হয়, তাহা হইলে, মহাশয়ের ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন।"

সেরেস্তাদার তদনুরূপ মৃদুস্বরে, কহিলেন, "আমার দ্বারা কিছুমাত্র ত্রুটি হইবে না।"

মকদ্দমা করিতে গেলে এক পক্ষ জয়ী অপর পক্ষ পরাজয় হইয়া থাকে, কিন্তু সেরস্তাদার মহাশয়ের পূজায় ফাঁক হইবার যো নাই, ইনি আর কালিঘাটের কালী দুই সমান। ঝড়ে ঘর পড়ে, ফকিরের জহুরা বাড়ে।

দিবা তৃতীয় প্রহরের সময় হাকিম কাছারিতে আগমন করিলেন, সেরস্তাদার কতকগুলি নথী লইয়া তাঁহার নিকট

উপস্থিত হইলেন। মোক্তারগণ সেলাম করিয়া এজলাসে দণ্ডায়মান হইল।

সেরস্তাদার কহিলেন "আজ মোহিনীমোহন বধের মোকদ্দমার বিচার হইবে।"

জবানবন্দি নবিস প্রথম সাক্ষী যুধিষ্ঠির ন্যায়রত্নকে আনিতে বলিলেন। চাপরাসীরা সাক্ষীগণকে প্রায়ই অর্দ্ধ-চন্দ্র দিয়া আনিয়া থাকে কিন্তু অর্দ্ধচন্দ্র পাইলে আর ওরূপ ব্যবহার করে না। মাধব পূর্ব্বেই সকলের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন অতএব সাক্ষীর প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার হইল না। দুই জন চাপরাসি ন্যায়রত্নকে ধরিয়া ধীরে ধীরে এজলাসে আনিল। তাঁহার যেন বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত চলৎশক্তি নাই।

একজন ব্রাহ্মণ তাহার হস্তে তামা তুলসী দিয়া কহিলেন "হলফ কর।"

ন্যায়রত্ন—"অ্যাঁ! আমি কুলের মুখটী, বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান।"

ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিলেন ইনি কাণে কিছু খাট, অতএব উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন; "পরিচয় চাই না, হলফ কর।"

ন্যায়রত্ন—"হলফ কি?"

ব্রাহ্মণ—"প্রতিজ্ঞা।"

ন্যায়রত্ন—"তা বিচারপতির সম্মুখে তামা তুলসী গঙ্গা জল স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন কি? আমি যথার্থ বলিতেছি কুল রক্ষার্থে তোমার ভগ্নীকে বিবাহ করিব।

ব্রাহ্মণ—"এমন বয়সেও বিবাহ করার সক টুকু যায় নাই? চাপরাসি তুমিই ইহাকে হলফ দাও।"

চাপরাসী—"যদি আমার বোনকে নিকা করিতে চায়?"

ব্রাহ্মণ—"বেশত বামণ বোনাই হবে।"

চাপরাসী—"তবে আগে কলমা পড়াই।"

ব্রাহ্মণ—"আচ্ছা তাই পড়াও।"

চাপরাসী—"বামণ হলফ পড়্।"

ন্যায়রত্ন—"অাঁ! প্যাদা সাহেব বল কি?"

চাপরাসী—"ঠেলা সের।"

ন্যায়রত্ন—"তোমার শিরঃশূল হইয়াছে আহা ও বড় বিষম রোগ।"

চাপরাসী—"আমি যা বলি তাই বল।"

ন্যায়রত্ন—"আচ্ছা বাপু! তাই বলিব তবে কি না পাত্রী কে তাহা জানা গেল না।"

চাপরাসী—"বল।"

ন্যায়রত্ন—"বল।"

চাপরাসী—"মর বেটা।"

ন্যায়রত্ন—"মর বেটা।"

চাপরাসী—"আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছি এক্ষণে যাহা কহিব তাবৎ সম্পূর্ণ সত্য সত্য ভিন্ন মিথ্যা হইবে না।"

ন্যায়রত্ন—"আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছি এক্ষণে যাহা কহিব তাবৎ সম্পূর্ণ মিথ্যা মিথ্যা ভিন্ন সত্য হইবে না।"

চাপরাসী—" সত্য ভিন্ন মিথ্যা হবে না।"

ন্যায়রত্ন—" মিথ্যা ভিন্ন সত্য হইবে না।"

বিচারপতিও কি বধির?

জবানবন্দি নবিস জবানবন্দি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। মাধব একটুক্‌রা কাগজে ২০ টাকা জড়াইয়া তাহার জেবের মধ্যে দিলেন।

বিচারপতি কি অন্ধ?

জবানবন্দি নবিস—" তোমার নাম কি?"

ন্যায়রত্ন—" যুধিষ্ঠির দেব শর্ম্মণঃ।"

" ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির?"

" তা ধর্ম্মেই জানেন; মিথ্যা বলিব না।"

" তা টের পাইয়াছি। অশ্বত্থামা হত বই আর কিছুই বলিবে না। সে যাহা হউক মোকদ্দমার অবস্থা কি বল।"

" অ্যাঁ! বল কি?"

বিজয় তথায় দণ্ডায়মান ছিলেন জবানবন্দি নবীস তাঁহাকে অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, " ইনি কি খুন করিয়াছেন।"

ন্যায়রত্ন—" ইনিই হত্যা করিয়াছেন। বার্ষিক আদায়ের জন্য ইহাদের বাটী যাইতেছিলাম, আমার সঙ্গে বিদ্যাভূষণ ও বিদ্যারত্ন, তখন বেলা দণ্ডেক ছিল; অরণ্য মধ্যে বিজয় বাবু তাঁহার বৈমাত্র ভ্রাতাকে বধ করিলেন।"

বিচারপতি—" কি নিমিত্ত বধ করিল?"

ন্যায়রত্ন—" ইঁহার পিতা বিনিয়োগ পত্র দ্বারা তাবৎ সম্পত্তি ইহার বিমাতাকে লিখিয়া দেন। বিজয় তাহার

উত্তরাধিকারী হইবার মানসে ভাবি উত্তরাধিকারী বৈমাত্র ভ্রাতাকে বধ করিয়াছেন।"

বিজয়—" এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মিথ্যাবাদী।"

বিদ্যাভূষণ ও বিদ্যারত্নও ঐরূপ সাক্ষ্য দিলেন। বিচারপতি জ্ঞানকৃত বধের অভিযোগ করিয়া বিজয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, " তুমি মোহিনীমোহনকে বধ করিয়াছ?"

বিজয় উত্তর করিলেন, " বধ করিয়াছি।"

বিচারপতি—" কেন?"

বিজয় আদ্যন্ত বিবরণ বিবরিত করিয়া কহিলেন, " কোন দুর্বলা রমণীর ধর্ম্মরক্ষা করিতে গিয়া মোহিনীকে বধ করিয়াছি। তৎকালে বৈমাত্র ভ্রাতাকে চিনিতে পারিয়াছিলাম না।"

বিচারপতি—" সেই রমণীর নাম কি?"

বিজয় অধোবদনে রহিলেন। বিচারপতি বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন কিন্তু বিজয় উত্তর দিলেন না।

বিচারপতি কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, " কারাধ্যক্ষ! বিজয়কে কারাগারে নিয়া যাও; ইনি সেই রমণীর নাম প্রকাশ না করিলে ইহার প্রতি গুরুতর দণ্ডবিধান হইবে।"

এই আদেশ শ্রবণ করিবামাত্র কারাধ্যক্ষ বিজয়কে সঙ্গে লইয়া কারাগারে গমন করিল। বিচারপতি অন্য মকদ্দমার বিচার করিতে লাগিলেন।

মাধব ন্যায়রত্নের কাণে কাণে কহিলেন, " শিরোমণি! এই বেশে তোমাকে ছোটকর্ত্রীর নিকট যাইতে হইবে।"

শিরোমণি ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "ছোটকর্ত্রী গুপ্ত বিলাসভবনে স্বহস্তে আমার এবং সঙ্গী দস্যুদ্বয়ের বেশ-ভূষা করিয়া দিয়াছেন। তুমি দারগার নিকট যাবে না?"

মাধব—"যাব না? ১০০০ হাজার টাকার লোভ কি ত্যাগ করিতে পারি? এবিষয়ের বিজ্ঞাপন তুমি দেখ নাই?"

শিরোমণি—"না।"

বিচার আলয়ের ভিত্তির এক স্থানে কতকগুলি কাগজ সংযুক্ত ছিল। তন্মধ্যে একখানা কাগজে এইরূপ বিবরণ লিখিত ছিল।

বিজ্ঞাপন।

"প্রাচীন নগরের দক্ষিণাংশে নরহত্যা হয় যে ব্যক্তি হত্যাকারীর অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবে সে ১০০০ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে।"

মাধব উহা পাঠ করিলে শিরোমণি কহিলেন "এ হাজার টাকা তুমি নিশ্চয়ই পাইবে।"

মাধব—"এখন বিধু এজেহার করিলে ভাল হয়।"

শিরোমণি—"দারগার নিকট বিধু মিথ্যা কথা বলিবেন না।"

মাধব—"কোন নির্জন স্থানে গিয়া এবিষয়ের মন্ত্রণা করা উচিত।"

শিরোমণি—"দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ, তবে চল।"

উভয়ে মন্ত্রণা করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন।

ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায়।

যে বিচার আলয়ের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে তাহার উত্তর পশ্চিম দিকে কারাগার ছিল। সেই কারাগারে বিজয় বন্দী ছিলেন। কারাধ্যক্ষ রাত্রিতে বহুসংখ্যক বন্দীকে এক অপ্রশস্ত কুঠরীতে কারারুদ্ধ রাখিতেন তজ্জন্য বিজয়কে অনেক ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল।

ভৈরবী বিজয়ের বিপদ সংবাদ অবগত হইয়া আনন্দ নগরে আগমন করেন এবং কারাগারে যাইয়া বিজয়ের দুরাবস্থা প্রত্যক্ষ করেন। ভৈরবীর বিনয়বাক্যে বিচারপতির স্ত্রী অত্যন্ত বাধ্য হন এবং তাঁহার অনুরোধে বিচারপতি বিজয়কে স্বতন্ত্র কুঠরীতে কারারুদ্ধ রাখিতে আদেশ প্রচার করেন। তদনুসারে কারাধ্যক্ষের বাসস্থানের পার্শ্বে এক প্রশস্ত কুঠরী বিজয়ের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হয়। যে দিন বিজয় এই কুঠরীতে আগমন করিলেন সেই দিন এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া হস্তে একখানি পত্র দিলেন।

বিজয় এই ব্যক্তির মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া বিবেচনা করিলেন ইহাকে কোথা যেন দেখিয়াছেন; ক্ষণকাল বিবেচনা করিয়া জানিতে পারিলেন ইনি পুরুষ নন স্ত্রীলোক। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "স্ত্রীলোক হইয়া পুরুষের বেশ ধারণ পূর্ব্বক এই কারাগারে আমার নিকট কি নিমিত্ত আসিয়াছে? ইনি কি বিমলার সহচরী তরলা? না, তরলার মুখমণ্ডলের সহিত ইহার মুখমণ্ডলের কোন সাদৃশ্য দৃষ্ট

হয় না। তবে ইনি কে?" ক্ষণকাল চিন্তার পর ইহার নাম বিজয়ের স্মরণ হইল। বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন, "সরলা যে! সরল কোথা হইতে আসিলে?"

সরলা কহিলেন "প্রাচীন নগর হইতে আসিয়াছি। তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত পুরুষের বেশ ধারণ করিয়াছি।"

বিজয়—"সে কি সরল? সেখানে কার আশ্রমে বাস কর?"

সরলা—"শিরোমণির।"

বিজয়—"শিরোমণির আশ্রমে! তাহার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি?"

সরলা—"শিরোমণির সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তাহা এই পত্রে অবগত হইবে।"

সরলা একটি হীরার আংটী বিজয়ের হস্তে দিলে বিজয় বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "সরলে! তুমিই বারম্বার আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ? আমার কৃতজ্ঞতার চিহ্ন প্রত্যর্পণ কর কেন?"

সরলা—"উহা আমি নিজের জন্য গ্রহণ করি নাই, ছোটকর্ত্রীর দুরভিসন্ধির সংবাদ পাইবার জন্য প্রাণবল্লভকে উহা দেওয়ার মানস করিয়াছিলাম।"

বিজয়—"তাহাকে উহা দেও নাই কেন?"

সরলা—"তাহাকে নিজের অলঙ্কারাদি দিয়াছি।"

বিজয় গদ গদ স্বরে কহিলেন, "সরল! তুমিই উহা গ্রহণ কর।"

সরলা—"উহা দ্বারা তোমার বিশেষ উপকার দর্শিবে।"

বিজয়—"কি উপকার?"

সরলা এই কথার কোন উত্তর না দিয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন।

বিজয় সরলার পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন।

সরলার পত্র।

"বিজয়! সকলে আমাকে ঘৃণা করিত; কেবল তুমি আমাকে স্নেহ করিতে; আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছি ঐ স্নেহের মূল বিশুদ্ধ প্রণয়! আমার জীবন বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য তুমি সর্ব্বদাই আমাকে অনুরোধ করিতে কিন্তু আমি কখনই তোমার সেই অনুরোধ রাখি নাই; তাহার বিশেষ কারণ ছিল। আজ তোমার নিকট সকল কথা প্রকাশ করিব। আমার পিতা এক জন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন; তিনি বার্দ্ধক্য দশায় সস্ত্রীক কাশীবাস করেন। তথায় এ অভাগিনীর জন্ম হয়। পিতার মৃত্যু হইলে মাতা ভিক্ষা করিয়া যে কিছু পাইতেন তদ্দ্বারা কথঞ্চিৎ আমাদের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। ক্রমে ক্রমে আমার যৌবন কাল উপস্থিত হইল। এ অভাগিনীর কপাল এত মন্দ যে মাতাও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া পরলোক যাত্রা করিলেন। আমি বিপদ সাগরে ভাসমান হইলাম। একে বিদেশ, তাহাতে আবার আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সঙ্গে নাই; কি প্রকারে কুল মান ধর্ম্ম রক্ষা পায় তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। মাতার মুখে শুনিয়াছিলাম আমার জ্যেষ্ঠতুত ভ্রাতা নবদ্বীপে শাস্ত্র অধ্যায়ন করিয়া সকল শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছেন। চন্দ্রপুরের ভূম্যধিকারী মহিন্দ্রনারায়ণ বাবু তদীয় কন্যা মৃন্ময়ীকে তাহার সহিত বিবাহ দিয়াছেন।

আমার জ্যেষ্ঠতুত ভ্রাতা বিবাহ করিয়া অবধি তাঁহার আলয়ে বাস করেন। তথায় যাইব মানস করিয়া যে বৃদ্ধার আশ্রয়ে ছিলাম তাহাকে বঙ্গদেশীয় যাত্রীকের অনুসন্ধানে নিযুক্ত করিলাম; নিজেও প্রত্যহ বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে যাইয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। এক দিন এক যুবকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। পিতার মুখের সহিত ইহার মুখমণ্ডলের সাদৃশ্য দেখিয়াই হউক অথবা অন্য কারণেই হউক আমার অন্তঃকরণে একরূপ অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল। আমার মনে ভ্রাতৃ স্নেহ উদিত হইল কিন্তু ঐ যুবা অনঙ্গশরের বশবর্ত্তী হইলেন। তরঙ্গ সঙ্কুল সাগর হইতে উদ্ধার বাসনায় যাহা কাষ্ঠফলক জ্ঞানে অবলম্বন করিলাম কপাল ক্রমে তাহা কালভুজঙ্গ হইয়া আমারে দংশন করিল সেই কালকূটে আমার সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরীভূত আছে। আমি ব্রাহ্মণকন্যা এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দুরাত্মা স্বীয় দুরভিসন্ধি সম্পাদন জন্য আমার বাস ভবনের এক কক্ষ্যায় বাসা লইল ও নানা প্রকার মনঃতুষ্টি জন্মাইয়া, আমাকে বশীভূত করিল।সরলা মুগ্ধ স্বভাবা রমণীকে বিমুগ্ধ করিতে সেই বঞ্চক কোন চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। পূর্ব্ব সংজাত ভ্রাতৃ স্নেহের পরিবর্ত্তে আমার মনে তাহার প্রতি প্রণয় সঞ্চারিত হইল।

বিজয়! বলিতে লজ্জা হয়, ঐ নরাধমের করে আত্ম জীবন যৌবন সমর্পণ করিলাম এবং তৎকৃত বিবাহ প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। বিবাহ বাসরে নির্দ্দিষ্ট লগ্নে আমরা উভয়ে তৎকালোচিত বেশভূষা করিয়া আসনে উপবেশন করি-

লাম। বর কহিলেন আমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, পুরোহিতের কার্য্য নিজে করিতে পারিব কিন্তু কন্যা পাত্রস্থ কে করিবে? কন্যার পিতা অভাবে ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতির আবশ্যক। আমি কহিলাম মহাশয়! হতভাগিনীর সংসারে কেহই নাই; আমি স্বয়ংই আত্ম জীবনের দানাধিকারিণী অতএব আমিই আমাকে দান করিব। বর আমার নাম ও পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিলে আমি যথা ক্রমে পিতা পিতামহের নাম ও গোত্র পরিচয় দিলাম। বর মস্তকে করাঘাত পূর্ব্বক কহিলেন; তুমি যে আমার খুড়তুত ভগ্নী! এই কথা শ্রবণ মাত্র তৎক্ষণাৎ যুগপত বিস্ময় আশঙ্কা ও অন্যায্য কর্ম্ম জনিত লজ্জার বশবর্ত্তিনী হইয়া আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। দুরাত্মা আমার হস্ত ধরিয়া বল পূর্ব্বক উপবেশন করাইল, কহিল, ভয় কি! আমি এক জন প্রধান পণ্ডিত; উপস্থিত ব্যাপারে বিধি দান করিতেছি। আমি কহিলাম এমন গর্হিত কর্ম্ম করিলে ইহ পরলোক নষ্ট হইবে। সে কহিল যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া গিয়াছে তাহা অবশ্যই সম্পাদন করিতে হইবে। মুসলমানদিগের মধ্যে পিতৃব্য কন্যা বিবাহ করার নিয়ম প্রচলিত আছে। "চাচা আপন চাচি পর, তার মেয়েকে বিয়ে কর" কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে উহা প্রচলিত হইলে তাহাদিগকে আর কন্যাদায় গ্রস্ত হইতে হইবে না। এস এখন মন্ত্র পাঠ করিয়া তোমার পাণি গ্রহণ করি। আমি কহিলাম মহাশয়! এ বিবাহে মন্ত্রপাঠ করিয়া শাস্ত্রের অবমাননা করিবেন না বরং কোরান কল্মা পাঠ করুন। বর কহিলেন তথাস্তু। এই বলিয়া আমার হস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক এমন বিজা-

তীয় ভাষা উচ্চারণ করিতে লাগিলেন যে তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। দেখিলাম এব্যক্তি উন্মাদ হইয়াছেন। কোন প্রকারেই ইহার হস্ত হইতে বিমুক্ত হইতে পারিব না। অকপট চিত্তে নিজের দোষ ও প্রকাশ করা উচিত; আমি ও ইহার প্রতি অনুরক্তা ছিলাম সুতরাং শাস্ত্রানুসারে পরিণয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে বলিলাম। তিনি বিবাহের মন্ত্র পাঠ করিয়া আমাকে বিবাহ করিলেন। তদনন্তর আমাকে সঙ্গে করিয়া বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে আসিলেন, কহিলেন বিশ্বেশ্বরের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা কর, যত দিন জীবিত থাকিবে তত দিন এই বিবাহের কথা প্রকাশ করিতে পারিবে না। আমি প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কহিলাম যে দিন মৃত্যুর উপায় অবলম্বন করিব সেই দিন এই কথা প্রকাশ করিব।

অনন্তর আমরা চন্দ্রপুর গ্রামে আসিলাম তথায় স্বামী তোমার পিতার বৈমাত্র ভগ্নী মৃন্ময়ীকে বিবাহ করেন অতএব তোমাদের বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। স্বামী আমাকে পিতৃ মাতৃহীনা রমণী বলিয়া পরিচয় দিলেন; স্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিলেন না, অথচ স্ত্রীর ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তিনি তোমার পিসীকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে তোমার মাসী তিলোত্তমাকে বিবাহ করেন। তিলোত্তমাও তোমাদের আলয়ে অবস্থিতি করিতেন। তিনি আমাকে তাহার পতির উপপত্নী জ্ঞান করিতেন। স্বামী কাশীতে নাম পরিবর্ত্তন করেন এখানে তাহার নাম প্রকাশ হইল। তাঁহার প্রকৃত নাম ভৈরব; তিনি যেমন তিলোত্তমা ও মৃন্ময়ীর স্বামী সেইরূপ আমার ও স্বামী অথচ সকলে

আমাকে তাহার উপপত্নী জ্ঞান করিয়া ঘৃণা করিতে লাগিল। বিজয় কেবল তুমিই আমাকে ঘৃণা করিতে না। আমাকে বিদ্যাভ্যাস করাইতে এবং কতপ্রকার উপদেশ দিতে। লোক নিন্দায় মনে বড় দুঃখ হইল, স্বামীকে কহিলাম, তুমি আমাকে স্ত্রী বলিয়া স্বীকার কর না কেন? তিনি কহিলেন খুড়তুত ভগ্নী কি কখন স্ত্রী হয়? আমি রাগান্বিতা হইয়া কহিলাম তবে কি উপপত্নী হইতে পারে? তিনি কহিলেন, তাতে দোষ নাই। আমি কহিলাম তখন আমাকে বিবাহ করিয়াছিলে কেন? দুরাত্মা মিথ্যাবাদী অম্লান চিত্তে কহিল আমি তোমাকে বিবাহ করি নাই; তুমি আমার স্ত্রী নও উপপত্নী। স্বামী স্ত্রীকে উপপত্নী বলে একি সাধারণ খেদের বিষয়। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম আর কখন ইহাকে স্বামী বলিয়া সম্বোধন করিব না।

বিজয়! তোমার অবশ্য স্মরণ আছে এক রাত্রিতে আমি তোমার শয়ন মন্দিরে বসিয়া ছিলাম তুমি মহাভারত পাঠ করিতে ছিলে অকস্মাৎ ভৈরব তথায় আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তাহার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া অন্তঃকরণে ত্রাস জন্মিল। তিনি আমার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তদীয় শয়ন গৃহে লইয়া চলিলেন। তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি তিলোত্তমা মেজ্যায় শয়ান আছেন অস্ত্রাঘাতে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত। ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। ভৈরব কহিলেন আমি এখন জন্মের মত বিদায় হই, মৃণ্ময়ী বালিকা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া কোন স্থানে যাইও না। তিলোত্তমাকে বধ করিয়াছি উহার উপপতিকে সবংশে বধ করিব।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার উপপতি কে? তিলোত্তমা সাধ্বী অন্যায় সন্দেহ করিয়া তাহাকে বধ করিয়াছ। তিনি এই কথার কোন উত্তর না দিয়া শব লইয়া গমন করিলেন; আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। তিনি শব গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত করিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। আমি আলয়ে প্রত্যাগত হইলাম।

তোমার পিতামহ দুই বিবাহ করেন; প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে তোমার পিতার জন্ম হয়। ঐ স্ত্রীর মৃত্যু হইলে পর তিনি বৃদ্ধ বয়সে দ্বিতীয় বিবাহ করেন; ইহার গর্ভে মৃণ্ময়ীর জন্ম হইলে পর ইহাঁরও মৃত্যু হয়। বৃদ্ধ ভূম্যধিকারী কন্যাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এজন্য জামাতার দুশ্চরিত্র তিনি দেখিয়াও দেখিতেন না। ভৈরব নিরুদ্দেশ হইলে তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইলেন এবং সমস্ত সম্পত্তি মৃণ্ময়ীকে লিখিয়া দিয়া পরলোক যাত্রা করিলেন। তোমার পিতা সপরিবারে আনন্দ নগরে আগমন করিলেন এবং এখানে মাতামহের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি আর কখন চন্দ্রপুরগ্রামে গমন করেন নাই। আমি এবং মৃণ্ময়ী, মৃণ্ময়ীর মাতুল আলয়ে গিয়া বাস করিতে লাগিলাম। ৫ বৎসর গত হইল ভৈরবের কোন তত্ত্ব পাওয়া গেলনা। তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আমি এবং মৃণ্ময়ী আনন্দ নগরে যাত্রা করিলে পথি মধ্যে দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হই। আমরা দস্যুপতির সমীপে নীত হইলে মৃণ্ময়ী তাঁহাকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম। তিনিই মৃণ্ময়ীর প্রাণেশ্বর।

অরণ্য মধ্যে গৃহনির্ম্মাণ হইল আমরা তথায় বাস করিতে লাগিলাম।

তদনন্তর আমরা প্রাচীন নগরে আসিয়া বাস করিতেছি। দস্যুপতি এখানে রাঘব চন্দ্র শিরোমণি নাম গ্রহণ করিয়া ছদ্মবেশে আছেন। তাহার আদেশানুসারে আমিও মৃণ্ময়ী নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছি। বিন্দু নাম গ্রহণ করিয়া বেশভূষা এত পরিবর্ত্তন করিয়াছি যে কেহই আমাকে চিনিতে পারে না। শিরোমণি এক অদ্ভুত সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া তোমার পিতার নিকট সর্ব্বদা যাতায়াত করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিতে প্রবৃত্ত হন। যে শিরোমণি তোমার বিমাতার দেওয়ান হইয়াছেন সেই শিরোমণিই তোমার পিতার পরম শত্রু, সেই শিরোমণিই দস্যুপতি, কপট সন্ন্যাসী ও তোমার পিতার কপট বান্ধব। তোমার পিতা ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি স্বরূপ কপট সন্ন্যাসীকে গৃহে স্থান দিয়া তাহার প্রতিফল ভোগ করিলেন। সংসার ছারখার হইল। ভৈরব তোমার পিতাকে সবংশে বধ করিবার নিমিত্ত ছদ্মবেশ ধারণ ও ভিন্ন ভিন্ন নাম গ্রহণ করিয়াছেন। তিলোত্তমা তোমার পিতাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এজন্য ভৈরব তাঁহার স্বভাবের প্রতি সন্দেহ করিয়া তাহাকে বধ করেন। দেখ, স্বামী স্ত্রীকে কত অবিশ্বাস করেন; স্ত্রীত চিরদাসীই আছেন, তাহার অন্তঃকরণও দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিবেন, উহাতে অন্যের প্রতি দয়া ধর্ম্ম স্নেহ মমতাও স্থান দিতে দিবেন না। বন্ধুত্ব স্ত্রীজাতির অন্তঃকরণে উদয় হইলে অপবিত্র হয়। তিলোত্তমা অন্তঃকরণে সেই পবিত্র বন্ধুত্ব স্থান দিয়া

প্রাণ হারাইলেন। তাঁহার চরিত্র এত বিশুদ্ধ ছিল যে
তাঁহার নাম স্মরণ করিলে অন্তঃকরণ পবিত্র হয়।

বিজয়! শিরোমণি এবং তোমার বিমাতা এই মন্ত্রণা
করিয়াছেন যে কারাধ্যক্ষকে প্রচুর অর্থ দিয়া তোমার
আহারীয় বস্তুর সহিত বিষ মিশ্রিত করিবে। অতএব
সাবধান! বিজয়! যে রাত্রিতে শিরোমণি সন্ন্যাসীর বেশ
ধারণ করিয়া তোমার হস্তে কৃত্রিম পত্র দেন এবং তুমি ঐ
পত্র পাঠ করিতে গিয়া গুপ্ত বিলাস ভবনে কারারুদ্ধ হও
সেই রাত্রিতে তুমি মুক্তিলাভ করিয়া আমাকে যে অঙ্গুরীয়
দিয়া ছিলে সেই অমূল্য হীরার অঙ্গুরীয় তোমাকে প্রত্যর্পণ
করিতেছি উহা কারাধ্যক্ষকে দিলে তিনি তোমাকে আর বধ
করিবেন না অতএব তুমি কারাধ্যক্ষকে ঐ অঙ্গুরীয় দিও
ছোটকর্ত্রীর সহিত পূর্ব্ব হইতেই আমার অত্যন্ত সদ্ভাব
তিনি আমার দ্বারা একটি ভয়ানক কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার
জন্য আমার হস্তে হলাহল দিয়াছেন। বিজয়! আমি
তোমার বিমাতার ন্যায় রাক্ষসী নই যে এমন গর্হিত কার্য
করিব! মানস করিয়াছি ঐ হলাহল পান করিয়া আমিই
প্রাণত্যাগ করিব। যে কারণে আত্মহত্যা করিব তাহা
তোমার নিকট প্রকাশ করিব না। এটি আন্তরিক দুঃখ
অতএব অন্তঃকরণেই থাকুক। ইতি

শ্রীমতী সরলা দেবী।

বিজয় পত্র পাঠ করিয়া উপাধানোপরি মস্তক সংস্থা
পিত পূর্ব্বক কাতর স্বরে কহিলেন, "সেই ভয়ানক কর্ম
কি?"

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

শিরোমণির বাসস্থানের পশ্চিমদিকে অরণ্য মধ্যে একটি প্রাচীন আলয়ে তাঁহার মদিরা ভাণ্ডার ছিল। প্রাণবল্লভ এই ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ ছিলেন তথায় শিরোমণি মাধবের সঙ্গে গোপনীয় পরামর্শ করিতেন। মাধব সুরাপান না করিলে উত্তম মন্ত্রণা দিতে পারিতেন না এজন্য মদিরা ভাণ্ডারই মন্ত্র ভবন নির্দ্দিষ্ট ছিল। এক দিন দিবা তৃতীয় প্রহরের সময় কেশব এবং প্রাণবল্লভ এই মন্ত্র ভবনে উপবেশন পূর্ব্বক মদিরা পান করিতে ছিলেন এবং অকপট চিত্তে কথোপকথন করিতেছিলেন।

কেশব কহিলেন "প্রাণ! একটি গান কর।"

প্রাণবল্লভ গান করিতে লাগিল।

কেশব গান শুনিয়া পরম তুষ্ট হইলেন, কহিলেন, "ভাই! আমি আনন্দ নগরের ভূম্যধিকারী হইলে তোমাকে মোসাহেব নিযুক্ত করিব।"

প্রাণ—"অত উচ্চ আশা করিও না।"

কেশব—"কেন?"

প্রাণ—"মনুষ্যের আশা প্রায় সফল হয় না।"

কেশব—"আমার আশা নিশ্চয়ই সফল হইবে।"

প্রাণ—"তুমি বাঁচিয়া থাকিলে ত সফল হবে?"

কেশব—"তুমি বুঝি ভাবিয়াছ আমি শীঘ্রই মরিব? আমার শরীরে কোন রোগ নাই।"

প্রাণ—" তুমি শীঘ্র কোন উৎকট পীড়ায় মরিবে এমন কথা আমি বলিতেছি না।"

কেশব—" আমার অপঘাত মৃত্যুর আশঙ্কা কর কি?"

প্রাণ—" হাঁ।"

কেশব উচ্চ হাস্য করিতে লাগিলেন; পান পাত্রে মদিরা পূর্ণ করিয়া উহা পান করিলেন। তাঁহার হাসি আর থামে না।

প্রাণ—" অত হাসিও না; আমি নিশ্চয় বলিতেছি শীঘ্রই তোমার ফাঁসি হইবে।"

কেশব—" কি প্রকারে জানিলে?"

বৃক্ষশাখায় বসিয়া একটি কাক ডাকিতেছিল প্রাণবল্লভ অঙ্গুলী দ্বারা সেই কাকটি দেখাইয়া কহিলেন, ঐ যে কাকটা কা কা করিয়া যাহা বলিতেছে তাহা যদি তুমি বুঝিতে পারিতে তবে সুরাপান করিয়া এত আমোদ করিতে না।"

কেশব—" তবে কাকচরিত্র মহাশয় উহার অর্থ ব্যাখ্যা করুন দেখি?"

প্রাণ—" আগে অর্থ দাও।"

কেশব—" অর্থের পরিবর্ত্তে আনন্দ নগরের অর্দ্ধেক ভাগ দিব।"

প্রাণ—" মদিরা দেবীর আসন স্পর্শ করিয়া অঙ্গীকার কর।"

কেশব—" তোমার উদর স্পর্শ করিব কি মদিরা পাত্র স্পর্শ করিব?"

প্রাণ—" আমার উদরই জাগ্রতা মদিরা দেবীর প্রকৃত আসন অতএব ইহাই স্পর্শ করিয়া অঙ্গীকার কর।"

এই বলিয়া প্রাণবল্লভ মদিরা ভাণ্ড হস্তে লইয়া সমুদয় মদিরা পান করিলেন।

কেশব—" আচ্ছা! অঙ্গীকার করিলাম।"

প্রাণ—" দেখ বাবা! অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া যেন পরমার্থ খোয়াইও না।"

কেশব—" আ! আর জেঠাম কর কেন? শীঘ্র বল না?"

প্রাণ—" কা কা কা, খাব তোর চক্ষু খাব, তোর কর্ণ খাব, কা কা কা, তোর দেহ যখন ফাঁসি কাঠে লম্বমান হবে তখন আগে তোর চক্ষু কর্ণ খাব।

কেশব—" কাক চক্ষু কর্ণ আগে খাবে কেন?"

প্রাণ—" বাবা! পূর্ব্বেত কাকের বুলি বলিলাম এক্ষণে উহার অর্থ ব্যাখ্যা করিতে হইবে, কাক অগ্রে তোমার চক্ষু কর্ণ খাইতে চাহিল। ইহার তাৎপর্য্য এই, তুমি চক্ষু কর্ণের দোষে নষ্ট হইতেছে কেননা তুমি চক্ষু থাকিতে দেখিবে না, কর্ণ থাকিতে শুনিবে না।"

এই সময়ে সেই কাকটি কেশবের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কাকা করিতে লাগিল উহার ভীষণধ্বনি শুনিয়া কেশবের অন্তঃকরণ ভয়ে অভিভূত হইল। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, " শিরোমণি বিশ্বাসঘাতক!"

কাক আবার কাকা করিয়া ডাকিতে লাগিল।

কেশব—" প্রাণবল্লভ! ঐ কাকের ভাবি বিপদব্যঞ্জক কর্ক্কশধ্বনি শুনিয়া আমার শরীরের সমস্ত শোণিত শুষ্ক

হইয়া আসিতেছে এখন উপায় কি? ভীষণ শমন মূর্ত্তি মনশ্চক্ষে অবলোকন করিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছে। আ! বিশ্বাসঘাতক শিরোমণি! আজি তোমাকে শমন ভবনে পাঠাইব। বিশ্বাসঘাতক! তোর এমন দুরভিসন্ধি! প্রাণ! যথার্থই শিরোমণি এরূপ চেষ্টা করিতেছে? না, না, শিরোমণিকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া আমার প্রতীতি জন্মে না।

প্রাণ—" যদি প্রতীতি জন্মাইয়া দিতে পারি?"

কেশব—" তাহা হইলে যে অঙ্গীকার করিয়াছি তাহার কখনই অন্যথা হইবে না।"

প্রাণবল্লভ দণ্ডায়মান হইয়া মদিরা আনার জন্য গমনোন্মুখ হইলেন অরণ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন "কেশব! তুমি পার্শ্ববর্ত্তী কুঠরীতে গিয়া লুকাইয়া থাক শিরোমণি ও মাধব আসিতেছে। আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহার প্রমাণ এখনই পাইবে।"

কেশব অবিলম্বে তথায় গিয়া লুকাইয়া রহিলেন।

শিরোমণি এবং মাধব মন্ত্র ভবনে প্রবেশ করিলেন। প্রাণবল্লভ সুরাভাণ্ড আনিয়া তাঁহাদের সম্মুখে রাখিল। তাঁহারা সকলে সুরাপান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মত্ততা বিহ্বল হইলে অকপট চিত্তে কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিলেন।

শিরোমণি—" কেমন প্রাণবল্লভ! আমি যে প্রস্তাব করিয়াছি তাহাতে সম্মত আছ?"

প্রাণ—" হাঁ! সম্মত আছি। কিন্তু আমাকে দারগার

নিকট কি প্রকার সাক্ষ্য দিতে হইবে তাহা যে বলিয়া দিলে না?"

শিরোমণি—" সে মোক্তারের কাজ।"

মাধব—" অবশ্য! আমি সাক্ষী তালিম করিব। কিন্তু বাবা! দুই একটি কাণমলা খাইতে হইবে।"

প্রাণ—" আমি কি কিত্তনীয়ার ছোকরা যে তালিমের সময় কাণমলা খাব।"

মাধব—" বাবা! এবার গজ কচ্ছপের যুদ্ধ হবে।"

প্রাণ—" আমরা কি সেই যুদ্ধের পালা গাইব?"

মাধব—" ওহে তা নয়! আমাদিগকে রণ-বাদ্য বাজাইতে হইবে।"

প্রাণ—" তোমার কথার অর্থ বুঝিতে পারি না।"

শিরোমণি—" মাতালের কথার অর্থ কে কবে বুঝিতে পারে? মাধব আজ তুমি মদ খাইয়া কাজ ভুলিয়া যাইতেছ।"

মাধব—আমি এমন মাতাল নই যে কাজ ভুলিব। প্রাণবল্লভ তোমাকে দারগার নিকট এই কথা বলিতে হবে, কেশব তাহার জামাতার নৌকায় ডাকাতি করিয়া তাহাকে বধ করিয়াছে।"

প্রাণ—" ডাকাইতির আদ্যন্ত স্পষ্ট করিয়া বল।"

মাধব—" তাহা প্রকাশ করিলে যে শিরোমণি দোষী হবেন।"

প্রাণ—" আরে না হয় সে অংশ ত্যাগ করা যাবে।"

মাধব—" বিধুর স্বামী পূজার পূর্ব্বে বিধুকে পত্র লিখেন যে তিনি নৌকায় আরোহণ করিয়াছেন; ৫।৬ দিনের মধ্যেই

প্রাচীন নগরে আসিয়া তাঁহার চন্দ্রানন দর্শন করিবেন। সেই পত্র শিরোমণির হস্তগত হয়। তদ্দ্বারা শিরোমণি একটি ভয়ানক ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত করিলেন। ঐ নৌকার অনুসন্ধানে একটি চর নিযুক্ত হইল; সে প্রত্যাগত হইয়া শিরোমণির পরামর্শানুসারে কেশবের নিকট প্রকাশ করিল যে এক জন চাকুরীয়া প্রচুর অর্থ লইয়া আনন্দ নগরে আসিতেছে।"

প্রাণ—"শিরোমণি বিধুর স্বামীকে বধ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিলেন কেন?"

মাধব—"আদার ব্যাপারি হইয়া জাহাজের খবরে কাজ কি?"

প্রাণ—"আদ্যন্ত বৃত্তান্ত অবগত না হইলে আমি জবানবন্দি দিতে পারিব না।"

মাধব—"কেশব সকলের নিকট প্রকাশ করেন যে তিনি আনন্দ নগরের জমিদার হইবেন। শিরোমণি কেশবের দ্বারা বিধুর স্বামীকে হত্যা করাইবার উদ্দেশ্য এই যে কেশবকে নরহত্যা মকদ্দমায় আবদ্ধ করাইলে তাঁহার ফাসি হইবে। এখন বুঝিয়াছ?"

প্রাণ—"বুঝিয়াছি; আমার জবানবন্দি দারগা বিশ্বাস করিবেন কেন?"

মাধব—"বিধু এজেহার করিবেন; শিরোমণি তাঁহাকে উত্তমরূপে শিক্ষা দিয়াছেন; তোমাকে কেবল এজেহারের পোষকতায় ২।১ কথা বলিতে হইবে।"

শিরোমণি—"মাধব! আর অধিক বেলা নাই; আমাকে আজ রাত্রিতে ভৈরবীর নিকট যাইতে হইবে।"

মাধব—"কেন?"

শিরোমণি—"আমার অদৃষ্টে যাহা লেখা আছে তাহা ভৈরবী বলিবেন।"

শিরোমণি এবং মাধব তথা হইতে গমন করিলেন।

কেশব পার্শ্ববর্ত্তী কুঠরী হইতে নির্গত হইলেন। প্রাণবল্লভ দেখিলেন তাঁহার বদন ভয়ঙ্কর।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

বিমলা কোথায়? যে বিমলার নিমিত্ত বিজয় ভ্রাতৃহত্যা করিয়া কারাবদ্ধ হইলেন। এখন এমন বিপৎকালে সেই বিমলা কোথায়?

বিমলা গঙ্গাতীরে একটি বাটীর মধ্যে মুমূর্ষু দশায় শয্যায় শয়ানা আছেন।

হিমাদ্রিতনয়া গঙ্গা আনন্দ নগরের পশ্চিমদিক দিয়া প্রবাহিতা হইয়া সাগর সঙ্গতা হইয়াছেন। আনন্দ নগরের ভূম্যধিকারী গঙ্গাতীরে দুইটি আলয় নির্ম্মাণ করেন; একটি আলয়ে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়; অপরটিতে মুক্তি সোপানপংক্তি জহ্নুতনয়া—তটস্থ মুমূর্ষু মানবের অন্তিমবাসস্থান কল্পে নিয়োজিত হয়। শেষোক্ত আলয়ে বিমলা বাস করিতেছেন। তাঁহার শয্যার পার্শ্বে ভৈরবী উপবিষ্টা

আছেন। গৃহের বহির্ভাগে বাচস্পতি যাদব ও লক্ষ্মী দেবী অনতিস্ফুটস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন। পাঠক মহাশয় অরণ্যে শিব মন্দিরে ও উদ্যান মধ্যে বিমলার লাবণ্যময়ী শ্রী দেখিয়াছেন; আজ একবার তাঁহাকে নিরীক্ষণ করুন। তাঁহার আর সে সৌন্দর্য্য নাই, যে আনন প্রস্ফুটিত নলিনীবৎ নয়ন রঞ্জন ও মনঃ প্রীতিকর ছিল এক্ষণে তাহা ব্যাধিরূপ তুহিন সম্পাতে নিষ্প্রভ হইয়াছে। বিমলার যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদয় স্থূল ও মাংসল ছিল এক্ষণে তাহা অস্থি চর্ম্মসার হইয়াছে। নয়নে সে উজ্জ্বলতা নাই; অধরের নবকিশলয় রাগ দূর হইয়াছে; কর চরণ তলের সে আরক্ত অলক্ত প্রভা অন্তর্হিত হইয়াছে; নির্ম্মাল্য পুষ্পদাম বা ছিন্নমূলা মধ্যাহ্নসূর্য্য-কিরণ-দগ্ধা লতিকা সেই ভুবনানন্দদায়িনী মোহিনী কামিনীর উপমাস্থল হইয়াছে।

ভৈরবী মুহুর্মুহু বিমলাকে ঔষধ সেবন করাইতেছেন। ঔষধ উদরস্থ হয় কি না সন্দেহ। বিমলার চেতনা নাই; পূর্ব্বেই বাক্ রোধ হইয়াছে। অকস্মাৎ বদন বিকৃত হইল। গুণ সংযুক্ত ধনুকের ন্যায় দেহ বক্র হইয়া আসিল, হস্তপদের অঙ্গুলী সমূহ বক্র হইতে লাগিল, করতল মুষ্টিবদ্ধ হইল। ভৈরবী তদবলোকনে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সরিষা প্রমাণ একটী ক্ষুদ্র বটিকা প্রয়োগ করিলেন; বৈদ্য অন্তিম কালের পূর্ব্বে উহা সেবন করাইতে উপদেশ দিয়া যান। ইহাতে বিমলার বিশেষ উপকার দর্শিল। করে বজ্রবৎ মুষ্টি শিথিল হইয়া আসিল; দেহ ও বক্রভাব পরিত্যাগ করিল; ক্রমে হিমাঙ্গ উষ্ণ হইল। বিমলা চৈতন্য লাভ করিয়া নেত্রোন্মীলন করি-

লেন। ভৈরবীর মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। সস্নেহ নয়নে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। পরদিন বিমলা অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্য লাভ করিলেন; অপরাহ্নে মৃদুস্বরে ভৈরবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কোথায়?"

ভৈরবী তদনুরূপ স্বরে কহিলেন "গঙ্গাতীরে।"

বিমলা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন; ভৈরবী কহিলেন, "গঙ্গার হিল্লোল সংস্পৃষ্ট বায়ু দ্বারা তোমার বিশেষ উপকার হইবে এজন্য তোমাকে এখানে আনা গিয়াছে; কোন চিন্তা নাই; শীঘ্রই আরোগ্য লাভ হইবে।"

বিমলার চক্ষু বাষ্পপূর্ণ হইল; কাতর স্বরে কহিলেন "আমার মৃত্যু হইলেই ভাল।"

ভৈরবী অঞ্চল দ্বারা বিমলার চক্ষের জল মুছিয়া দিয়া কহিলেন, "বিমলে! মৃত্যু কামনা করিও না; উহাতে অধর্ম্ম হয়।"

বিমলা কহিলেন "আমার উপকার করিয়া বিজয়ের ফাঁসি হইবে আর আমি জীবিত থাকিব?"

ভৈরবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নিমিত্ত বিজয় ভ্রাতৃহত্যা করিয়াছেন?"

বিমলা—"আমার ধর্ম্ম রক্ষার জন্য তিনি ভ্রাতৃহত্যা করিয়াছেন।"

অনন্তর বিমলা আদ্যন্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; তাঁহার উভয় চক্ষু দিয়া অবিরল বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। পাছে বিমলার নির্ম্মল চরিত্র কলঙ্কিত হয় এজন্য বিজয় যে কারণে মোহিনীমোহনকে

বধ করিয়াছেন তাহা প্রকাশ করেন নাই। বিচারপতি বলিয়াছিলেন যে সেই রমণীর নাম প্রকাশ না করিলে বিজয়ের প্রতি কঠিন দণ্ড বিধান হইবে; তথাপি বিজয় বিমলার নাম প্রকাশ করেন নাই।

সায়ংকাল উপস্থিত হইল; ভৈরবীর সহচরী উমা এই গৃহে দীপ জ্বালাইয়া দিয়া তাঁহার কাণে কাণে কহিলেন। "দস্যুপতি আসিয়াছেন।"

ভৈরবী তদনুরূপ মৃদুস্বরে কহিলেন উমে! দস্যুপতিকে কিছু কাল অপেক্ষা করিতে বল। আমার উপদেশানুরূপ গৃহাদি যেন সজ্জীভূত হয়। আর পূজার আয়োজন করিও।"

উমা প্রস্থান করিল।

দীপটি নির্ব্বানোন্মুখ হইল; বিমলা তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; আবার কঙ্কালাবশিষ্ট স্বীয় দেহ ও অবলোকন করিলেন। অকস্মাৎ বায়ুবেগ প্রবল হইয়া দীপ নির্ব্বাপিত হইল। বিমলা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "প্রবল বাত্যা স্বরূপ সেই ভয়ানক সংবাদ যখন আমার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিবে তখন পরমায়ু থাকিলে ও এই জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইবে। উহা শুনিবার নিমিত্তই কি এ অভাগিনী এপর্য্যন্ত জীবিত আছে! এমন ভাগ্য কি করিয়াছি যে পূর্ব্বেই আমার মৃত্যু ঘটিবে! তাহার কারারুদ্ধ সংবাদ শুনিয়া যেমন অচৈতন্য হই তেমনি যদি আর চেতনা না হইত তাহা হইলে আর এত আন্তরিক

যাতনা সহ্য করিতে হইত না। আমার মৃত্যু না হইয়া উৎকট পীড়া হইল কেন?

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে দেবালয়ের কথা উল্লেখ করা গিয়াছে তাহার পার্শ্বে আরও একটী আলয় ছিল। ভৈরবী অরণ্য হইতে আসিয়া তথায় বাস করেন। উমা দস্যুপতিকে সঙ্গে করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। দস্যুপতি যে কক্ষ্যায় উপবেশন করিলেন তাহার উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব্ব এই তিন দিকে তিনটী কক্ষ্যা ছিল; ঐ তিনটী কক্ষ্যারই দ্বার রুদ্ধ কিন্তু প্রত্যেকটীর মধ্যে দীপ জ্বলিতেছিল। রাত্রি দণ্ডেকের সময় পূর্ব্বদিকের কক্ষ্যাদ্বার উদ্ঘাটিত হইল। দস্যুপতি দেখিলেন ভৈরবী পূজা করিতেছেন। ভৈরবী পূজা সমাপন করিয়া উমার সঙ্গে ক্ষণকাল পরামর্শ করিলেন।

উমা সুরাপূর্ণ এক পাত্র দস্যুপতির হস্তে দিয়া কহিলেন "মহাশয়! সুরাপান করুন।"

দস্যুপতি পান করিলেন এবং অনতিবিলম্বে মদবিহ্বল হইলেন।

উমা জিজ্ঞাসা করিলেন "দস্যুরাজ! প্রার্থনা কি?"

দস্যুপতি উত্তর করিলেন "আমার প্রার্থনা সেনাধ্যক্ষ দ্বারা বিজ্ঞাপিত করিয়াছি; তদতিরিক্ত আমার জিজ্ঞাস্য এই আনন্দ নগরের ভূম্যধিকারী কে হইবে?"

উমা কহিলেন " সেনাধ্যক্ষ।"

এই কথা বিষাক্ত শেলের ন্যায় দস্যুপতির অন্তঃকরণ বিদ্ধ করিল। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন " ভবিষ্যতে আমার অদৃষ্টে কি ঘটিবে ?"

উমা—" আপনকার অদৃষ্টে যাহা ঘটিবে তাহা শুনিতে চান কি দেখিতে চান ?"

দস্যুপতি কাতর স্বরে কহিলেন " যদি উহা প্রত্যক্ষীভূত হয় তবে শুনিব কেন ?"

উমা—" দক্ষিণ দিকের কক্ষ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।"

দস্যুপতি সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। ঐ কক্ষ্যাদ্বার এখনও উদ্ঘাটিত হয় নাই; একে সুরাপান করিয়া উন্মত্ত হইয়াছেন তাহাতে আবার তাঁহার ভাবি ঘটনা দর্শনেচ্ছা বলবতী; অতএব যতই বিলম্ব হইতে লাগিল ততই চিত্ত চাঞ্চল্য প্রবল হইয়া উঠিল। যখন স্থির চিত্ত ব্যক্তিও ভবিষ্যৎ জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয় তখন দস্যুপতির অন্তঃকরণ চঞ্চল হইবে বিচিত্র কি? দস্যুপতি! স্থির হও অত চঞ্চল হওয়া ভাল নয়, সময়ে ঐ দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে; যাহা অদৃষ্টে লেখা আছে তাহা অবশ্যই ঘটিবে। হঠাৎ দক্ষিণ কক্ষ্যাদ্বার উদ্ঘাটিত হইল। দস্যুপতি তন্মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেন যাহা প্রত্যক্ষ হইল তাহা অন্তঃকরণে ত্রাস জন্মাইল; অধিকক্ষণ দেখিতে সাহস হইল না; নয়ন মুদিত করিলেন। দ্বারও পুনরায় রুদ্ধ হইল।

উমা জিজ্ঞাসা করিলেন, " মহাশয়! কি দেখিলেন ?"

দস্যুপতি উত্তর করিলেন " যমের দক্ষিণ দ্বারের ন্যায় কারাগার।"

উমা—"কারাগার মধ্যে আর কিছু কি দেখিতেছেন না ?"

দস্যুপতি—" আমি তন্মধ্যে বন্দী। ভবিষ্যতে আমার অদৃষ্টে কি এই ঘটিবে ?"

উমা—"কর্ম্ম ক্ষেত্রে বিষবৃক্ষ রোপণ করিলে ভবিষ্যতে অমৃত ফল আশা করা দুরাশা মাত্র। এই উপদেশ বাক্যে দস্যুপতি মর্ম্ম বেদনা পাইলেন, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, যে যে পাপ করিয়াছেন তাহা স্মৃতি পথে উদিত হইল। কহিলেন "তবে নিশ্চয়ই বন্দী হইব ?"

উমা—" নিশ্চয়ই বন্দী হইবেন। আপনাকে অবশ্য পাপের ফল ভোগ করিতে হইবে।"

দস্যুপতি কাতর স্বরে কহিলেন "তার পর আমার অদৃষ্টে কি ঘটিবে ?

উমা—"তাহা আর দেখিয়া কাজ নাই।"

দস্যুপতি—"আমার চরম দশা না দেখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না।"

উমা—"তবে আবার সেই কক্ষ্যা প্রতি দৃষ্টি পাত করুন।"

দস্যুপতি দৃষ্টিপাত করিলেন, দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, দস্যুপতি দেখিলেন কারাগার মধ্যে একটী শব শয়ান আছে। দস্যুপতির হৃৎকম্প হইতে লাগিল, কহিলেন "যেন আমিই ওখানে মৃতাবস্থায় আছি।"

দস্যুপতি দণ্ডায়মান হইলেন, ওদিকে অমনি দ্বার রুদ্ধ হইল। পুনরায় উপবেশন পূর্ব্বক কহিলেন "তার পর ?"

উমা—"তার পর যাহা ঘটে তাহা চক্ষে দেখা যায় না-কখন কখন মনশ্চক্ষু গোচর হয়।"

দস্যুপতি বিকট হাস্য করিলেন; তাঁহার যে জ্ঞানের হ্রাস হইয়াছে তদ্দ্বারা প্রকাশ পাইল। কহিলেন, "পাপের চরম ফল নরক ভোগ; তাহাই দেখিতে চাই?"

উমা—'জীবিতদশায় যে যে পাপ করিয়াছেন তাহা অন্তঃকরণে আন্দোলন করুন, নরক দেখিতে পাইবেন।"

দস্যুপতি—"স্ত্রীহত্যা পাপ ক্ষালনার্থে দেশত্যাগী হইয়া ভৈরবের বেশধারণ পূর্ব্বক সকল তীর্থ পর্য্যটন করিলাম; কিছুতেই সে পাপ বিমোচন হইল না। চিরদিনের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিবার মানসে যাহার পঞ্চ ভূতাত্মক দেহ পঞ্চ-ভূতে বিলীন করিলাম, সে আমাকে ত্যাগ করিল না; ভূত-যোনি বিশিষ্ট হইয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিল এবং নিরন্তর আমার অন্তরে সূচিবিদ্ধ করিতে লাগিল। লোকালয়ে থাকিতে পারিলাম না, বিজন অরণ্য আশ্রয় করিলাম কিন্তু একাকী বনবাসও ক্লেশকর হইল। পরিশেষে অরণ্য ভ্রমণ করিতে করিতে দস্যুদলে আসিয়া মিলিত হইলাম, দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কত নরহত্যা করিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই।"

উমা—"দস্যুপতি! এই মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন যে।"

দস্যুপতি—"আ! ভয়ানক! ভয়ানক!"

উমা—"ভয়ানক কি?"

দস্যুপতি—"নরককুণ্ড।"

উমা—"নরককুণ্ড কি প্রকার?"

দস্যুপতি—"পুরাণে যেরূপ বর্ণিত আছে অবিকল সেই রূপ দেখিতেছি। নরককুণ্ড কি ভয়ানক!"

উমা—"উহার মধ্যে কি দেখিতেছেন?"

দস্যুপতি—"বহুসংখ্যক মনুষ্য; পশুপক্ষী একটীও নাই।"

উমা—"কি প্রকার মনুষ্য?"

দস্যুপতি—"পুংজাতি অপেক্ষা স্ত্রীলোক অধিক। স্ত্রী-জাতির মধ্যে আবার সধবা অপেক্ষা বিধবা অধিক। যুবতী অপেক্ষা আবার বৃদ্ধা অধিক। বালিকা একটীও নাই।"

উমা—"আর কোন্ কোন্ ব্যক্তি আছে?"

দস্যুপতি—"প্রায় সমুদয় রাজা, রাজমন্ত্রী ও রাজকর্ম্ম-চারীগণ; এত পুলিস কর্ম্মচারী দেখিয়া আমার মনে যে ভয় হইতেছে?"

উমা—"তার পর?"

দস্যুপতি—"নির্ধন অপেক্ষা ধনী অনেক, মূর্খ অপেক্ষা পণ্ডিত অনেক, ২।১টী গ্রন্থ কর্ত্তাও আছেন। গ্রাম্য লোক অপেক্ষা নগরবাসী, চাষা অপেক্ষা ব্যবসায়ী, অধমর্ণ অপেক্ষা উত্তমর্ণ, প্রতিবাদী অপেক্ষা বাদীর সংখ্যা অধিক দৃষ্ট হয়। আবার বাদী প্রতিবাদী অপেক্ষা মোক্তারের সংখ্যা অধিক দেখা যায়।"

উমা—"নিস্তব্ধ হইলেন যে?"

দস্যুপতি—"আমি যাহার অনুসন্ধান করিতেছি তাহাকে ত দেখিতে পাইতেছি না? যাহাকে অসতী জ্ঞান করিয়া বধ করিলাম সে কোথায়?"

উমা—"তার পর যাহা ঘটে তাহা চক্ষে দেখা যায় না· কখন কখন মনশ্চক্ষু গোচর হয়।"

দস্যুপতি বিকট হাস্য করিলেন; তাঁহার যে জ্ঞানের হ্রাস হইয়াছে তদ্দ্বারা প্রকাশ পাইল। কহিলেন, "পাপের চরম ফল নরক ভোগ; তাহাই দেখিতে চাই?"

উমা—"জীবিতদশায় যে যে পাপ করিয়াছেন তাহা অন্তঃকরণে আন্দোলন করুন, নরক দেখিতে পাইবেন।"

দস্যুপতি—"স্ত্রীহত্যা পাপ ক্ষালনার্থে দেশত্যাগী হইয়া ভৈরবের বেশধারণ পূর্ব্বক সকল তীর্থ পর্য্যটন করিলাম; কিছুতেই সে পাপ বিমোচন হইল না। চিরদিনের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিবার মানসে যাহার পঞ্চ ভূতাত্মক দেহ পঞ্চ-ভূতে বিলীন করিলাম, সে আমাকে ত্যাগ করিল না; ভূত-যোনি বিশিষ্ট হইয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিল এবং নিরন্তর আমার অন্তরে সূচিবিদ্ধ করিতে লাগিল। লোকালয়ে থাকিতে পারিলাম না, বিজন অরণ্য আশ্রয় করিলাম কিন্তু একাকী বনবাসও ক্লেশকর হইল। পরিশেষে অরণ্য ভ্রমণ করিতে করিতে দস্যুদলে আসিয়া মিলিত হইলাম, দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কত নরহত্যা করিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই।"

উমা—"দস্যুপতি! এই মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন যে।"

দস্যুপতি—"আ! ভয়ানক! ভয়ানক!"

উমা—"ভয়ানক কি?"

দস্যুপতি—"নরককুণ্ড।"

উমা—"নরককুণ্ড কি প্রকার?"

দস্যুপতি—"পুরাণে যেরূপ বর্ণিত আছে অবিকল সেই রূপ দেখিতেছি। নরককুণ্ড কি ভয়ানক!"

উমা—"উহার মধ্যে কি দেখিতেছেন?"

দস্যুপতি—"বহুসংখ্যক মনুষ্য; পশুপক্ষী একটীও নাই।"

উমা—"কি প্রকার মনুষ্য?"

দস্যুপতি—"পুংজাতি অপেক্ষা স্ত্রীলোক অধিক। স্ত্রী-জাতির মধ্যে আবার সধবা অপেক্ষা বিধবা অধিক। যুবতী অপেক্ষা আবার বৃদ্ধা অধিক। বালিকা একটীও নাই।"

উমা—"আর কোন্ কোন্ ব্যক্তি আছে?"

দস্যুপতি—"প্রায় সমুদয় রাজা, রাজমন্ত্রী ও রাজকর্ম্ম-চারীগণ; এত পুলিস কর্ম্মচারী দেখিয়া আমার মনে যে ভয় হইতেছে?"

উমা—"তার পর?"

দস্যুপতি—"নির্ধন অপেক্ষা ধনী অনেক, মূর্খ অপেক্ষা পণ্ডিত অনেক, ২।১টী গ্রন্থ কর্ত্তাও আছেন। গ্রাম্য লোক অপেক্ষা নগরবাসী, চাষা অপেক্ষা ব্যবসায়ী, অধমর্ণ অপেক্ষা উত্তমর্ণ, প্রতিবাদী অপেক্ষা বাদীর সংখ্যা অধিক দৃষ্ট হয়। আবার বাদী প্রতিবাদী অপেক্ষা মোক্তারের সংখ্যা অধিক দেখা যায়।"

উমা—"নিস্তব্ধ হইলেন যে?"

দস্যুপতি—"আমি যাহার অনুসন্ধান করিতেছি তাহাকে ত দেখিতে পাইতেছি না? যাহাকে অসতী জ্ঞান করিয়া বধ করিলাম সে কোথায়?"

উমা—" বোধ করি তিনি ইন্দ্রালয়ে আছেন। দস্যুপতি! আর কাহাকেও কি দেখিতে পাইতেছেন না?"

দস্যুপতি—" হাঁ; আমি, আমার শরীর ও আত্মাকে ওখানে দেখিতেছি। আমিই নরককুণ্ড মধ্যে না নরককুণ্ডই আমার মধ্যে? হা! হা! হা! নরককুণ্ডই আমার মধ্যে; এজন্য আমি মনশ্চক্ষে উহা দেখিতেছি।"

উমা—" অদৃষ্টে যাহা ঘটিবে তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন; এক্ষণে আপনি কোন ভূতপূর্ব্ব ঘটনা অবলোকন করিতে ইচ্ছা করেন?"

দস্যুপতি কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে সম্মত হইলেন। উত্তর দিকের কক্ষ্যাদ্বার উদ্ঘাটিত হইল। চন্দ্রপুর গ্রামের ভূম্যধিকারীর আলয়ে যে কক্ষ্যাটি তাহার শয়নার্থে নিয়োজিত ছিল যেন সেই কক্ষ্যাটী দস্যুপতির নয়ন পুরোভাগে প্রকাশিত হইল। যেমন ঘোর ঘন ঘটাচ্ছন্ন তিমিরাবৃত আকাশ মণ্ডলে বিদ্যুৎ বিলাস প্রকাশ পায় সেইরূপ দস্যুপতির মানসাকাশে অকস্মাৎ স্মৃতির উন্মেষ বিভাসিত হইল; দেখিলেন, একটি সুন্দরী রমণী আলুলায়িত কেশে গৃহকুট্টিমে শয়ান আছেন, তাহার সর্ব্বাঙ্গ অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত; সদ্য নিঃসৃত শোণিত ধারা শয্যাবস্ত্র বিকীর্ণ করিয়াছে। মুখশ্রী এখনও বিবর্ণ হয় নাই, কিন্তু নাসিকা রন্ধ্র শ্বাসকার্য্য বিরত হইয়াছে; যেন মুহূর্ত্তেক মাত্র পূর্ব্বে প্রাণবায়ু দেহ বিযুক্ত হইয়াছে।"

" তিলোত্তমা!" এই বলিয়া দস্যুপতি ভীষণ চীৎকার করিয়া ভূতলে পতিত হইলেন, তাহার আর চেতনা রহিল

না। ক্ষণকাল পরে দস্যুপতি চেতনা পাইয়া জানিতে পারিলেন, কোন রমণীর উরুদেশে শিরঃসংস্থাপিত করিয়া শয়ান আছেন। দস্যুপতি উঠিয়া বসিলে রমণী তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বদিকের কক্ষ্যামধ্যে প্রবেশ করিলেন। দস্যুপতি আর কোন কথা না কহিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

ভৈরবী কহিলেন " দস্যুপতি মৃত স্ত্রীকে দেখিবামাত্র অচৈতন্য হইলেন।"

উমা কহিলেন " উঁনি তিলোত্তমাকে ভাল বাসিতেন।"

ভৈরবী—"ভাল বাসিলে তাহাকে বধ করিবেন কেন?"

উমা—" যেখানে অধিক প্রণয় সেইখানেই অধিক সন্দেহ যেখানে অধিক সন্দেহ সেইখানে প্রায়ই প্রমাদ ঘটিয়া থাকে।"

অকস্মাৎ দস্যু সেনাধ্যক্ষ নিষ্কোষিত তরবারী হস্তে অতি বেগে এই কক্ষ্যা মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ভৈরবী বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন, " রুদ্র! একি?"

সেনাধ্যক্ষ ভীষণ গম্ভীর স্বরে কহিলেন " সেই বিশ্বাসঘাতক দস্যুপতি কোথায়? দুরাত্মা আমার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছে; উহার মস্তক ছেদন করিব।"

উমা—"তিনি এই মাত্র এখান হইতে গমন করিয়াছেন।"

ভৈরবী—" রুদ্র! তোমার তরবারিতে রক্ত কেন?"

সেনাধ্যক্ষ তরবারি অবলোকন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন কহিলেন, " দেবি! আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। হায় হায়! আমার প্রাণাধিকা বিধু——

সেনাধ্যক্ষের মুখ দিয়া আর বাক্য নির্গত হইল না;

তরবারি দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া ভৈরবীর পদযুগল ধারণ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন।

ভৈরবী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "রুদ্র! সে কি?"

সেনাধ্যক্ষ পুনরায় তরবারি হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন "যে পর্য্যন্ত এই শোণিত দস্যুপতির শোণিতের সহিত মিশ্রিত না হয় সে পর্য্যন্ত আর কোন কথা প্রকাশ করিব না। ঐ বিশ্বাসঘাতক বিধুকে আমার বিরুদ্ধ আচরণ করিতে উপদেশ দিয়াছিল।" এই বলিয়া মহা বেগে প্রস্থান করিলেন; এই আলয়ের বহির্ভাগে এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান ছিল সেনাধ্যক্ষ তাহাকে দস্যুপতি জ্ঞান করিয়া বধ করিতে উপক্রম করিলেন; সে চীৎকার করিয়া কহিল "আমি দস্যু-মন্ত্রি-মাধব। সেনাধ্যক্ষ! আমাকে বধ করিও না।"

সেনাধ্যক্ষ—"মন্ত্রী কুমন্ত্রণা দেওয়ার জন্য পূর্ব্বে শমন ভবনে যাত্রা করিবে।"

এই বলিয়া সেনাধ্যক্ষ তরবারি আঘাত করিলে মাধবের মস্তক শরীর হইতে বিভিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। সেনাধ্যক্ষ তাহার ছিন্ন মস্তক ও দেহ গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত করিয়া কহিলেন "তোকে যমদূতের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া স্বর্গে পাঠাইলাম।"

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

ক্রমে ক্রমে দুই প্রহর রাত্রি হইল; অরণ্য মধ্যে ব্যাঘ্র ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল; ঐ গর্জ্জন শুনিয়া অন্য পশু

সতর্ক হইতে লাগিল। ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু শিকার করিবার পূর্ব্বে গর্জ্জন করিয়া থাকে, কিন্তু মনুষ্য শত্রুকে সাংঘাতিক আঘাত করিবার পূর্ব্বে কোন প্রকার শব্দ করে না; তদীয় অভিসন্ধি বধ্য নিহত না হইলে প্রকাশ পায় না। মনুষ্য কি ভয়ানক জন্তু!

শিরোমণি এবং ছোটকর্ত্রী মৃণ্ময়ীর শয়নাগারে দণ্ডায়মান ছিলেন। মৃণ্ময়ী নিদ্রাভিভূতা; নিকটে ব্যাঘ্র ও ব্যাঘ্রী যে লুক্কায়িত ছিল তাহা জানিতে পারেন নাই। তদীয় অনুপমরূপ লাবণ্য দেখিয়া ছোটকর্ত্রীর অন্তঃকরণে ঈর্ষ্যা ও দ্বেষানল প্রজ্বলিত হইল।

শিরোমণি ছোটকর্ত্রীর মুখের ভাব দেখিয়া মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন; ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "ইনি তোমার ননদিনী জটিলে।"

ছোটকর্ত্রী—"কুটিলে কোথায়?"

শিরোমণি—"নিম্নের কক্ষ্যায়।"

ছোটকর্ত্রীর বদনে ঈষৎহাস্য প্রকটিত হইল; কহিলেন, "জটিলে কুটিলে কি তোমার ভগ্নী?"

শিরোমণি—"আমার ভগ্নী হবে কেন? জটিলে আয়ান ঘোষের ভগ্নী।"

ছোটকর্ত্রী—"কুটিলেত তোমার ভগ্নী এবং স্ত্রী?"

শিরোমণি—"স্ত্রী নয়, উপপত্নী।"

ছোটকর্ত্রী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "জটিলে কুটিলে যত দিন জীবিত থাকিবে তত দিন রাধিকার মনে সুখ নাই।"

শিরোমণিও কাতর স্বরে কহিলেন "যত দিন আরান ঘোষ জীবিত থাকিবে তত দিন কৃষ্ণের মনেও সুখ নাই।"

ছোটকর্ত্রী—"তজ্জন্য অত দুঃখ কেন? তোমার মনোভিলাষ সম্পাদন জন্য স্বামী হত্যা করিতেও সঙ্কোচিত হইব না।"

শিরোমণি—"তোমাকে সুখী করিবার জন্য স্ত্রীহত্যাও পাপজ্ঞান করিব না।"

এই বলিয়া শিরোমণি তরবারি নিষ্কোষিত করিলেন।

ছোটকর্ত্রী তাঁহার হস্ত হইতে উহা গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন "প্রথমে আমি পথ দেখাইব।"

ছোটকর্ত্রী ত্বরায় কক্ষ্যা হইতে বহির্গতা হইলেন; শিরোমণি পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। অকস্মাৎ মৃণ্ময়ীর নিদ্রাভঙ্গ হইল; উঠিয়া বসিলেন; উভয়কে কক্ষ্যা হইতে অপসৃত হইতে দেখিলেন কিন্তু ছোটকর্ত্রীকে চিনিতে পারিলেন নাই। মনে মনে ভাবিলেন "ঐ রমণী কে? স্বামীর সঙ্গে আমার শয়ন গৃহে আসিয়া ছিল কেন? কেনই বা আমাকে জাগ্রতা দেখিয়া পলায়ন করিল?"

উহাকে দেখিবার নিমিত্ত মৃণ্ময়ী দ্রুত পদে গমন করিলেন কিন্তু দেখিতে পাইলেন না; ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে পুষ্করিণীর তটে উপস্থিত হইলেন। ইতি পূর্ব্বে এক দিন যেমন আর্ত্তনাদ শুনিয়া ছিলেন সেইরূপ আর্ত্তনাদ শ্রুতি গোচর হইল। নিশীথ সময়ে সকলই নিস্তব্ধ। ঐ আর্ত্তনাদ অতিশয় ভয়ানক বোধ হইতে লাগিল, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চার করিয়া

দেখিলেন, সরলা কাহাকে যেন ক্রোড়ে করিয়া আসিতেছে। বিন্দুর প্রকৃত নাম যে সরলা তাহা আর পাঠক মহাশয়কে বলিতে হইবে না।

মৃণ্ময়ী কহিলেন "সরল! কে যেন আর্ত্তনাদ করিতেছে। তোমার ক্রোড়ে ও কে?"

সরলা—"মৃণ! তুই এই স্ত্রীলোকটীকে শীঘ্র ধর; আমি অত্যন্ত ক্লিষ্টা হইয়াছি; ইহাকে আর লইয়া যাইতে পারিতেছি না।"

মৃণ্ময়ী তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া কহিলেন, "আহা! ইহার সর্ব্বাঙ্গ যে রক্তে প্লাবিত হইয়াছে।"

সরলা—"পুষ্করিণীর অপর পারে ইনি মৃত কল্পাবস্থায় ছিলেন, ইহাঁর সর্ব্বাঙ্গ আহত।"

মৃণ্ময়ী ঐ রমণীকে লইয়া সরলার শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহাকে শয্যায় শয়ান করাইলেন। মৃণ্ময়ী পিপাসায় কাতরা হইয়া এক পাত্রে যে জল ছিল তাহা পান করিলেন।

সরলা চীৎকার করিয়া কহিলেন "মৃণ! ও বিষ মিশ্রিত জল! পান করিও না।"

মৃণ্ময়ী—"আমি যে উহা পান করিয়াছি?"

সরলা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; শিরে করাঘাত পূর্ব্বক কহিলেন "ছোটকর্ত্রীর দুরভিসন্ধি সম্পন্ন হইল।"

মৃণ্ময়ীর সর্ব্বাঙ্গ বিষে জর্জ্জরীভূত হইল।

সরলা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া গৃহে দীপ জ্বালাইয়া দেখিলেন আহতা রমণী বিধু।

মৃণ্ময়ী বিধুর গলদেশ ধারণপূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে কহিলেন; "সই! কে তোমাকে এমন আঘাত করিল?"

বিধু কাতর স্বরে কহিলেন "সই! এখন জন্মের মত বিদায়।"

মৃণ্ময়ীও কাতর স্বরে কহিলেন "না, সই, আমিও তোমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছি।

উভয়ে উভয়ের গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

শিরোমণি যে আলয়ে অবস্থিতি করেন তাহার অন্তঃপুর এত জীর্ণ ও অরণ্যাকীর্ণ যে তন্মধ্যে একাকী প্রবেশ করিতে কেহ সাহস করিত না। অন্তঃপুর এবং পরিখার মধ্যস্থলে একটী একতালা ইষ্টকালয় ছিল; উহার চতুর্দ্দিকে নিবিড় অরণ্য; অন্তঃপুর অথবা পরিখার অপর পার হইতে উহার ছাদও দৃষ্টি গোচর হয় না। উহাতে যাতায়াতের নিমিত্ত যে গোপনীয় পথ ছিল তাহা সর্ব্বদা রুদ্ধ থাকিত। শিরোমণি এবং ছোটকর্ত্রী মৃণ্ময়ীর শয়ন মন্দির হইতে এই গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। কথিত আছে পূর্ব্বগৃহস্বামী দোষী প্রজাপীড়ন উদ্দেশে এই কারাগার নির্ম্মাণ করেন;

দ্বার একটী মাত্র, যাহা বদ্ধ হইলে বন্দীর পলাইবার আর পথ থাকিত না। কারাগারটি ভয়ানক। যে স্থানে উহা ছিল, তাহাও তত্তুল্য ভয়ানক। আবার আজ রাত্রে ছোটকর্ত্রী ভয়ানক কাণ্ড সম্পাদন জন্য এখানে অসি হস্তে দণ্ডায়মানা আছেন! ঐ দুশ্চরিত্রার বদন না দেখিতে হয় বলিয়াই কি প্রকৃতি তিমির বসনে অবগুণ্ঠিতা হইল? যে দুর্ভাগা ঐ কারাগারে বন্দী আছেন তাঁহার জীবন তরী ভবার্ণবের অতলজলে করাল মৃত্যুরূপ প্রবলবাত্যা দ্বারা জলমগ্ন হইবার পূর্ব্বে কি স্বভাব নিস্তব্ধ হইল? অথবা ভয়ানক হত্যার উদ্যম দেখিয়া ভয়ে অভিভূত হইয়া নিস্পন্দ হইল? ফলতঃ এখানে সকলই অন্ধকার ময়! সকলই নিস্তব্ধ! সকলই ভয়ানক! কিন্তু এই নিশীথ সময়েও প্রকৃতি ঐ পাপীয়সীর মানসিক প্রকৃতির সদৃশ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারিল না।

শিরোমণি এবং ছোটকর্ত্রী দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া কারাগার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ছোটকর্ত্রী কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তরবারি উত্তোলিত করিলেন। এই পাপীয়সী এক নির্দ্দোষী ধার্ম্মিক ব্যক্তির শিরশ্ছেদন করিতে উদ্যত! সেই মহাত্মার আর কোন দোষ নাই; এই রাক্ষসীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন এই মাত্র দোষ! হে নক্ষত্রগণ! তোমরা চক্ষু মুদিত কর; এই হত্যাকাণ্ড অবলোকন করিলে তোমরা শোকাভিভূত হইয়া স্থান ভ্রষ্ট হইবে। উহাঁর শোণিত ধরাতলে পতন হইলে, অনন্তদেব আর কি পাপভারাক্রান্ত পৃথিবীর ভার বহন করিতে পারিবেন?

তরবারি ঝন ঝন শব্দ করিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল। ধর্ম্ম তুমি কোথায়? পৃথিবী হইতে কি পলায়ন করিয়াছ? ক্ষণকাল পরে আবার এই কারাগার নিস্তব্ধ হইল।

শিরোমণি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "শত্রু নিহত হইল; এত দিনের পর আমার মনোরথ পূর্ণ হইল। আমি কি আনন্দ নগরের জমিদার হইতে পারিব না? যদি কেশব তাহার ভগ্নীপতির সম্পত্তি অধিকার করে তাহা হইলে আমার মনোরথ সম্পন্ন হইল কৈ? কেশবের সৌভাগ্য দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিবার নিমিত্তই কি বিজয়ের মাতাকে বিষ খাওয়াইবার জন্য ছোটকর্ত্রীকে কুমন্ত্রণা দিয়াছিলাম? বিজয়ের পিতাকে বধ করিবার জন্য এইমাত্র তাহাকে এত উত্তেজিত করিতে ছিলাম? ব্রহ্মহত্যার সহকারী হইলাম? বিজয়ের ফাঁসির জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম? অহর্নিশি অনাহারে অনিদ্রায় এত চিন্তা এত কুমন্ত্রণা করিলাম? উর্ণনাভের ন্যায় ষড়যন্ত্রজাল মানসিক সূক্ষ্ম কৌশল সূত্রে নির্ম্মাণ করিয়া পাতিয়া ছিলাম? যাহাতে শত্রু আবৃত হইয়া সবংশে ধ্বংস হইল। কার সাধ্য এমন ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করে। কেমন! মনে মনে এরূপ অভিসন্ধি করিয়া ছিলাম না? বিজয়ের মাতাকে বধ করিলে তাহার পিতা উন্মাদ হইবে? তখন সহজেই তাহাকে বন্দী করিতে পারিব? যে সন্ন্যাসীর বেশধারণ করিয়া শত্রুর আলয়ে অবস্থিতি করি তাহার কপট বান্ধব হই তাহার ছোটস্ত্রীর উপপতি হই, সেই সন্ন্যাসীর বেশধারণ করিয়া আবার বিজয়ের

মাতার মৃত্যু ও পিতার নিরুদ্দেশ সংবাদ তাহাকে দিলে তিনি নিশ্চয়ই আলয়াভিমুখে যাত্রা করিবেন এবং অরণ্য মধ্যে তাহাকে ধৃত করিব? মনে মনে এইরূপ অভিসন্ধি করি—না? হাঁ! মনে মনে যে রূপ অভিসন্ধি করি সেইরূপ ঘটে। আমার কি সূক্ষ্ম বুদ্ধি! চন্দ্রপুরে বিজয়কে সেই সংবাদ দিয়া আবার সেই অরণ্যে উপস্থিত হইয়া স্থানে স্থানে দস্যুগণকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। নিজেও সশস্ত্রে অশ্ব পৃষ্ঠে থাকিয়া বিজয়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। তৎকালে বিজয় বন্দী হইয়াও পলায়ন করেন; কিন্তু আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া তাহার বিরুদ্ধে বিচারালয়ে যে সাক্ষ্য দিয়াছি তাহাতে বিজয়ের নিশ্চয়ই ফাঁসি হইবে। কেশবকে আনন্দ নগরের অধিকারী করিবার নিমিত্তই কি মাদৃশ ব্যক্তি ছোটকর্ত্রীকে দাসখত লিখিয়া দিয়াছিল? অমন দুশ্চরিত্রার প্রণয় পাশে আবদ্ধ হইল? উপপত্নীর আজ্ঞাধীন হইল? কেশবের কেমন সুপ্রসন্ন অদৃষ্ট! কেশবের ভগ্নীর উপপতি বুদ্ধি কৌশলে ভগ্নীপতিকে বধ করিয়া তাহার সৌভাগ্য পথ নিষ্কণ্ঠক করিয়া দিল। বড় মানুষের শ্যালক হওয়া ভাল; কলিকালে বিধাতা তাহারই প্রতি সুপ্রসন্ন। কি করি; সকলই অদৃষ্টে করে।—"কেবা মারে মশা কেবা খায় শশা" সকলই অদৃষ্টে করে। তবে কি উদ্যোগ কিছু নয়? উদ্যোগী পুরুষ সিংহ। কাপুরুষকে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিতে দাও; মাদৃশ বুদ্ধিমান, বলবান, সাহসিক ব্যক্তি কখনই অদৃষ্ট অথবা দৈববল গ্রাহ্য করিবে না। কেশব! যে ষড়যন্ত্র করিয়াছি, দৈব সানুকূল হইলেও

তোমার আর উদ্ধার নাই। তোমার কন্যা বিধুর দ্বারা তোমার সর্ব্বনাশ করিব; কাল প্রাতে মাধব দারগাকে সঙ্গে করিয়া বিধুর নিকট যাইবে। তুমি যে তোমার জামাতাকে বধ করিয়াছ তাহার প্রমাণ হইবে। আমি দস্যুপতি; তুমি দস্যুসেনাধ্যক্ষ। তুমি কি জাননা আমি কেবল বুদ্ধিবলে দস্যুরাজ হইয়াছি?"

অকস্মাৎ কারাগারদ্বার রুদ্ধ হইল। শিরোমণি দ্রুত পদে তথায় যাইয়া কহিলেন "ছোটকর্ত্রি! আমি যে এখানে আছি।"

কে যেন বহির্ভাগ হইতে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। ঐ হাস্য ব্যঙ্গ ব্যঞ্জক। শিরোমণি ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইলেন, উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন "শীঘ্র দরজা খোল্।"

কেহ উত্তর করিল না।

শিরোমণি দ্বারে পদাঘাত ও মুষ্টি আঘাত করিতে লাগিলেন; পাষাণবৎ কঠিনদ্বার ভগ্ন হইল না।

আবার সেইরূপ উচ্চ হাস্য! শিরোমণি অধীর হইলেন; উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন "অবিশ্বাসিনি! শীঘ্র দরজা খুলিয়া দে? নতুবা এখনই উহা ভাঙ্গিয়া বাহির হইব এবং তোকে বধ করিব?"

আবার হা! হা! হা! অট্ট হাস্য! এই হাস্য এত ভয়ানক যে ত্রাসে শিরোমণির অন্তরাত্মা উড্ডীয়মান হইল। বোধ হইল যেন স্বয়ং কৃতান্ত ঐরূপ হাস্য করিতেছে। শিরোমণি বারংবার পদাঘাত ও মুষ্টি আঘাত করাতেও দ্বার ভাঙ্গিল না অথচ প্রতি আঘাতে তাঁহার হস্তপদ ক্ষত-

বিক্ষত হইয়া নিষ্পন্দ হইল। তিনি "ছোটকর্ত্রী; ছোটকর্ত্রী" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, আবার সেইরূপ উচ্চহাস্য হইতে লাগিল।

শিরোমণি ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন "যে অবিশ্বাসিনী এই মাত্র স্বামীকে বধ করিল সে উপপতিকে কারাবদ্ধ করিয়া ব্যঙ্গ করিবে বিচিত্র কি?"

তিনি শীতে অত্যন্ত কাতর হইলেন। রাত্রি প্রভাত হইল কিন্তু কারাগার রাত্রির ন্যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন রহিল। যে দিকে শব ছিল শিরোমণি সেদিকে ভয়ে দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেন না। যতই দিবাবৃদ্ধি হইতে লাগিল ততই ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর হইলেন। শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণায় অভিভূত হইয়া উত্থান শক্তি রহিল না। বিবেচনা করিলেন অনাহারে আমার মৃত্যু ঘটিবে। আবার কএক দিন পর শবের দুর্গন্ধে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। নির্জ্জন কারাবাস ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক! তাহাতে আবার মৃত্যু ভয়। শিরোমণি যন্ত্রণার আধিক্যে মৃত্যু কামনা করিতে লাগিলেন কিন্তু মৃত্যুও তাঁহার নিকট শীঘ্র আসিল না এবং সেই যন্ত্রণা হইতে তাহাকে পরিত্রাণ করিল না। এমন পাপাত্মাকে দেখিয়া শমনও ভয় করে না কি?

এই ভাবে সপ্তাহ গত হইল অষ্টম দিবসে শিরোমণির প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল। মনে মনে কহিতে লাগিলেন "আমি আশা মরীচিকার অনুসরণ করিতে করিতে জীবন হারাইলাম। নিয়তি কেন বাধ্যতে। অদৃষ্টে যাহা লেখা আছে

তাহা অবশ্যই ঘটিবে। সকলেই অদৃষ্টের অধীন; দেবতারাও অদৃষ্টের অধীন; গ্রহগণও অদৃষ্টের দ্বারা আবদ্ধ এক পদ এদিক ওদিক যাইতে পারে না। রাশিচক্রে ভ্রমণ করে। শুভাশুভ ফল ষড়ঋতুর ন্যায় পর্য্যায়ানুযায়ী উপস্থিত হয়; মুহুর্মুহুঃ পরিবর্ত্তন এই মাত্র প্রভেদ। অদৃষ্টই মূল! এই ব্রহ্মাণ্ড অদৃষ্টরজ্জু আবদ্ধ; উহা ছিন্ন হইলে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি পলক মধ্যে পরস্পর আঘাত দ্বারা পরমাণুতে বিলীন হইবে। তাহাই মহাপ্রলয়। ঈশ্বরও অদৃষ্টের অধীন অদৃষ্টই ঈশ্বর!" এই বলিয়া শিরোমণি নয়ন মুদিত করিলেন এবং কপালে করাঘাত করিতে লাগিলেন। তাহার মৃত্যুকাল অতি নিকট।

সহসা একরূপ শব্দ হইল। শিরোমণি নেত্রোন্মীলন করিলেন; দেখিলেন, কারাগার পূর্ব্ববৎ তিমিরাবৃত নয়। অথচ এরূপ অন্ধকার যে কারাগার অভ্যন্তর অস্পষ্ট লক্ষিত হইয়া অধিক ভয়ঙ্কর বোধ হইতে লাগিল। এক অদ্ভূত ভয়ানক ঘটনা প্রত্যক্ষ হইল। শিরোমণি শারীরিক ও মানসিক সুস্থ অবস্থায় থাকিয়া উহা দেখিলেও ভয়ে অভিভূত হইতেন; এখন ত তিনি বিকলচিত্ত ও বিকলেন্দ্রিয়। এখন ত তাহার মুমূর্ষুদশা। শিরোমণি দেখিলেন, সেই শব! তাহার পরম শত্রুর কঙ্কলাবশিষ্ট শব, তরবারি হস্তে ধীরে ধীরে পাদবিক্ষেপ করিয়া তাহার দিকে আসিতেছে। শিরোমণি কাতরস্বরে কহিলেন "আমি তোমাকে বধ করি নাই তোমার স্ত্রী তোমাকে বধ করিয়াছে।" শব হা হা করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। সেই ভয়ঙ্কর হাসির ভয়ঙ্কর প্রতিধ্বনি

হইল। শিরোমণি ভীষণ চীৎকার করিয়া মানবলীলা সংবরণ করিলেন।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

ক্রমে ক্রমে বিমলার রোগোপশম হইল। বাচস্পতি তাঁহাকে আলয়ে লইয়া যাইবার নিমিত্ত শিবিকা প্রেরণ করিলেন। বিমলা শিবিকা বাহকদিগকে কিছুকাল অপেক্ষা করিতে বলিলেন এবং বিদায় গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে ভৈরবীর নিকট গমন করিলেন। ভৈরবী যে কক্ষ্যায় অবস্থিতি করেন বিমলা তন্মধ্যে যাইয়া দেখিলেন ভৈরবী তথায় নাই। দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন ভৈরবী দেবালয়ের সম্মুখীন প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট আছেন; তিনি নিবিষ্টমনা হইয়া বিজয়ের জন্ম কোষ্ঠি দেখিতেছেন। ক্ষণকাল পর ভৈরবী মৃত্তিকায় অঙ্কপাত করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন; তাঁহার বদন বৃন্তস্খলিত স্থলপদ্মের ন্যায় ম্লান হইয়া আসিল; উভয় চক্ষু বাষ্পাকুল হইল; দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "বিমলার নিমিত্তই বিজয়ের প্রাণ বিয়োগ হইবে।" এই নিদারুণ কথা শ্রবণ করিয়া বিমলার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল; অতিকষ্টে ভূতলে পতনোপক্রম দেহ স্থির রাখিলেন; এমন নিদারুণ কথা অবগত হইয়াও অতি কষ্টে শোক সূচক রোদনধ্বনি দমন করিলেন। বিমলাই বিজয়ের মৃত্যুর কারণ। কি সর্ব্বনাশের কথা! বিমলা কি প্রকারে ভৈরবীকে আর মুখ দেখাইবেন? কি প্রকারে

ভৈরবীর সঙ্গে কথা কহিবেন? কি প্রকারে ভৈরবীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিবেন? যদি পৃথিবী দ্বিভাগ হইত তাহা হইলে তিনি তন্মধ্যে প্রবেশ করিতেন; আর কাহাকেও মুখ দেখাইতেন না। তিনিই তাঁহার পরম উপকারী বান্ধবের মৃত্যুর কারণ! একি সাধারণ খেদের বিষয়! এ খেদ যে ব্যক্ত করা যায় না। বিমলা বিদায় গ্রহণ না করিয়া তথা হইতে অপসৃতা হইলেন।

ভৈরবী চক্ষুমুদিত করিয়া অনুচ্চরবে রোদন করিলেন, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "বিজয়ের কারাবরোধ সংবাদ শুনিয়া অবধি বিমলা উৎকট পীড়ায় অত্যন্ত কাতরা হন; বাঁচিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না; বিজয় মুক্তি লাভ করিবেন এই কথা শুনিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। আজ যদি ঐ ঘটনা ঘটে তাহা হইলে বিমলা নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। বিমলার অন্তঃকরণে নির্ম্মল অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছে অতএব তাঁহার জন্য প্রাণ দিতে তিলার্দ্ধ কাল ও গৌণ করিবেন না। প্রণয় কি দুর্ল্লভ পদার্থ! কিন্তু পাপ-ভারাক্রান্ত এই ধরাতলে উহার আবির্ভাব হইলে সর্ব্বদা বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। আমার অন্তঃকরণেও এইরূপ বিশুদ্ধ প্রণয় সঞ্চার হয়; আহা! তজ্জন্য আমাকে কতযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল। কি আক্ষেপের বিষয়! পবিত্র প্রণয় হৃদয় মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিলে লোক সমাজে নিন্দাস্পদ হইতে হয়। যেমন রমণী অপর রমণীর সহিত সখিত্ব পাশে আবদ্ধ হইয়া প্রণয়ামৃত পান করে সেইরূপ সদগুণ বিশিষ্ট ধার্ম্মিক অপর পুরুষের সহিত প্রণয় পাশে আবদ্ধ হইয়া

সুখ ভোগ করিতে পারে। সদ্‌গুণ দর্শন করিলে স্ত্রীজাতির কোমলান্তঃকরণে সহজেই অনুরাগ অঙ্কুরিত হয়। ভ্রাতার নিমিত্ত ভগ্নীর অন্তঃকরণে, পতির নিমিত্ত স্ত্রীর হৃদয়ে, বন্ধুর নিমিত্ত রমণীর মনে যে নির্ম্মল অনুরাগ সঞ্চার হয় তাহার মূল এক; ভ্রাতৃ স্নেহ, প্রণয়, বন্ধুত্ব ভিন্ন ভিন্ন শাখামাত্র; কিন্তু সকল শাখাতেই একরূপ সুখামৃত ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমার পবিত্র হৃদয় ক্ষেত্রে প্রণয় বৃক্ষ রোপণ করিয়া মূলে নির্ম্মল ধর্ম্ম সলিল সিঞ্চন করাতে উহা বদ্ধমূল হয় সেই নৃশংসের শাণিত অস্ত্রাঘাতেও ছিন্ন হয় নাই; প্রবল বাত্যা স্বরূপ লোক নিন্দায়ও আহত হইয়া ভূতলশায়ী হয় নাই; যন্ত্রণানল দগ্ধ করিতে উপক্রম করে বটে কিন্তু অনবরত বাষ্পবারি বর্ষণে তাহা ও প্রবল হইতে পারে নাই। ধর্ম্ম সলিল সংবর্দ্ধিত প্রণয় বৃক্ষ কি কখন ধ্বংস হইতে পারে? শমন! তুমিও উহা ধ্বংস করিতে পারিবে না; এখানে প্রণয় বৃক্ষ কেবল মুকুলিত হয় কিন্তু মৃত্যুর পর উহার ফল লাভ হইবে। বিমলার অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ প্রণয় সঞ্চার হইয়াছে; আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি তাঁহার মনে কোন কুবাসনা নাই। আমার বিজয়ের মন ও পবিত্র; বাল্যকাল হইতেই তিনি ধার্ম্মিক ও পরোপকারী। হায়! দগ্ধ বিধে! এমন ব্যক্তিকেও অল্প পরমায়ু দিয়াছ? এই জন্ম কোষ্ঠিতে লেখা আছে বিংশতি বৎসর বয়ক্রম কালে কোন বিধবার নিমিত্ত বিজয়ের প্রাণ বিয়োগ হইবে। বিমলাই সেই বিধবা। তাহার নিমিত্তই বিজয়ের প্রাণ বিয়োগ হইবে। আজকার দিন অতিবাহিত হইলে

বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হয় এবং বিজয় মৃত্যু হস্ত হইতে রক্ষা পান।”

ভৈরবী আবার অনুচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; অঞ্চলদ্বারা চক্ষের জল মুচিয়া দেবালয়ে প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তি দর্শন লালসায় সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেবমূর্ত্তি দর্শন হইল না কেননা দৃষ্টি পথ রোধ করিয়া এক ধর্ম্মমূর্ত্তি দণ্ডায়মান ছিলেন।

ভৈরবীর হৃদয়ে সুখ সিন্ধু উচ্ছ্বাসিত হইল; বাষ্পাকুললোচনে গদ গদ স্বরে কহিলেন, “বিজয়!”

বিজয় সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত হইয়া কহিলেন,“দেবি! আপনকার আশীর্ব্বাদে আমি মুক্তি লাভ করিয়াছি।”

ভৈরবী “চিরজীবি হও” বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ভৈরবী বিমলার নিকট মোহিনীমোহনের বধের কারণ অবগত হন এবং বিচারপতির স্ত্রীর সমীপে যাইয়া সকল কথা প্রকাশ করেন। বিচারপতি তাঁহার সহধর্ম্মিণীর মুখে ঐ কথা শুনিয়া বিমলার সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেন এবং বিজয়কে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করিয়া মুক্ত দিলেন।

বিজয় জিজ্ঞাসা করিলেন “বিমলা কোথায়?”

ভৈরবী কোন উত্তর করিলেন না।

মন্দির মধ্য হইতে উমা কহিলেন, “বিমলা গঙ্গাতীরে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছেন।”

এই কথা শুনিয়া বিজয় অত্যন্ত কাতর হইয়া গঙ্গাতীরাভিমুখে গমনোন্মুখ হইলেন।

ভৈরবী তাহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক কহিলেন, “বিজয়!

তুমি আজ বিমলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবে না।”

বিজয়—“কেন?”

ভৈরবী—“তোমার বিপদ ঘটিবে।”

বিজয়—“আমি বিপদ দেখিয়া ভয় করি না।”

ভৈরবী ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন; “তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে নিশ্চয়ই মৃত্যু ঘটিবে।”

বিজয় গম্ভীর স্বরে কহিলেন, “বিমলার জন্য আমার মৃত্যু হইলে পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করিব।”

বিজয় ভৈরবীকে প্রণাম করিয়া গমন করিলেন; তদ্দর্শনে ভৈরবী জ্ঞান শূন্যা হইয়া রহিলেন।

বিমলা গঙ্গাতীরে যেখানে উপবিষ্টা ছিলেন সেইখানে বেগবান প্রবাহ প্রতিঘাতে তীরস্থ ভূমি ভগ্ন হইয়া অনবরত জলমগ্ন হইতে ছিল। স্রোতের আতিশয্যে জল ঘূর্ণায়মান হইতেছিল। ভীষণ কল্লোলধ্বনি কর্ণরোধ করিতেছিল। একে উচ্চ তীর তাহাতে আবার পাড়ভাঙ্গনি তদুপরি হইতে নিম্নে দৃষ্টিপাত করিলে বলবান ও সাহসিক ব্যক্তিরও মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান হওয়ার সম্ভব। বিজয় বিমলাকে ঈদৃশ সঙ্কট জনক তীরে বসিয়া রোদন করিতে দেখিয়া অতিশয় চিন্তাকুল হইলেন। বিমলা, এত দিনের পর বিজয়কে দেখিতে পাইলে চিত্ত চাঞ্চল্য প্রযুক্ত তথা হইতে গঙ্গা প্রবাহে পড়িবার সম্ভাবনা; আবার ওখানে থাকিলে ও তীরস্থ পতনশীল ভূমি খণ্ডের সহিত ও জলমগ্ন হইবার সম্ভাবনা, এই উভয় সঙ্কট বিবেচনা করিয়া বিজয় বিকল চিত্ত হইলেন।

বিমলা ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন "আমি জীবিত থাকিলে বিজয়ের জীবন সংশয় অতএব আমার এ জীবন রাখিয়া আর প্রয়োজন কি?"

এই বলিয়া বিমলা সেই উচ্চতীর হইতে গঙ্গার গভীর সলিলে পতিত হইলেন। বিজয় তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত গঙ্গা প্রবাহে আত্মশরীর নিক্ষিপ্ত করিলেন।

উভয়ে দৃষ্টির অগোচর হইলেন।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

যে রাত্রিতে মৃন্ময়ী বিষপান করেন সেই রাত্রিতে তাঁহার ও বিধুর মৃত্যু হয়। যে কক্ষ্যায় তাঁহাদের মৃতদেহ ছিল সেই কক্ষ্যায় কেশব শিরোমণিকে বধ করিবার নিমিত্ত অসি হস্তে প্রবেশ করিয়া উভয়ের শব অবলোকন করেন এবং সরলার বিনয় বাক্যে উভয়ের শব গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত করিয়া দেন।

সরলা সেই রাত্রি অবধি মৃত সপত্নীর কক্ষ্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সপ্তাহ গত হইল তথাপি শিরোমণির দেখা নাই। শিরোমণির প্রচুর সম্পত্তি ছিল তাহা সংরক্ষণ করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়া সরলা তাঁহার অনুসন্ধানে কোথাও যাইতে পারিলেন না। অষ্টম দিবসের রাত্রিতে শয়ন মন্দিরে দীপ প্রজ্বলিত করিয়া দ্বারে উপবেশন পূর্ব্বক চিন্তা করিতেছিলেন। তমিস্রা যামিনীর আবির্ভাবে এই প্রকাণ্ড আলয় ভয়ানক বোধ হইতে লাগিল; ইহার চতুর্দ্দিকে অরণ্য নিকটে লোকালয় নাই সুতরাং তাহার অন্তঃকরণ ভয়ে অভিভূত হইবে বিচিত্র কি? অকস্মাৎ প্রাঙ্গণে একরূপ শব্দ হইয়া উঠিল; সরলা তদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; দেখিলেন কঙ্কালাবশিষ্ট এক মূর্ত্তি তথায় দণ্ডায়মান আছে। সরলার ছায়া ঐ মূর্ত্তির উপর পতিত হওয়ায় উহা স্পষ্ট লক্ষিত হইল না অথচ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বোধ হইতে লাগিল। সরলা চীৎকার করিতে উদ্যম করিলেন অথচ চীৎকার করিতে পারিলেন না; বিকলেন্দ্রিয়া হইলেন অথচ জ্ঞানেন্দ্রিয় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইল না। সেই মূর্ত্তি সোপানাবলীতে ধীরে ধীরে পাদবিক্ষেপ করিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল, কহিল "সরলে! ভয় পাইয়াছ?"

সরলা দেখিলেন শীর্ণ কলেবর মূর্ত্তি ভূত নয়। বিস্মিৎ হইয়া কহিলেন "মহাশয় কি প্রকারে মুক্তি লাভ করিলেন?"

সেই ব্যক্তি ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "উর্ণনাভ আমাকে বধ করিবার নিমিত্ত যে জাল পাতিয়াছিল তাহাতে সে নিজেই আবদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।"

সরলা এই কথার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না; একতান মনে তাহার বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ ব্যক্তি গৃহের মধ্য হইতে দীপ লইয়া আসিলেন এবং সরলাকে তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে সঙ্কেত করিয়া গমন করিলেন। সরলা তাহার অনুগমন করিলেন। পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে কারাগারের কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহারা তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সরলা শিরোমণি এবং ছোটকর্ত্রীর মৃতদেহ অব-

লোকনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া স্তম্ভের ন্যায় দণ্ডায়মানা রহিলেন তাহার মুখ দিয়া বাক্য নির্গত হইল না। সঙ্গী ব্যক্তি অঙ্গুলী দ্বারা ছোটকর্ত্রীর শব নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন "ঐ দুশ্চরিত্রা স্ত্রী এই কারাগারে প্রবেশিয়া আমাকে বধ করিবার নিমিত্ত অসি আঘাত করে আমি কিছু অন্তরে থাকাতে শরীরে আঘাত লাগিল না। কিন্তু অসি হস্তচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। আমি উহা ধারণ পূর্ব্বক আমূল পর্য্যন্ত ঐ পাপীয়সীর বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিলাম। তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে তনুত্যাগ করিল। কারাগার হইতে নির্গত হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিলাম। ভৈরব বন্দী হইল। প্রাণবল্লভ এক ক্ষুদ্র দ্বার দ্বারা হস্ত প্রবিষ্ট করিয়া আমাকে আহার দিত, পাছে সে ভৈরবকে আহার দেয় এজন্য আলয়ে গিয়া তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছি। আজ আমি অসি হস্তে এই কারাগারে প্রবেশ করি; ভৈরব আমাকে ভূতজ্ঞান করিয়া ভয়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।;'

এই ব্যক্তি আনন্দনগরের বৃদ্ধ ভূম্যধিকারী; ইহাকে বধ করিবার নিমিত্ত শিরোমণি ষড়যন্ত্র করেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না; নিজেই হত হইলেন।

"যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ।"

বৃদ্ধ ভূম্যধিকারী সরলাকে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে আদেশ করিয়া কারাগার হইতে নির্গত হইলেন কিন্তু সরলা এই আদেশ প্রতিপালন করিলেন না। ভূম্যধিকারী আবার কারাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সরলা অনিমিষ নয়নে

শিরোমণির শবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন; বদন অত্যন্ত মলিন।

ভূম্যধিকারী তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন "সরলে বিষণ্ণ বদনে দাঁড়াইয়া রহিলে যে? এই ভয়ানক কারাগার হইতে যাবে না? তোমার মুখে যে কথা নাই?"

সরলা যেন নিদ্রা হইতে চৈতন্য লাভ করিলেন; কাতর স্বরে কহিলেন "কোথায় যাব?"

"কোথায় যাব! সেকি? আমার আলয়ে যাবে।"

"প্রাণনাথকে ত্যাগ করিয়া কোথাও যাব না; তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাব।

"তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাবে কোথায়? ভৈরবের যে মৃত্যু হইয়াছে।"

"পতির মৃত্যু হইল; আমি জীবিত থাকিব?"

"তুমি ভৈরবের স্ত্রী?"

"আমি তাহার স্ত্রী।"

"এ তোমাকে বিবাহ করে?"

"ইনি আমাকে বিবাহ করেন। কোন বিশেষ কারণে এই ঘটনা প্রকাশ ছিল না। প্রাণনাথ আমাকে মৃণ্ময়ী অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন।"

"মৃণ্ময়ী কোথায়?"

"ছোটকর্ত্রী তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত আমার হস্তে বিষ দেন, আমি নিজে উহা পান করণাভিপ্রায়ে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখি; কিন্তু মৃণ্ময়ী উহা পান করিয়া তনু ত্যাগ করিয়াছে।"

বৃদ্ধ ভূম্যধিকারী বৈমাত্র ভগ্নীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া কাতর হইলেন, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "আমার ছোট স্ত্রীর সদৃশী পাপীয়সী রমণী এ ভূমণ্ডলে আর কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই।"

ভূম্যধিকারী অনেক যত্ন করাতেও সরলা কারাগার হইতে বাহির হইলেন না; তিনি উহার দ্বার মুক্ত রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। পর দিন তথায় আসিয়া দেখিলেন সরলা মৃত স্বামীর পদদ্বয় মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক রোদন করিতেছেন। ভূম্যধিকারীর সঙ্গে কএক জন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিল; তাহারা শিরোমণি ও ছোটকর্ত্রীর শব লইয়া গঙ্গাতীরাভিমুখে গমন করিল। ভূম্যধিকারী এবং সরলা পশ্চাৎ চলিলেন। সকলে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন।

গঙ্গা তীরে অনেক লোকের জনতা হইয়াছিল; তথায় নরহরি বাচস্পতির স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছিলেন; বাচস্পতি অধোবদনে উপবিষ্ট ছিলেন; বৃদ্ধ ভূম্যধিকারী ও সরলা দ্রুতপদে তাহাদের সমীপে গমন করিলেন।

আনন্দ নগরের জমিদার নিরুদ্দেশ হন। অকস্মাৎ তাঁহার দর্শন পাইয়া সকলে বিস্ময়াবিষ্ট হইল অথচ হা হা শব্দ করিয়া উঠিল।

বাচস্পতি ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন "মহাশয়! সর্ব্বনাশ হইয়াছে।"

বৃদ্ধ ভূম্যধিকারী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সর্ব্বনাশ কি?"

বাচস্পতি উত্তর করিলেন "বিমলা গঙ্গাজল মগ্না হইলে

বিজয় তাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দৃষ্টির অগোচর হন। ক্ষণকাল পর বিমলাকে হস্তে ধারণ পূর্ব্বক জলমধ্য হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া সন্তরণ করিতে করিতে তীরাভিমুখে আসিতে লাগিলেন। দৈব দুর্বিপাক বশতঃ বিজয় দুর্ব্বল হইয়া আর সন্তরণ করিতে পারিলেন না। নিজে জলমগ্ন হইতেছিলেন তথাপি ক্ষণকাল পর্য্যন্ত উভয় হস্ত দ্বারা বিমলার মস্তক উত্তোলিত করিয়া রাখিলেন আপন জীবন রক্ষার জন্য কোন চেষ্টা করিলেন না। বোধ হয় তাঁহার প্রাণবায়ু নিঃশেষ হইলে দেহ শক্তিহীন হইল, তখন বিমলা হস্ত স্খলিতা হইয়া আবার জলমগ্ন হইতে লাগিল। ভৈরবী এবং উমা উভয়কে জল হইতে তুলিয়া আনিলেন। বিমলা এখনও জীবিতা আছেন কিন্তু বিজয়ের শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ; জীবনের কোন লক্ষণ নাই।" বাচস্পতি আর কথা কহিতে পারিলেন না; উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ ভূম্যধিকারী বসিয়া পড়িলেন তাঁহার বর্ণ কৃষ্ণবর্ণ হইল কিন্তু চক্ষু দিয়া এক বিন্দু জল ও পড়িল না।

অনতিদূরে বিজয়ের দেহ ভূতলে পতিত ছিল; ভৈরবী তথায় বসিয়া রোদন করিতেছিলেন। বিজয়ের জন্মকোষ্ঠি তাঁহার অঞ্চলে বাঁধা ছিল তিনি তাহা খুলিয়া ভূম্যধিকারীর সম্মুখে রাখিলেন। তদোবলোকনে ভূম্যধিকারী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "যদি তিলোত্তমা জীবিতা থাকিতেন তাহা হইলে আজ তাহার শোকের অবধি থাকিত না।

বাচস্পতি ঐ কোষ্ঠি গ্রহণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন, ক্ষণকাল পর কহিলেন "বিজয়ের ত বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম সময় মৃত্যু হইবে না।"

ভৈরবী উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন "বিজয় জীবিত আছেন; তিনি নেত্রোন্মীলন করিয়াছেন।"

সর্ব্বত্র আনন্দসূচক কোলাহল শব্দ হইয়া উঠিল।

ভূম্যধিকারীর বদন প্রফুল্ল হইল; যাঁহার বদন হইতে এই মঙ্গল সংবাদ শুনিলেন তাঁহার বদন নিরীক্ষণ করিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "তিলোত্তমে! তুমিও জীবিত আছ!"

সরলা বাহু বল্লী দ্বারা ভৈরবীর গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে কহিলেন "আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? যে তিলোত্তমার শব গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হইল সেই তিলোত্তমা কি জীবিত আছেন?"

যাদব বিমলার নিকট গমন করিয়া কহিলেন "দিদি! বিজয় বাবু জীবিত আছেন।"

বিমলার উভয় চক্ষু দিয়া আনন্দ অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

প্রবল বাত্যার পর কখন কখন সর্ব্বত্র নিস্তব্ধতা বিরাজমান হয়; কিন্তু সাগরে যে তরঙ্গ লহরী উত্থিত হইয়া থাকে তাহা শীঘ্র বিলুপ্ত হয় না। সমুদ্রার্ণবেও অবিকল ঐরূপ

ঘটিয়া থাকে; মনুষ্যের হৃদয় সরোবরেও অবিকল ঐরূপ ঘটিয়া থাকে। বিপদ শেষ হইল অথচ রুদ্ধ ভূম্যধিকারী, বিজয় ও বিমলার অন্তঃকরণ এখনও স্থির হয় নাই।

বাচস্পতি ভূম্যধিকারীকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়! আপনি এত দিন কোথায় ছিলেন। আপনকার দেহ এত শীর্ণ কেন?"

ভূম্যধিকারী উত্তর করিলেন "কারাগারে ছিলাম।"

বাচস্পতি সবিস্ময়ে কহিলেন "মহাশয় কি অপরাধে কারাগারাবদ্ধ হন?"

তিলোত্তমা কহিলেন "উহার কোন অপরাধ নাই সকল দোষ আমার।"

বাচস্পতি—"সে আবার কি?"

রুদ্ধ ভূম্যধিকারী বলিতে লাগিলেন, "ভৈরব আমার বৈমাত্র ভগ্নী মৃণ্ময়ীকে বিবাহ করিয়া আমাদের আলয়ে বাস করে, তাহার প্রথমা স্ত্রী এই তিলোত্তমা ও আমার প্রথমা স্ত্রীর কনিষ্ঠা ভগ্নী, এজন্য ইনিও আমাদের আলয়ে বাস করিতে কোন আপত্তি করেন নাই। তিলোত্তমা অবিবাহিতা কালে সংস্কৃত ভাষা ও জ্যোতিষবিদ্যা অধ্যয়ন করেন; তিলোত্তমা চিরকালই ধর্ম্মনিষ্ঠা; ভৈরবের চরিত্র মন্দ হইলেও পতি সেবা শুশ্রূষায় কখন বিরতা হন নাই। চন্দ্রপুর গ্রামে এক জন মহাপুরুষ আগমন করেন তিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানবৎ প্রত্যক্ষ করিতেন। সেই মহাপুরুষ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন আমার বংশ নির্ব্বংশ হইবে।

তিলোত্তমা তাঁহার দ্বারা বিজয়ের এই জন্মকোষ্টি প্রস্তুত করান; আমি এ বৃত্তান্ত অবগত ছিলাম না। এক রাত্রিতে তিলোত্তমা ইহা আমাকে দেখাইয়া কহিলেন "বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে কোন বিধবা রমণীর নিমিত্ত বিজয়ের মৃত্যু হইবে" এই বলিয়া তিলোত্তমা রোদন করিতে করিতে এই জন্ম কোষ্ঠি অঞ্চলে বান্ধিলেন। সহসা ভৈরব তথায় উপস্থিত হইয়া কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক ইহাকে লইয়া গেল। পরে সরলার মুখে শুনিলাম ভৈরব তিলোত্তমাকে বধ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। যাঁহার সচ্চরিত্রে, সদুপদেশে, নিস্বার্থ আত্মীয়তায় চিরবাধ্য ছিলাম; নিরপরাধে তাহার মৃত্যু হইল শুনিয়া শোক সাগরে মগ্ন হইলাম। তদনন্তর মাতামহের সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হইয়া আনন্দ নগরে সপরিবারে বাস করিতে লাগিলাম। অকস্মাৎ বিজয়ের গর্ভধারিণীর মৃত্যু হইলে তাহার শোকে আমি উন্মত্ত হইলাম, আমার বাহ্যজ্ঞান ছিল না। কত দিন আমি উন্মত্ত ছিলাম তাহা বলিতে পারি না। আরোগ্য হইলে জানিতে পারিলাম এক ভয়ানক কারাগারে বন্দী আছি। কে আমাকে বন্দী করিল? কেনই বা বন্দী করিল? তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। এক রাত্রিতে ভৈরব অসি হস্তে কারাগারে প্রবেশ করিয়া কহিল "বিনিয়োগ পত্র দস্তখত কর, অস্বীকার করিলে ছোটকর্ত্রী তোমার শিরশ্ছেদন করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। কি করি উপায় নাই; উহা স্বাক্ষর করিলাম এবং মর্ম্ম অবগত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম। পরে এক দিন ভৈরব আমাকে অন্য

কারাগারে নিয়া বন্দী করিয়া রাখিল। কেবল পরমেশ্বরের অনুগ্রহে তথা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছি।"

বাচস্পতি—"আপনকার ছোট স্ত্রী এ কর্ম্মে লিপ্তা ছিলেন?"

ভূম্যধিকারী—"লিপ্তা ছিল।"

বাচস্পতি—"তিনি কোথায়?"

ভূম্যধিকার—"তাহার মৃত্যু হইয়াছে।"

বাচস্পতি—"ভৈরব কোথায়?"

ভূম্যধিকারী কোন কথা কহিলেন না, সরলা তিলোত্তমার গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "দিদি! আমরা বিধবা হইয়াছি; মৃত স্বামীর শব গঙ্গা তীরে নীত হইয়াছে।"

তিলোত্তমা রোদন করিতে লাগিলেন।

বিজয় মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "পিতঃ। মাসী কি যথার্থই বিধবা হইয়াছেন?"

ভূম্যধিকারী কাতর স্বরে কহিলেন "আমার দ্বারাই তোমার মাসী বিধবা হইয়াছেন।"

তদনন্তর শব দাহের উদ্যোগ হইল, বিজয় বিমাতার মুখাগ্নি করিলেন। তিলোত্তমা ও সরলা অনুমরণেচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

তিলোত্তমা উমার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন "উমে! স্বামী আমাকে আহত করিয়া গঙ্গা জলে নিক্ষিপ্ত করিলে তুমি আমাকে তথায় দেখিয়া আপন আলয়ে লইয়া আইস, সেবা শুশ্রূষা করিয়া জীবন দান করিয়াছ এবং আমি ভৈরবীর

বেশধারণ করিয়া স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিবার সময় তুমি আমার সঙ্গত্যাগ কর নাই। স্বামী ভৈরবের বেশ ধারণ করিয়া যে যে তীর্থ ভ্রমণ করেন আমিও তোমাকে সঙ্গে করিয়া সেই সেই তীর্থে গমন করি তিনি যে খানে গিয়াছেন আমিও সেইখানে গিয়াছি অথচ তিনি আমাকে চিনিতে পারেন নাই। যখন তিনি অরণ্যে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিলেন আমিও সেই অরণ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। উমে! তুমি আমার সঙ্গে না থাকিলে দুঃখের সময় কে আমাকে সান্ত্বনা করিত। উমে! এক্ষণে আমাকে জন্মের মত বিদায় দাও।”

উমা ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

সরলা পতির শব নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সর্ব্ব সমক্ষে মুক্ত কণ্ঠে কহিলেন “আমি ইহার স্ত্রী, উপপত্নী নই; বারাণসী নগরে ইহার সহিত আমার বিবাহ হয়।”

তিলোত্তমা ও সরলা গঙ্গাস্নান করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিলেন। বাচস্পতি শাস্ত্রানুসারে মন্ত্রাদি পাঠ করিলে উভয়ে প্রদক্ষিণ করিয়া একদা চিতা আরোহণ করিলেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের দেহ ভস্মীভূত হইল।

দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায়।

যে সকল ঘটনা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে তাহার দুই বৎসর পরে এই অধ্যায়ের লিখিত ঘটনা গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থলে ঘটিয়াছিল। উহা বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে, এই

দীর্ঘ কাল মধ্যে যে যে ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র উল্লিখিত হইবে। যে দিন তিলোত্তমা স্বামীর প্রজ্জ্বলিত চিতায় আরোহণ করিয়া তনুত্যাগ করেন সেই দিন হইতেই বিজয়ের পিতার অন্তঃকরণে বৈরাগ্য উদয় হয়; সেই দিনেই শ্মশানে বসিয়া বৃদ্ধ ভূম্যধিকারী এবং বাচস্পতি এই মানস করেন যে, তাঁহারা সংসার আশ্রম ত্যাগ করিয়া কাশী ধামে বাস করিবেন। কেশবের আরও একটী কন্যা ছিল তাহার নাম হেমলতা। বাচস্পতি হেমলতার সহিত যাদবের বিবাহ দিয়া বৃদ্ধ ভূম্যধিকারীর সমভিব্যাহারে তীর্থ পর্য্যটনে যাত্রা করেন। কিন্তু কাশীধামে উপস্থিত হইয়া উভয়ে অত্যন্ত কাতর হন। বিজয়, লক্ষ্মী দেবী এবং বিমলা এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া কাশীধামে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে কেবল কৃত্তিবাস ও তরলা চলিল। পথিমধ্যে লক্ষ্মী দেবী কাতরা হন, কাশীধামে উপস্থিত হইবা মাত্র তাঁহার মৃত্যু হইল। এদিকে বিজয় ও বিমলা তথায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই বৃদ্ধ ভূম্যধিকারী ও বাচস্পতি মানবলীলা সংবরণ করেন। বিজয় এই সকল বৃত্তান্ত পত্রে লিখিয়া উহা ডাকযোগে যাদবের নিকট পাঠাইলেন। যাদব পিতা মাতার মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং তাহাদের শ্রাদ্ধ নির্ব্বাহ করিলেন। বিজয় কাশীধামে যাত্রা করিবার সময় বৃদ্ধ দেওয়ানের প্রতি জমিদারির সমস্ত ভার ন্যস্ত করেন। বিজয়ের পত্রের মর্ম্মানুসারে নরহরি বাচস্পতির যে ভূমি সম্পত্তি ছিল দেওয়ান তাহার তদারক করিতে লাগিলেন। কেশব ও প্রাণবল্লভ

এক ভয়ানক ষড়যন্ত্র করিলেন, ভৈরবী বলিয়াছিলেন কেশব আনন্দ নগরের ভূম্যধিকারী হইবেন, কেশব ও মনে মনে জানিতেন তিনিই আনন্দ নগরের ভূম্যধিকারী হইবেন; এইরূপ আশা তাহার অন্তঃকরণে উদয় হওয়ার বিশেষ কারণ ছিল। শিরোমণি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া আনন্দ নগরের জমিদারের বাটীতে অবস্থিতি করিবার সময় প্রকাশ করেন যে আনন্দ নগরের জমিদার নির্ব্বংশ হইবেন। ছোটকর্ত্রী তাঁহার পুত্রের কল্যাণ জন্য গোপনে ছদ্মবেশধারী শিরোমণির দ্বারা যাগযজ্ঞ করাইয়াছিলেন; সেই উপলক্ষে শিরোমণি তাঁহাকে বশীভূত করেন। কেশব ছোটকর্ত্রীর ভ্রাতা এজন্য তাহার বাটীতে যজ্ঞ হয়। যে পর্য্যন্ত যজ্ঞ হইয়াছিল সে পর্য্যন্ত ছোটকর্ত্রী পিত্রালয়ে ছিলেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যখন বিজয়ের পিতা চন্দ্রপুর গ্রামে ছিলেন তখন এক মহাপুরুষ জ্যোতিষ গণনা দ্বারা প্রকাশ করেন যে তিনি নির্বংশ হইবেন; শিরোমণি তাহা অবগত ছিলেন অতএব সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া আনন্দ নগরে তাহাই প্রকাশ করেন। কেশবও পূর্ব্বোল্লিখিত মহাপুরুষের ভবিষ্যৎ বাণী ছোটকর্ত্রীর মুখে অবগত হন; কাজে কাজে ভৈরবী যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার নিশ্চয়ই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। বিশেষতঃ তাঁহার জন্মকোষ্ঠিতে ভাল ফল লিখা ছিল। কেশব ও প্রাণবল্লভ এই ষড়যন্ত্র করিলেন যে তাহারা বৃদ্ধ দেওয়ানকে বধ করিবেন এবং প্রাণ বল্লভ বারাণসী নগরে যাইয়া বিজয়কেও বধ করিবেন। ভৈরবী বলিয়াছিলেন সেই কালী আলয়ে প্রতিষ্ঠিত করিলে তাহার মঙ্গল

হইবে অতএব সর্ব্বমঙ্গলা নাম দিয়া কেশব তাহা আলয়ে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

বিমলা পিতা মাতার এক কালে কাশী প্রাপ্তি হওয়াতে অত্যন্ত ব্যাকুলা হইলেন, সংকল্প করিলেন আর গৃহে প্রতিগমন করিবেন না; কাশীধামে বাস করিয়া যাবৎ জীবন কালযাপন করিবেন। বিজয়ও আলয়ে প্রতিগমন করিলেন না। এই পরম পবিত্র স্থানে উভয়ে দান ধ্যান ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধানাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া পরম সুখে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। প্রথম দর্শনে উভয়ের অন্তঃকরণে যে বিশুদ্ধ প্রণয় অঙ্কুরিত হয় তাহা দিন দিন সম্বর্দ্ধিত হইয়া সুখামৃত ফলপ্রদ হইয়াছে। তাঁহারা অনেক দিন পর্য্যন্ত কাশী বাস করিলে বিমলা প্রয়াগ তীর্থ দর্শন করিতে মানস করিয়া তথায় যাত্রা করিলেন। বিজয়, কৃত্তিবাস ও তরলাকে তাঁহার সমভিব্যাহারে পাঠাইলেন। তিনি তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারিলেন না; বারাণসী নগরে পণ্ডিতগণ সঙ্গে বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে বিচারের জন্য নির্দ্ধারিত দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে তথায় অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল।

বিমলা প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া দানাদি সৎকার্য্য দ্বারা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে লাগিলেন। যে দিন বিজয়ের আসিবার সংবাদ ছিল সেই দিন অতি প্রত্যূষে বিমলা গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থলে আগমন করিলেন। বিজয় কাশী হইতে নৌকায় আসিবেন এমন পত্রে লিখিয়াছিলেন। অনেক দিনের পর বিজয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইবে এজন্য বিমলার অন্তঃকরণ কি আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল? প্রাতঃ-

কাল রমণীয় আজ উহা পরম রমণীয় বোধ হইতে লাগিল। সকলই সুন্দর! সকলই প্রফুল্ল! সকলই আনন্দময়! প্রাতঃকাল এত রমণীয় কেন? কেনই বা এই সময়ে প্রকৃতি দেবী এত প্রফুল্ল হন? নিশাবসান সময়ই প্রাতঃকাল; এজন্যই উহা অত রমণীয়! যদি রাত্রি না থাকিত তাহা হইলে প্রাতঃকাল হইত না! যদি ক্লেশ না থাকিত তাহা হইলে সুখ হইত না। ক্লেশের অবসান সময়ই পরম রমণীয়।

সেই এক দিন আর আজ এক দিন! যে দিন বিজয় শ্মশানে শয়ান ছিলেন; তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সকলে রোদন করিতেছিল। ঐ রোদনধ্বনি বিমলার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তঃকরণ বিদীর্ণ করিতেছিল সেই এক দিন আর আজ এক দিন! সে দিনকে দিন বলা যায় না; বিমলার পক্ষে সে অমানিশা। যখন যাদব তাঁহার নিকটে আসিয়া কহেন বিজয় জীবিত আছেন" তখন তাঁহার দুঃখ বিভাবরী সম্পূর্ণ রূপে অবসন্ন হয় নাই তখন পূর্ব্বদিকে কেবল সুখ তারার আবির্ভাব হইয়াছিল সুখরবির উদয় হওয়ার কিছু বিলম্ব ছিল। সেই এক দিন আর আজ এক দিন। সেই দিন আর আজকার দিনের মধ্যে কত দিন রাত্রি গিয়াছে, কত ঘটনা ঘটিয়াছে, কিন্তু বিমলার অন্তঃকরণ যেমন তেমনি আছে। বিশুদ্ধ প্রণয় সর্ব্বাবস্থায় সমান, আপদ বিপদ উহা স্পর্শ করিতে পারে না ব্যবধান থাকিয়া কেবল উহাকে ক্ষণকাল আচ্ছন্ন করে মাত্র এবং তাহারা অপসৃত হইলে উহা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে।

বিমলা দেখিলেন গগণমণ্ডল পরিষ্কার, ক্রমে ক্রমে ধরাতল ও পরিষ্কার হইয়া আসিল। উত্তপ্ত কাঞ্চন নিভ তরুণ তপনের কিরণ জাল ক্রমে সর্ব্বত্র বিভাসিত হইল। শুভ্রাঙ্গী জাহ্নবী ও শ্যামাঙ্গী যমুনা বেগে ধাবিত হইয়া যেখানে পরস্পর মিলিত হইয়াছেন সেই স্থানই কামনা সাগর। বালসূর্য্য কিরণ সংস্পর্শে গঙ্গা যমুনা ও তটস্থ কুসুমিত বৃক্ষ সমূহ অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়া যেন মৃদু মন্দ হাসিতেছিল। বিমলাও মৃদু হাসিতে লাগিলেন। তদীয় সুখরবি করোজ্জ্বল হৃৎপদ্ম প্রফুল্ল ও হাস্যময় সুতরাং তিনি যাহা দেখিতেছিলেন তাহাই যেন হাসিতেছে বোধ হইতে লাগিল। না হবে কেন? তাঁহার হর্ষোজ্জ্বল স্বচ্ছ মনোমুকুরে প্রকৃতির রমণীয় শোভা সুচারুরূপে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে; তাঁহার মনোমুকুর যেরূপ, প্রকৃতি শোভাও সেই রূপ হাস্যময়! আনন্দময়!—তাঁহার মনের যে বর্ণ প্রকৃতিও সেই বর্ণ ধারণ করিয়াছে।

বিমলা আজ এত আহ্লাদিতা কেন? সেই সেই ভয়ঙ্কর ক্লেশরূপ গহন কানন উত্তীর্ণ হইয়াও ত এত হৃষ্ট হন নাই? প্রচণ্ড নৈরাশবাত্যাকুলিত ভীষণ তরঙ্গমালাসঙ্কুল সেই সেই বিপদসাগর অতিক্রম করিয়াওত এত প্রফুল্ল হন নাই? যে দিন বিজয় শমন হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করেন সেই দিনই ত ক্লেশ অবসন্ন হইয়াছে? কৈ সে দিনেও ত বিমলা এত আনন্দ অনুভব করেন নাই? আজ এত আহ্লাদের কারণ কি? তবে কি বিজয় বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য যে বিচার করিতেছেন তজ্জন্যই বিমলা এত আহ্লাদিতা হইয়াছেন?

উভয়ের অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ প্রণয় সঞ্চার হইয়াছে বটে কিন্তু বিজয় কখন বিমলাকে বিবাহ করার প্রস্তাব করেন নাই। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলেও ঐ প্রস্তাব করিতে সাহসিক হইবেন কি না সন্দেহ। তবে বিমলা এত আহ্লাদিতা হইলেন কেন? বিমলা কখন পার্থিব সুখাভিলাষিণী নন; প্রণয় সুখ-আন্তরিক সুখ, স্বর্গ সুখের প্রারম্ভ। বিমলা কেবল সেই সুখে অনুরক্তা; আজ তাঁহার সুখসিন্ধু উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিল। বিমলা অননুভূতপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। পুরাণে লিখিত আছে কামনা সাগরে যে ব্যক্তি যে কামনা করিয়া প্রাণত্যাগ করে পুনঃজন্মে তাহার সেই কামনা সফল হয়। বিমলা কি মনে মনে কোন কামনা করিতেছিলেন? বিমলা স্বর্গের মৃদুমন্দ কোমল বাদ্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সহসা বিজয় তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। হর্ষোৎফুল্ল লোচনে উভয়ে উভয়কে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মূর্ত্তিমান্ প্রণয় যেন পুরুষ প্রকৃতির রূপ ধারণ করিয়া এ ভূমণ্ডলে আবির্ভূত হইল! আহা! কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি। পাঠক, যদি ঐ যুগলমূর্ত্তি ভক্তি চক্ষে দেখ তাহা হইলে তুমি প্রণয়মূর্ত্তি হরগৌরীর ন্যায় একঅঙ্গ বিশিষ্ট দেখিবে। অনিমিষ চারি চক্ষু, দুই চক্ষু! দুই মন এক মন দেখিবে। কেমন পাঠক! তুমি পরম প্রীতিলাভ করিতেছ না? মনোহারিণী যুগল প্রণয়মূর্ত্তির দর্শন লাভে পরম সুখ! উহার বর্ণনাও সুশ্রাব্য।

রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবনে লীলাচ্ছলে প্রেম পথ দেখাইয়াছেন, এজন্য রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে অনেক লোক দীক্ষিত। ত্রিভঙ্গ

মুরারী নবজলধর শ্যাম কেবল ব্রজাঙ্গনার মনঃ হরণ করেন এমত নহে, এখনও অনেক কুলবালার মনোমধ্যে ঐ কাল রূপে বিরাজমান আছেন। কেবল শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর মোহিনী-মূর্ত্তি ধ্যান করিতেন এমত নহে এখনও ঐ আরাধ্যামূর্ত্তি অনেকের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ভক্ত বৈরাগী রাধার র শব্দ শ্রবণ করিবা মাত্র প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে অমনি ঢলিয়া পড়েন। বিজয়ও বিমলা অনিমিক নয়নে উভয়ে উভয়কে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; তাঁহাদের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল ও সর্ব্বাঙ্গ হর্ষে পুলকিত হইল। কাহারও মুখে কথা নাই, অথচ মুখে মৃদুমন্দ হাসি! ভাষায় কি এই ভাবভঙ্গি ব্যক্ত করা যায় না? ভাষা সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়াও কি উহা ব্যক্ত করিতে অক্ষম? এ চিত্রকরের কাজ। মন হর্ষিত হইলে মুখে হাসি আইসে; দুঃখিত হইলে ক্রন্দন আইসে। মনের সহিত শরীরের বিশেষতঃ মুখমণ্ডলের নিতান্ত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ—মনে যখন যে কোন ভাবের উদয় হয় মুখমণ্ডলে অমনি তাহা প্রকটিত হইয়া থাকে। কবি কাব্য-চ্ছটায় আন্তরিক ভাব-প্রণোদিত মুখ ভঙ্গিমা ব্যক্ত করিতে পারেন না—চিত্রকর কি ভাস্কর সে বিষয়ে তাঁহার অপেক্ষা বিশেষ পটু। কবি কষ্টকল্পনা করিয়া প্রবালোপহিত পুষ্প অথবা স্ফুট বিদ্রুমস্থ মুক্তাফলের সহিত মৃদুমন্দ হাস্যের উপমা দিবেন কিন্তু প্রথম সমাগম লজ্জিতা নব-যৌবনা অঙ্গনার শুচিস্মিত অধরে মৃদু হাস্য প্রকটিত হইয়া যেরূপ শোভা বিস্তার করে, কবির উপমাপূরিত বাক্যে তাহা কিছুই ব্যক্ত হইল না। ঐ ভাব ব্যক্তি চিত্রকরের বা ভাস্করের নিপুণ হস্ত সাপেক্ষ।

বিমলা প্রথমে বীণাবিনিন্দী মধুর স্বরে কহিলেন "বিজয়! তোমার আসার আশায় আমি এখানে দণ্ডায়মানা আছি, আমার আশা পূর্ণ হইল।"

বিজয় কাতরস্বরে কহিলেন, "আমার আশা পূর্ণ হইল না।"

বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন?"

বিজয় উত্তর করিলেন, "বারাণসী নগরে পণ্ডিতেরা বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা দিলেন না।"

যেমন গঙ্গা যমুনা প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে সেই রূপ উভয়ের চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল।

বিজয় কহিলেন "আমার আশা পূর্ণ হইল না।"

বিমলা কহিলেন "এ জন্মে আশা পূর্ণ হইবে না।"

বিজয় অনতিস্ফুট স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

বিমলা কামনা সাগরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কর-যোড়ে কহিলেন "আমার এই কামনা বিজয় যেন পুনর্জন্মে আমার স্বামী হন।"

এই বলিয়া কামনা সাগরে ঝাঁপ দিলেন।

বিজয় রোদন করিতে করিতে কহিলেন "আমার এই কামনা পুনঃজন্মে আমি যেন এক জন বিখ্যাত পণ্ডিত হইয়া জন্মগ্রহণ করি, আমার দ্বারা বিধবা বিবাহ প্রচলিত হয় এবং বিমলা আমার স্ত্রী হন।"

এই বলিয়া বিজয়ও ঝাঁপ দিলেন।

আশার কি অদ্ভুত মোহিনী শক্তি! যে মৃত্যু জীবমাত্রে ভয়প্রদ—আশার প্রভাবে বিমলা ও বিজয় সাদরে সে মৃত্যুর ক্রোড়ে শয়ন করিলেন। পুনর্জন্মে তাঁহাদের আশা সফল হইয়াছিল? কে বলিবে—আশা মরীচি সদৃশী।

সমাপ্ত।

ক্রোড় পত্র।

বিজয়কে বধ করিবার নিমিত্ত প্রাণবল্লভ বারাণসী নগরে আগমন করিয়া অবগত হইলেন যে বিজয় প্রয়াগতীর্থে গমন করিয়াছেন অতএব তিনিও তথায় গমন করিলেন। কএকদিন পর প্রাণবল্লভ প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া তরলার মুখে কামনাসাগরে যে ঘটনা ঘটিয়াছে অবগত হইলেন এবং ডাক যোগে কেশবের নিকট পত্র লিখিলেন। ঐ পত্রে এই বিবরণ লেখা ছিল।

"কেশব! আমাকে আর বিজয়ের জীবন ধ্বংস করিতে হইল না; তিনি কামনাসাগরে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। তুমি নির্বিবাদে আনন্দ নগরের ভূম্যধিকারী হইলে। আমরা নিরর্থক বৃদ্ধ দেওয়ানকে বধ করিয়াছি; সেই রাত্রে আমি এবং তুমি যেরূপ ভয়ানক যন্ত্রণা দিয়া তাহাকে বধ করিয়াছি তাহা মনে পড়িলে এখনও আমার অন্তঃকরণে ত্রাস জন্মে। তাহার শয়ন মন্দির হইতে তোমার পাদুকা ত আনিতে পারিয়াছিলে? তোমার অপেক্ষা করিতে আমার আর সাহস হইল না। আমি সেই রাত্রেই নৌকারোহণ করিয়া যাত্রা করি। আমার পরিধান বস্ত্রে রক্ত দেখিয়া নাবিকেরা সন্দেহ করিয়াছিল। আমি অদ্যই নৌকারোহণ পূর্ব্বক আনন্দনগর প্রতিগমন করিব।"

শ্রীপ্রাণবল্লভ দেবশর্ম্মণঃ।

প্রাণবল্লভ আনন্দ নগরে আসিয়া নৌকা হইতে নামিলেন। ঐ নগরের পশ্চিম প্রান্তে বহুসংখ্যক লোক একত্রিত হইয়াছে দেখিয়া কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে তথায় গমন করিলেন। ফাঁসি কাঠের নিকট প্রহরীর সমরক্ষণে কেশবকে বন্ধনাবস্থায় দেখিয়া তাহার অন্তঃকরণে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল। কেশব প্রাণবল্লভকে দেখিয়া নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন; কিন্তু তাহার হৃৎকম্প হইতেছিল ভয়ে আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। কেশব নিকটবর্ত্তী প্রহরীর কাণে কাণে কি যেন কহিলেন। প্রহরী আসিয়া প্রাণবল্লভের হস্তধারণ করিলে তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

প্রহরী কহিল, "ভয় নাই; খুনি আসামী তোমার সঙ্গে গোপনে কথা কহিতে চায়।"

প্রাণবল্লভ কাঁপিতে কাঁপিতে প্রহরীর সঙ্গে গমন করিলেন; কেশবের প্রার্থনা অনুসারে প্রহরীগণ কিছু অন্তরে গিয়া দণ্ডায়মান হইল।"

কেশব ধীরে ধীরে কহিলেন, "প্রাণবল্লভ! তোমার পরামর্শ অনুসারে আমি আমার পাদুকা আনিবার নিমিত্ত পুনরায় দেওয়ানের ঘরে প্রবেশ করিলে ধৃত হইয়াছি।"

প্রাণ—"আমার কথাত প্রকাশ কর নাই?"

কেশব—"না, আমি শিরোমণির ন্যায় বিশ্বাসঘাতক নই। ভৈরবী শিরোমণির স্ত্রী ছিলেন ইহার কথা বিশ্বাস করিয়া প্রাণ হারাইলাম।"

প্রাণ—"ভৈরবীর কথাত মিথ্যা নয়; আনন্দ নগরের

ভূম্যধিকারীর বংশ নির্বংশ হইয়াছে; আমি যে পত্র লিখিয়াছি তাহা তুমি পাও নাই?"

কেশব—"না। তুমি কি বিজয়কে বধ করিয়াছ?"

প্রাণ—"না, বিজয় ও বিমলা কামনাসাগরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এখন তুমিই আনন্দ নগরের ভূম্যধিকারী।"

কেশব দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন; উভয় চক্ষু দিয়া বারি ধারা বিগলিত হইতে লাগিল; ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন "হায়! আমি অধীর হওয়াতেই আশানুরূপ ফল ভোগ করিতে পারিলাম না।"

প্রাণ—"তোমার পুত্রেরাই ঐ ফল ভোগ করিবে!"

কেশব—"তাহাদিগকে বলিও অরণ্য হইতে যে পাষাণময়ী কালিমূর্ত্তি আনিয়া আলয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি তাঁহার পূজার যেন ব্যাঘাত না হয়। প্রত্যেক অমাবস্যায় যেন নরবলি দিয়া দেবীকে অর্চ্চনা করা হয়।"

এই সময়ে জল্লাদ উচ্চৈঃস্বরে কহিল "খুনি আসামিকে ফাঁসি দেওয়ার সময় হইয়াছে।"

একজন প্রহরী কহিল "আর না; তোমাকে গোপনে কথা কহিতে আর সময় দেওয়া যাইতে পারে না।"

এই বলিয়া প্রহরী কেশবের হস্ত ধারণপূর্ব্বক ফাঁসি কাঠের নিকট লইয়া চলিল। জল্লাদ আবার উচ্চৈঃস্বরে কহিল; "হাকিমের হুকুম মোতাবেক আমি এই ব্যক্তিকে ফাঁসি দিতেছি" ইহাতে আমার কোন গুণা নাই।

কেশবের গলায় ফাঁস দেওয়া হইল। যে কাষ্ঠ সোপানোপরি কেশব দণ্ডায়মান ছিলেন, তাহা জল্লাদ সরাইয়া লইলে

ঝুলিতে ঝুলিতে কেশবের সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে
অবিলম্বেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল। সক
হইতে প্রস্থান করিলেও প্রাণবল্লভ অনিমিষ নয়নে কে-
শব নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন। একটা কাক আসিয়া
ব্যক্তির মস্তকোপরি উপবেশনপূর্ব্বক কা কা করিতে লা
চঞ্চু দ্বারা তাহার উভয় চক্ষু খুলিয়া খাইয়া প্রাণ বধ
প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কর্কশ স্বরে আবার কা কা ক
লাগিল। প্রাণবল্লভ ভয়ে অভিভূত হইলেন। অব
একব্যক্তি তাহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক কহিল "প্রাণ ব
তুমি দেওয়ানকে বধ করার মোকদ্দমায় অপরাধী
বিজয়কে বধ করিবার নিমিত্ত কাশীতে গিয়াছিলে
তোমার পত্রে লিখিত আছে।"

প্রাণবল্লভ দেখিলেন থানার দারগা তাহার হস্ত ধ
করিয়াছেন, তিনি ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

দেওয়ানকে বধ করার অপরাধে প্রাণবল্লভেরও প্র
দণ্ড হইল।

কৃত্তিবাস ও তরলা আর আনন্দ নগরে আগমন করি
না, কাশীধামে বাস করিতে লাগিলেন। যাদব ও তাঁহ
স্ত্রী হেমলতা সুখে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।